THE LINDE GROUP

Linde

প্রবৃদ্ধির জন্য সংহত

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

আমাদের দর্শন

বাংলাদেশের যেসব ব্যবসায়িক খাতে আমরা নিয়োজিত সেসব খাতে আমরা নেতৃস্থানীয় হিসেবে স্বীকৃত হবো।

আমাদের মূল্যবোধ

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রয়াস।

গ্রাহকদের কল্যাণে উদ্ভাবন ।

জনবলকে ক্ষমতায়ন।

বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী ।

আমাদের নীতি

নিরাপত্তা।

সততা।

সম্মান।

দীর্ঘস্থায়ীত্ব।

সূচীপত্র

এক নজরে কর্পোরেট

০৭২ কোম্পানির দর্শন
০৭৪ আর্থিক ইতিবৃত্ত
০৭৫ এক নজরে সারা বছর
০৭৫ মূল্য সংযোজিত বিবরণ

শেয়ারহোল্ডারগণের বিজ্ঞপ্তি

০৭৬ কর্পোরেট ইতিহাস
০৭৭ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
০৭৮ পুঁজি বাজারে কোম্পানি
০৭৯ এক নজরে ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা
০৮০ পরিচালনা পর্ষদ
০৮৩ সভাপতির বিবৃতি
০৮৬ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন
০৯৮ কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা
১০১ পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী
১০২ নিরীক্ষা কমিটির প্রতিবেদন
১০৩ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট

আর্থিক প্রতিবেদন

১০৪ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১০৫ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১০৬ কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১০৭ কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১০৮ কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১০৯ কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১১০ আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১১১ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১১২ ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১১৩ নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১১৪ হিসাবের টীকাসমূহ

সংযোজিত তথ্য

১৩৮ কোম্পানির অবস্থানসমূহ
১৩৯ লিন্ডে বাংলাদেশ এর সাইটসমূহ
১৪০ কোম্পানির পণ্য ও সেবাসমূহ

আর্থিক ইতিবৃত্ত

		২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৩,১৯৯,৩৭৫	৩,৭২৯,৭৫৪	৩,৮১৭,১২৭	৪,০৫৬,২৭৮	৩,৯৮৪,৪৮২	৩,৯৩৩,১৮৫
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৯০৩,২৫৬	৯৪০,১৩৬	৬৬০,৪৯৩	১,০০১,৫৮৭	৮৫১,০৩৫	৮৮১,৩৪৩
ইবিআইটিডিএ (EBITDA)	"	৯৭৩,৬৮২	১,০০৩,০৮৬	৭৭৬,৯৯৬	১,১৩৮,২৫৫	৯৯৪,০৯৫	১,০৩১,১০৪
কর বরাদ্দ	"	২৪১,৩২০	২৩০,৫৮৪	১৮০,৫৭৫	২২৫,৫৪৪	২৪২,৬৫৯	২১৩,০৮৬
বিলম্বিত কর	"	-৬,১৩২	২৮,০৩৭	-২,৫৯৩	৩৭,১৪৮	-১১,৭৫৬	১৭,৭৮৬
আয়	"	৬৬৮,০৬৮	৬৮১,৫১৫	৪৮২,৫১১	৭৩৮,৮৯৫	৬২০,১৩২	৬৫০,৪৭১
প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	"	৩৮০,৪৫৭	৩৮০,৪৫৭	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল*	"	১,৮২৩,১৪১	১,৯৯৩,০৪৮	২,০১৯,০১০	২,২৮৬,১৩৮	২,৪৩৪,৫০৩	২,৬১৩,২০৭
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি*	"	১,৯৯৫,৪৯৮	২,১৬৫,৪০৫	২,১৯১,৩৬৭	২,৪৫৮,৪৯৫	২,৬০৬,৮৬০	২,৭৮৫,৫৬৪
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,০৪৩,৫৫২	১,২৩৮,৮৩৪	১,৪৭৪,৮৩৬	১,৫০৮,৯৯১	১,৫৩৫,১৪৫	১,৯১৪,৪০৫
অবচয়	"	১৩২,৭৬৯	১৩১,৯১৫	১৪৬,১৪৪	১৫৭,৪২৫	১৬৪,৫৩১	১৬২,৬১৭
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪৩.৯০	৪৪.৭৮	৩১.৭১	৪৮.৫৫	৪০.৭৫	৪২.৭৪
পি ই রেশিও-টাইমস		১৬	১৪	১৭	১৩	২২	২৭
কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত	%	৩৪	৩২	২২	৩০	২৪	২৪
মোট মুনাফার আনুপাতিক হার	%	৪২	৩৯	৩৪	৩৭	৪০	৪৩
ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস		-	-	-	-	-	-
চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস		৩.৮০	৩.৬৪	২.৬০	৩.০৮	৩.১১	২.৪৪
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	টাকা	৩৫.০০	৩৫.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০
লভ্যাংশ	%	৩৫০	৩৫০	৩১০	৩১০	৩১০	৩১০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি*	টাকা	১৩১.১৩	১৪২.২৯	১৪৪.০০	১৬১.৫৫	১৭১.৩০	১৮৩.০৪
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ	"	৪৫.৪৫	৩৪.৫৭	৩১.৭৮	৫৪.৯১	৫০.৮৯	৬৭.১৪

রেভিনিউ

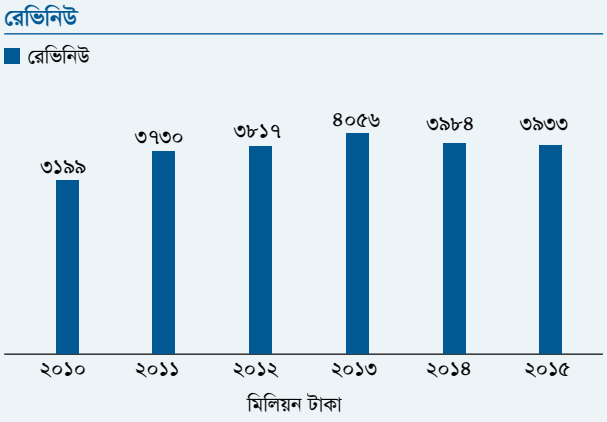

আয় ও লভ্যাংশ

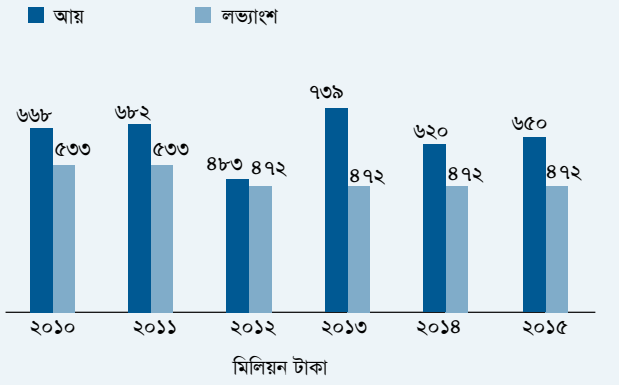

শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি

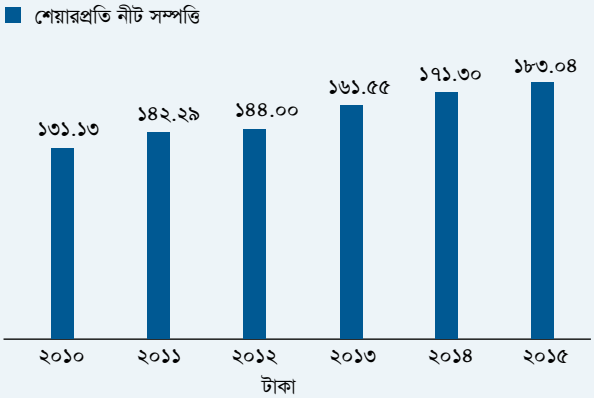

মূল্য আয়ের অনুপাত*

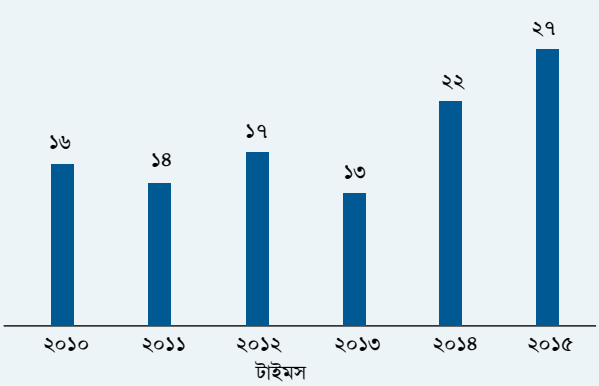

* উপস্থাপনের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবিত লভ্যাংশের সমন্বয় সাধন ।

এক নজরে সারা বছর

		২০১৫	২০১৪	২০১৪ এর তুলনায় পরিবর্তন
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৩,৯৩৩,১৮৫	৩,৯৮৪,৪৮২	-১.২৯%
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৮৮১,৩৪৩	৮৫১,০৩৫	৩.৫৬%
আয়	"	৬৫০,৪৭১	৬২০,১৩২	৪.৮৯%
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪২.৭৪	৪০.৭৫	৪.৮৯%

রেভিনিউ, কর-পূর্ব মুনাফা ও আয়

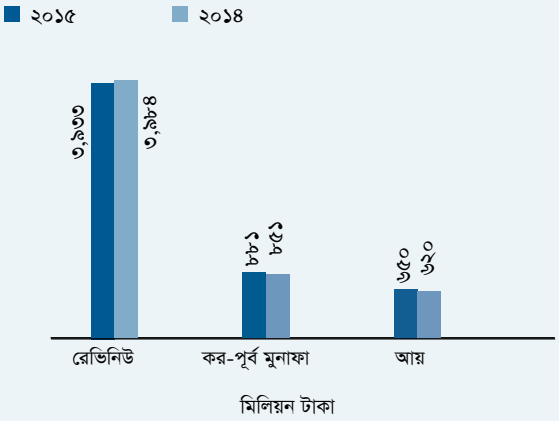

২০১৪ এর তুলনায় পরিবর্তন %

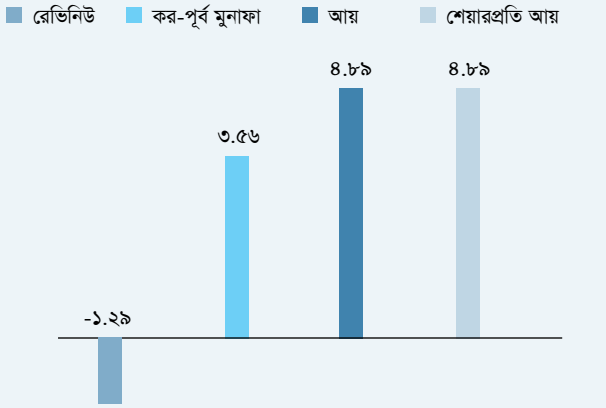

মূল্য সংযোজিত বিবরণ

	৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের			
	২০১৫		২০১৪	
	টাকা '০০০	%	টাকা '০০০	%
মূল্য সংযোজন				
রেভিনিউ	৩,৯৩৩,১৮৫		৩,৯৮৪,৪৮২	
মালামাল ক্রয় এবং সেবাসমূহ	(২,৩২৩,০৫৩)		(২,৩৯৫,৫৬৫)	
	১,৬১০,১৩২		১,৫৮৮,৯১৭	
ব্যাংক জমা বাবদ সুদসহ অন্যান্য আয়	৪০,০৪২		৩০,৫২৯	
বিতরণযোগ্য	১,৬৫০,১৭৪	১০০	১,৬১৯,৪৪৬	১০০
বিতরণ				
কর্মচারিবৃন্দকে-পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা বাবদ	৫৯৭,২৯২	৩৬	৫৯৫,১৪৫	৩৬
মূলধন সরবরাহকারীদেরকে:				
(ক) স্বল্পমেয়াদী ঋণের উপর সুদ	৯৭	০	১,২৮৮	০
(খ) প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন ও চূড়ান্ত লভ্যাংশ	৪৭১,৭৬৭	২৯	৪৭১,৭৬৭	২৯
কর বাবদ বরাদ্ধ	২৩০,৮৭২	১৪	২৩০,৯০৩	১৪
পুনঃবিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য রক্ষিত:				
(ক) অবচয় এবং এ্যামোরটাইজেশন	১৭১,৪৪২	১০	১৭১,৯৭৮	১০
(খ) সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত	১৭৮,৭০৪	১০	১৪৮,৩৬৫	১০
	১,৬৫০,১৭৪	১০০	১,৬১৯,৪৪৬	১০০

কর্পোরেট ইতিহাস

লিন্ডে গ্রুপের রয়েছে সুদীর্ঘ ১৩০ বছরেরও অধিককালের ইতিহাস যার ভিত্তি রচিত হয়েছে প্রযুক্তির উপর জোরালো গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি উদ্ভাবনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় । এই কোম্পানির স্থপতি প্রফেসর ডক্টর কার্ল ভন লিন্ডে রেফ্রিজারেশন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন এবং তিনি বায়ু পৃথকীকরণ (air seperation) প্রক্রিয়ার পথিকৃৎ । আর আজ আমরা বিশ্ব বাজারে গ্যাস ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি সমাধানের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় নাম ।

লিন্ডে গ্রুপ গ্যাস এবং প্রকৌশল কোম্পানি হিসেবে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় অবস্থান অর্জন করেছে; বিশ্বব্যাপী ১০০টিরও অধিক দেশে কোম্পানিটির ৬৪,৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন করছেন । ২০১৫ অর্থবছরে কোম্পানিটির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৭.৯ বিলিয়ন ইউরো (২০১৪: ১৭.১ বিলিয়ন ইউরো) ।

বাংলাদেশে আমাদের উত্তরাধিকার

লিন্ডে গ্রুপের একটি সদস্য প্রতিষ্ঠান লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি নীরব অংশীদার হিসেবে দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে । কর্ম-সম্পর্কিত মূল্যবোধে ঋদ্ধ একটি জোরালো নিজস্ব সংস্কৃতি বহু বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় লিন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিকে করেছে সমৃদ্ধ আর সুদীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককালব্যাপী এর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতার পাশাপাশি এর কার্যক্রম ও ব্যবসায়ের অব্যাহত বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে ।

আমরা আমাদের পণ্যসমূহ ৩৫,০০০-এরও অধিক গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে থাকি । এসব গ্রাহকের মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও পেট্রোকেমিক্যাল হতে শুরু করে ইস্পাত শিল্প-কারখানার মত ব্যাপক পরিসর ও বৈচিত্রের শিল্প-কারখানাসমূহ । প্রায় ৩১৫ প্রশিক্ষিত, কর্মোদ্দীপ্ত ও পেশাদার সদস্যসমৃদ্ধ আমাদের টিম গ্রাহকদের সেবা প্রদানের লক্ষে দেশব্যাপী তিনটি বড় আকারের লোকেশনে ২৪ ঘন্টা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন ।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডে আমরা আমাদের পণ্য ও সেবার গুণগত মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদের কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অবস্থা নিশ্চিত করা ।

এক নজরে আমাদের অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ:

১৯৫৩ চট্টগ্রাম অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করা হয় ।
১৯৭৩ বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (বিওএল) নাম পরিগ্রহ করে । রেজিস্টারস জয়েন্ট স্টক অব কোম্পানিজ-এ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নবগঠিত দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করে ।
১৯৭৬ প্রথম CO2 প্ল্যান্ট চালু করা হয় ।
১৯৭৯ ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যাত্রা শুরু করে ।
১৯৯৫ কোম্পানির নাম “বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড” হতে “বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এ পরিবর্তিত হয় ।
১৯৯৫ রূপগঞ্জস্থ ৩০ টিপিডি এএসইউ এবং প্রথম ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয় ।
১৯৯৮ রূপগঞ্জস্থ দ্বিতীয় ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয় ।
১৯৯৯ ২০ টিপিডি উৎপাদন স্থাপনাসহ শীতলপুর প্ল্যান্ট চালু করা হয় ।
২০০০ এ্যাসপেন (ASPEN) এবং এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন ।
২০০৪ নবনির্মিত কর্পোরেট কার্যালয়ে গমন ।
২০০৬ লিন্ডে গ্রুপ, জার্মানী কর্তৃক অধিগ্রহণ ।
২০১০ বাংলাদেশী মুদ্রায় একশ কোটি টাকা EBITDA মুনাফা অর্জন ।
২০১১ রূপগঞ্জস্থ তৃতীয় ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয় ।
২০১১ কোম্পানির নাম “বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড” হতে “লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড”-এ পরিবর্তন ।
২০১২ রূপগঞ্জস্থ চতুর্থ ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয় ।
২০১৩ বিক্রয় এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট, বগুড়া ।

কোম্পানি সচিব
মো: আনিসুজ্জামান

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

স্ট্যাটুটরী অডিটর
রহমান রহমান হক

ব্যাংকসমূহ
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পো: লি:
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি:

আইন উপদেষ্টা
হক অ্যান্ড কোম্পানি

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৭ এপ্রিল, ২০১৬, রোজ বুধবার, সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে অফিসার্স ক্লাব, ২৬ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০-এ অনুষ্ঠিত হবে । সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপ:

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সমাপ্ত বছরের হিসাব, অডিটরদের এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন ।
২. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা ।
৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর পুনঃনিয়োগ ।
৪. পরিচালক নির্বাচন ।
৫. অডিটরদের নিয়োগদান ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ ।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

মো: আনিসুজ্জামান
কোম্পানি সচিব
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

টীকা

১ যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট ১৬ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত কোম্পানির সদস্য বহি কিংবা ডিপোজিটরি বহিতে বৈধভাবে থাকবে তাদের হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহের জন্য উক্ত শেয়ার গ্রহীতা সাধারণ সভায় যোগদানের এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ।

২ বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের যোগ্য সদস্য তার পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন । নিজ অধিকারে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানে সক্ষম না হলে কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না ।

৩ যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রক্সি ফরম অবশ্যই ২৪ এপ্রিল, ২০১৬, রবিবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের মধ্যে কোম্পানির রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না ।

পুঁজিবাজারে কোম্পানি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ পুঁজিবাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ওয়েবসাইট হালনাগাদ এবং মিডিয়া প্রকাশনার মাধ্যমে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণের সাথেও যোগাযোগ করে । বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, আর্থিক কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্যের ত্রৈমাসিক হালনাগাদকরণ শীর্ষক চর্চাগুলো কোম্পানি কর্তৃক নজরদারি করা হয়, যার মাধ্যমে কোম্পানির প্রতি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস ও আস্থা জন্মায় ।

বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে ২০১১ সালে ধ্বসে পড়ে এবং তারপর থেকে ক্রমাগত পতনশীল হয়েছে । ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) শেয়ারবাজারে সূচক ২০১১ সালে ৯৫০০ ছিল এবং এটি ২০১৫ সালে ৪৫০০-তে দাঁড়িয়েছে । এটি বাংলাদেশের শেয়ার বাজারের একটি প্রতিকুল চিত্র তুলে ধরে । অনেক ছোট এবং বড় বিনিয়োগকারী ২০১১ সালে শেয়ার বাজারে ধ্বসের কারণে তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ হারিয়ে ফেলে । তালিকাভুক্ত কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ারের দাম নিম্নমুখী ।

পুঁজিবাজার ভিত্তিক পরিসংখ্যান

		৩১ ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১৫	২০১৪
অর্থবছরের লভ্যাংশ প্রদানের শেয়ারের সংখ্যা	সংখ্যা	১৫২,১৮,২৮০	১৫২,১৮,২৮০
বছর শেষের সমাপনী মূল্য	টাকা	১,১৩৮.৪০	৯১৪.৬০
এ বছরের উচ্চ মূল্য	টাকা	১,৪১৮.০০	১,১৩৩.০০
এ বছরের নিম্নমূল্য	টাকা	৮০৬.০০	৬১৯.০০
ভলিউম শেয়ারের পরিমাণ	সংখ্যা	২,৫৪৩,৭৭৮	২,৩৬৭,৭৯২
অর্থবছরের মোট লভ্যাংশ	টাকা মিলিয়ন	৪৭১.৭৭	৪৭১.৭৭
বাজার মূলধন	টাকা মিলিয়ন	১৭,৩২৫	১৩,৯১৯
শেয়ারপ্রতি তথ্য			
নগদ লভ্যাংশ	টাকা	৩১.০০	৩১.০০
লভ্যাংশ ইলড	%	২.৭২	৩.৩৯
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ	টাকা	৬৭.১৪	৫০.৮৯
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪২.৭৪	৪০.৭৫

মাস অনুযায়ী কোম্পানির উচ্চ ও নিম্ন শেয়ারের মূল্য

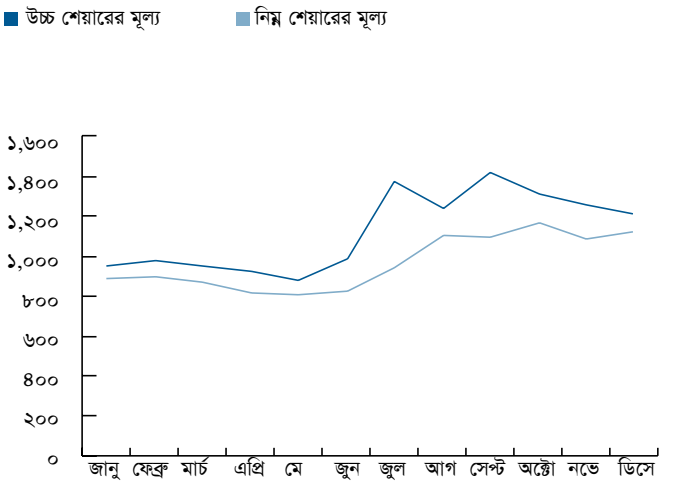

মাস অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার লেনদেন

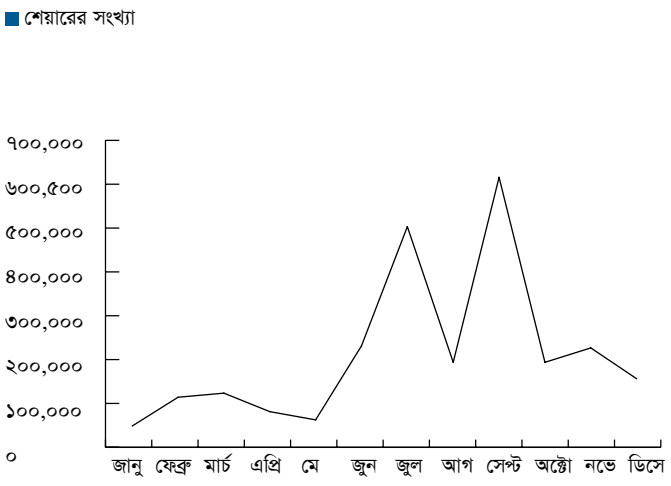

এক নজরে ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২০১৫ সালে ৩০ এপ্রিল কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালকবৃন্দ ।

২০১৫ সালে ৩০ এপ্রিল কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ নিবন্ধন করছেন ।

২০১৫ সালে ৩০ এপ্রিল কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডার বক্তব্য রাখছেন ।

২০১৫ সালে ৩০ এপ্রিল কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ ।

পরিচালনা পর্ষদ

আইয়ুব কাদরি

২০১১ সাল হতে সভাপতি ।

জনাব আইয়ুব কাদরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এম,এ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক এ্যাফেয়ার্সে-স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । জনাব কাদরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এর প্রশাসনিক একাডেমিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আই,এল,ও ইনষ্টিটিউট জেনেভা, জাতিসংঘ ইনষ্টিটিউট জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র ফিলিপাইনে, ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক সার্ভিস এবং ইউ,এস,এ সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ।

জনাব কাদরি ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে কর্মময় জীবন শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন; এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী পদে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় গুলো হলো শিল্প, পানি সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, খাদ্য, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন । তিনি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC) এর সভাপতি এবং পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (BRDB) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।

জনাব কাদরি ২০০৫ সালে সরকারী চাকুরী হতে অবসর নেন । ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস হতে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন । তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন । একই বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি পদত্যাগ করেন ।

জনাব কাদরি বহু সরকারী, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও যৌথ-মালিকানাধীন কোম্পানি-এর বোর্ডের সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন । তাছাড়া তিনি বেসিক ব্যাংক লি:, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং (KAFCO), ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং (IPDC), বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM) এবং স্মল মিডিয়াম এন্ট্রারপ্রাইজ (SME) ফাউন্ডেশন-এর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন । তিনি ২০০৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন ।

ইরফান এস মতিন

২০১১ সাল হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ।

জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি (বুয়েট) থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েশন করেন । ১৯৮০ সাল থেকে তিনি বিওসিতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন । জনাব মতিন কোম্পানিতে কর্মকালীন সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন যার বেশীর ভাগটাই ছিল মার্কেটিং, বিক্রয়, কাস্টমার সার্ভিসেস, প্রকিউরমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশনস, কাস্টমার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস, ওয়েল্ডিং-অপারেশনস এবং প্রজেক্টস । তিনি ২০০৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন ।

তিনি বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারস ইনষ্টিটিশন, ঢাকা-এর একজন আজীবন সদস্য ।

ডেজাইরি বাচের

২০১২ সাল হতে পরিচালক ।

মিস ডেজাইরি বাচের লিন্ডে গ্রুপের দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ফিন্যান্স অ্যান্ড কন্ট্রোল বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তিনি ১০টি দেশব্যাপী লিন্ডে গ্রুপের ব্যবসায়ের ফিন্যান্স বিষয়ক কার্যক্রম দেখাশোনা করেন । সিঙ্গাপুরস্থ আঞ্চলিক সদর দপ্তরে তার কার্যালয় অবস্থিত ।

মিস বাচের ১৬ বছরেরও অধিককাল লিন্ডে গ্রুপের সাথে কর্মরত । তিনি ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে লিন্ডে ফিলিপাইনস কোম্পানিতে ফিন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার হিসেবে যোগদান করেন । তিনি ফিলিপাইনে ব্যবসার বিভিন্ন পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন । ২০০৩ সালে তিনি এশিয়া অঞ্চলের সার্ভিস কোয়ালিটি ম্যানেজার হিসেবে আঞ্চলিক দায়িত্ব পালন করার লক্ষে ফিলিপাইন হতে সিঙ্গাপুরে চলে আসেন; সেখানে তিনি সারবেইন্স অক্সলের ফিন্যান্স অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট-এর পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পে দায়িত্ব পালন করেন । ২০০৬ সালে দ্যা বিওসি গ্রুপ এবং লিন্ডে এজি একীভূত হয়ে দ্যা লিন্ডে গ্রুপ গঠিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের এ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং ডাইরেক্টর-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন । ২০১০ সালে তিনি পুনরায় ফিলিপাইনস্থ কার্যালয়ে যোগদান করেন । সেখানে তিনি দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার জন্য এ্যাকাউন্টিং সেন্টার অব এক্সেলেন্সের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ অঞ্চলে সাফল্যের সহিত শেয়ার্ড সার্ভিস সেন্টারের ধারণা বাস্তবায়নের ভূমিকা রাখেন । ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি তার বর্তমান পদে নিয়োগ লাভ করেন ।

মিস বাচের ম্যানিলাস্থ সেইন্ট স্কলাস্টিকাস কলেজের ম্যাগনা কাম লড (Magna cum Laude) হতে এ্যাকাউন্ট্যান্সিতে ব্যাচেলার অব সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন । তিনি ফিলিপাইনের একজন সার্টিফাইড পাবলিক এ্যাকাউন্ট্যান্ট ।

মলয় ব্যানার্জী

২০১৫ সাল হতে পরিচালক ।

জনাব মলয় ব্যানার্জী ২০১৩ সালের ৩০শে জুলাই থেকে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন । লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড লিন্ডে গ্রুপের একটি সদস্য । পূর্বে এটি বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড হিসেবে পরিচিত ছিল । লিন্ডে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানি । পৃথিবীর ১০০টি দেশে এই কোম্পানির ৬৪,৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন ।

জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ক্লাস্টারের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন; এই ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও পাকিস্তান । তিনি লিন্ডে গ্রুপের অধীন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং শ্রীলংকার সিলন অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন ।

২০১১ সালের পূর্বে জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে গ্রুপের দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চল এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক ব্যবসায় ইউনিটের টনেজ এ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টের (Tonnage Account Management) প্রধান হিসেবে সিঙ্গাপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন । তিনি ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে ডেপুটি কান্ট্রি হেড হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ যোগদান করেন ।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে একজন প্রশিক্ষণার্থী (Trainee) হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়াতে তার কর্মজীবন শুরু করেন । তিনি কোম্পানির প্রকৌশল ও গ্যাস বিভাগে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন । এর মধ্যে রয়েছে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ব্যবসায় উন্নয়ন ও বিপণন । ২০০৯ সালে জনাব ব্যানার্জী ইন্ডিয়াতে গ্যাসেস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করেন ।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে কানপুরস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজী হতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাচেলর ডিগ্রি গ্রহণ করেন ।

লতিফুর রহমান

২০০৬ সাল হতে পরিচালক ।

জনাব লতিফুর রহমান ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সিইও । কোম্পানির বাৎসরিক বিক্রয় প্রায় ৩৯ বিলিয়ন টাকা এবং কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সংখ্যা ১৩,০০০-এর বেশী । ১৮৮৫ সালে চা গাছ রোপণের মাধ্যমে এই গ্রুপের উদ্ভব ঘটে ।

এই গ্রুপের অধীন কোম্পানিসমূহ পানীয়, ইলেক্ট্রনিক্স, ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্যাদি,ফাস্ট ফুড, স্নাক্স অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালস, পরিবেশন, প্রিন্টেড মিডিয়া এবং চায়ের ব্যবসায় পরিচালনা করে এবং এ গ্রুপের কোম্পানিসমূহ হলো ট্রান্সকম বেভারেজ লি:, ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লি:, এসকেএফ বাংলাদেশ লি:, ট্রান্সকম ফুডস লি:, ট্রান্সকম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:, ট্রান্সকম কনজুমার প্রডাক্টস, মিডিয়াস্টার লি:, মিডিয়াওয়ার্ল্ড লি: এবং টী হোল্ডিংস লিমিটেড । ট্রান্সকম গ্রুপের অধীন স্টেকহোল্ডারের অধিকারী কোম্পানিসমূহ হলো: মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লি: ('দি ডেইলি স্টার'), রিলায়েন্স ইনসিওরেন্স লি:, ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেষ্টমেন্টস লি:, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লি: এবং পূবালী ব্যাংক লি: । তিনি নেসলে বাংলাদেশ লি:, হোলসিম বাংলাদেশ লি: এবং ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেষ্টমেন্টস লি:-এর চেয়ারম্যান । তিনি বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (BRAC)-এর গভার্নিং বডির একজন সদস্যও । জনাব রহমান বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC), বাংলাদেশ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট । জনাব রহমান ২০১৪ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ হতে তিন বছরের জন্য ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, প্যারিস-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন । তিনি মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাষ্ট্রি, ঢাকা (সাতবার) এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (দুইবার) -এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনিত হয়েছিলেন । ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (FBCCI) বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ টী এসোসিয়েশন-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ছিলেন । জনাব লতিফুর রহমান সরকারের অর্থ এবং বাণিজ্য নীতিমালা গঠনকারী বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ট্রেড বডি রিফর্মস কমিটি-এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম, ডব্লিউটিও-এর এ্যাডভাইজারী কমিটি, এক্সপোর্ট প্রমোশন-এর ন্যাশনাল কমিটি এবং জুট-এর কনসাল্টেটিভ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য ছিলেন ।

জনাব রহমান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ-এর বিজনেস এক্সিকিউটিভ ২০০১ এবং "অসলো বিজনেস ফর পিস এওয়ার্ড ২০১২" সম্মানে ভূষিত হন ।

মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান

ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালে পরিচালক হিসেবে যোগদান ।

জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICB)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক । এই কর্পোরেশন যাহা দেশের বিনিয়োগ ব্যাংক হিসেবে অন্যতম । পূর্বে তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও আইসিবি-এর সহকারি ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন । ইতিপূর্বে তিনি আইসিবির মহাব্যবস্থাপক ছিলেন । তিনি একজন সিনিয়র অফিসার হিসেবে ১৯৮৩ সালে আইসিবিতে যোগদান করেন, উন্নয়ন তদারকির ও ব্যবস্থাপনাগত সামর্থ্যের সঙ্গে বিনিয়োগ ব্যাংকিং-এ দক্ষতার কেন্দ্র সমৃদ্ধ স্থানে একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য জ্যৈষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পদে ছিলেন । তিনি সত্যিই একজন দক্ষ পেশাদারী এবং ক্যাপিটাল মার্কেটে তাঁর দৃঢ় জ্ঞান রয়েছে । তাঁর জনসংযোগে অসামান্য বিশেষজ্ঞতা রয়েছে । তিনি তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং দক্ষতার দ্বারা তাঁর প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন ।

তিনি আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসাবে তার পেশাদারী দক্ষতার অবদান রাখছেন । এছাড়া তিনি বর্তমানে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লি: (BATBC), লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড, গ্লাক্সোস্মীথক্লাইন বাংলাদেশ লিমিটেড (GSK), রেনাটা লিমিটেড, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা এনডোমেন্ট ট্রাস্ট (BKGET), ক্রেডিট রেটিং বাংলাদেশ লিমিটেড (CRAB), ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (CRISL), স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড, অ্যাপেক্স ট্যানারি লিমিটেড, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (CDBL), সিএপিএম (CAPM) ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড (CVCFL)- এর পরিচালক এবং এছাড়া অন্যান্য বেশ কিছু কোম্পানিরও পরিচালক ।

জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এ (অনার্স) এবং পরিসংখ্যানে এম,এ (M.A) ডিগ্রি অর্জন করেন । কর্মজীবনে তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ক্যাপিটাল মার্কেট বিষয়ে অসংখ্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

পারভীন মাহমুদ

২০১১ সাল হতে পরিচালক ।

মিস পারভীন মাহমুদ ২০১১ সালে পরিচালকমন্ডলীতে নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারপারসন পদে যোগদান করেন । তিনি গ্রামীণ টেলিকম ট্রাষ্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ।

মিস মাহমুদ তার বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সাথে কাজ করেছেন এবং একজন পেশাদার চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন । তিনি ACNABIN চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর অংশীদার ছিলেন । তিনি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)-এর উপ-ব্যবস্থাপক পরিচালক ছিলেন ।

মিস মাহমুদ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICAB)-এর ২০১১ সালের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন । তিনি সার্কের শীর্ষস্থানীয় এ্যাকাউন্টিং পেশাদারী সংস্থা সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব এ্যাকাউন্ট্যান্টস (SAFA)-এর পরিচালকমন্ডলীর প্রথম মহিলা সদস্যও ।

মিস মাহমুদ এসএমই ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশের ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি প্যানেলের একজন সদস্য ছিলেন এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন । এর পাশাপাশি তিনি এসএমই উইমেন্স ফোরামের একজন কনভেনর ছিলেন । তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমন্ডলীতে দায়িত্ব পালন করেন । এর মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল, এ্যাকশনএইড ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, মাইডাস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF), আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেন এডুকেশনাল প্রোগ্রাম (UCEP)-বাংলাদেশ ।

তিনি এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারপারসন ছিলেন এবং শাশা ডেনিমস-এর চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । মিস মাহমুদ নারীকণ্ঠ ফাউন্ডেশন হতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বেগম রোকেয়া শাইনিং পারসনালিটি পুরস্কার ২০০৬-এ ভূষিত হন ।

ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE

২০১৩ সাল হতে পরিচালক ।

জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন । ১৯৭৫ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড (পূর্বের বিওসি)-তে যোগদান করেন এবং তাঁর পুরোটাই কর্মজীবন এই প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করেন । ১৯৯৬ সালে তিনি বোর্ডের একজন পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৮ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, ২০১১ সালে স্বাস্থ্যজনিত কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অবসরের সিদ্ধান্ত নেন । তিনি উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে তা ডিসেম্বর ২০১২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং মার্চ ২০১৩ সালে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে পুনরায় বোর্ডে যোগদান করেন । তিনি ২০০৭ সালে গ্রেট ব্রিটেন-এর মহামান্য রাণী কর্তৃক "অর্ডার অব ব্রিটিশ এমপায়ার" (OBE) পদবিতে ভূষিত হন ।

জনাব ভূঁইয়া ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (FICCI)-এর সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (MCCI)-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম-এর সদস্য ছিলেন । তিনি একজন একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য হিসেবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছিলেন । তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ লি: এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লি:-এর বোর্ডের একজন পরিচালক ছিলেন । তিনি ফিনল্যান্ড কর্তৃক অবৈতনিক কনসাল জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশের জন্য দায়িত্বে ছিলেন ।

সম্প্রতি জনাব ভূঁইয়া ১৯৯৮ সাল হতে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC)-এর একজন নির্বাহী বোর্ড সদস্য । তিনি এসিআই লিমিটেড, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (IDCOL) এবং ইস্টল্যান্ড ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর বোর্ডের একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ।

মিলান সাধুখাঁ

২০১৫ সাল হতে পরিচালক ।

জনাব মিলান সাধুখাঁ লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর চীফ ফিন্যান্সসিয়াল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তিনি লিন্ডে গ্রুপের অধীন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং শ্রীলংকার সিলন অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন ।

জনাব সাধুখাঁ ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ (পূর্বে বিওসি) যোগদান করেন এবং ফিন্যান্স ও মার্কেটিং-এ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ২০০৭ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বছর সিঙ্গাপুরস্থ দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া ভিত্তিক আঞ্চলিক ব্যবসায়ের ইনভেষ্টমেন্ট কন্ট্রোলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । তিনি ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ফিন্যান্স কন্ট্রোলার হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ যোগদান করেন এবং ২০১১ সালের আগস্ট মাসে চীফ ফিন্যান্সসিয়াল অফিসার পদে নিয়োজিত হন ।

জনাব সাধুখাঁ কোলকাতা সেইন্ট জ্যাভিয়ার্স কলেজ হতে কমার্স-এ স্নাতক এবং পেশায় একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ও কস্ট একাউন্ট্যান্ট । জনাব সাধুখাঁ ফিন্যান্স ও ট্যাক্সেশন সাব কমিটির সিআইআই, ইষ্টার্ণ রিজিওন-এর, একজন সদস্য । লিন্ডে গ্রুপের আইটি সাপোর্ট সার্ভিসের জন্য ভারতস্থ কোলকাতাভিত্তিক লিন্ডে গ্লোবাল সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ।

সভাপতির বিবৃতি

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

আপনাদের কোম্পানি লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড (এলবিএল)-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি ২০১৫ সালের কোম্পানির ব্যবসায়িক ফলাফল উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত । প্রথম দর্শনে এমনটি মনে হতে পারে যে, ২০১৫ সালে অর্জিত আপনাদের কোম্পানির সাফল্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয় এবং ২০১৪ সালের চাইতে খুব একটা ভিন্ন নয় । তবে এ ব্যাপারে একটু নিবিড় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, বিগত বছরের তুলনায় ২০১৫ সালে আয় হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির মুনাফায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । এটা কোন সামান্য অর্জন নয় । কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহের ফলে প্রধানতঃ এটি সম্ভব হয়েছে । আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্য কম থাকা এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে । যে ফলাফল আজ আমি উপস্থাপন করছি সে ফলাফল অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যে অব্যাহত প্রয়াস ও পরিশ্রম রয়েছে, তা প্রশংসার দাবীদার ।

২০১৫ সালে কোম্পানিকে অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষে সুসংহত করার পাশাপাশি কৌশলগত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়, যাতে আগামী দিনগুলোতে কোম্পানি মুনাফার অনুকূল কার্যক্রম অব্যাহতভাবে পরিচালনা করার সামর্থ্য অর্জন করে । একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্ভবত কোম্পানির ইতিহাসে অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জস্থ রূপগঞ্জে একটি এএসইউ প্ল্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত । প্রতিদিন ১০০ টন তরল গ্যাস উৎপাদন করার সামর্থ্য এই ইউনিটের থাকবে । আমরা আশা করি ২০১৭ সালের শেষের দিকে যখন প্ল্যান্টটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা শুরু করবে, তখন আমাদের বারংবার সরবরাহ অপ্রতুলতাজনিত সমস্যা কেটে যাবে এবং আমরা আমাদের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হব ।

২০১৫ সালে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক মডেল এবং সাংগঠনিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তনের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছি । আমরা আশা করি এই নব কাঠামো আমাদেরকে নিজেদের কাজে আরো বেশি মনোনিবেশ করতে, বাজার ও গ্রাহকগণের সাথে আরো নিবিড় সম্পর্ক গঠনে, আমাদের বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব পরিপালনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠা চর্চায় এবং চূড়ান্তভাবে এলবিএলকে আরো দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনায় আমাদের সক্ষম করে তুলতে সহায়ক হবে ।

ব্যবসায় পরিবেশ ও আর্থিক ফলাফল

২০১৫ সালের প্রথম চতুর্থাংশের ধ্বংসাত্মক সহিংসতার অস্থিরতাপূর্ণ সময় অতিক্রান্তে রাষ্ট্র সংগঠনে অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিক স্থিরতা নেমে আসার সুবাদে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মানব উন্নয়নের পথ সুগম হয় । দেশ ৬ শতাংশের অধিক গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করে । জিডিপি প্রবৃদ্ধির সংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার, বিবিএস, স্বতন্ত্র গবেষকবৃন্দ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যেকার একটি বেশ জোরালো বিতর্কের বিষয় । এই বিতর্কের মাঝে না গিয়েও বলা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও স্বতন্ত্র গবেষকগণের উল্লিখিত অপেক্ষাকৃত নিম্নমুখী সংখ্যাসমূহ, সম্ভাবনা অপেক্ষা কম হলেও, আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী একটি বেশ বড় ধরনের প্রবৃদ্ধির হার নির্দেশ করে । এতে আরো প্রতিভাত হয় যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উন্নততর সুশাসন এবং উন্নততর নীতিমালাসমৃদ্ধ পরিবেশ প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য উচ্চহার অর্জন করার মতো সম্ভাবনা বাংলাদেশের অর্থনীতির রয়েছে । সুষম প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে । ২০১৫ সালে একটি বড় ধরনের মাইলফলক হল, বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীবদ্ধকরণ নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশে একটি নিম্ন আয়ের দেশের গন্ডি হতে বেরিয়ে এসে একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ (এলএমআইসি) ক্যাটেগরীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । সে সময়সীমার মধ্যে পরবর্তী ক্যাটেগরী বা ধাপে উন্নীত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে তা অত্যাধিক আশাবাদী মনে হতে পারে । তবে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত এলডিসি অবস্থান অপেক্ষা উন্নত অবস্থানে পৌছাঁতে সক্ষম হতে পারে । এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের বড় বড় রপ্তানি ক্ষেত্রগুলোর বাজারে বড় আকারে রপ্তানি সুবিধা হ্রাস পেতে পারে । বাংলাদেশকে এখন অদূর ভবিষ্যতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে ।

বিগত কয়েক বছরে কোম্পানি যে প্রতিবন্ধকতাসমূহের মুখোমুখি হয়েছে তা ২০১৫ সালেও বিরাজমান ছিল । প্রাকৃতিক গ্যাসের অপ্রতুলতা বজায় থাকায় আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হয়েছে যা আমাদের এএসইউ উৎপাদনকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে । এএসইউ প্ল্যান্ট ঘনঘন বিকল হয়ে পড়ায় পুরো ২০১৫ সাল ব্যাপী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (আরএন্ডএম) বাবদ উচ্চ হারে অর্থ ব্যয় হয় । যথারীতি কোম্পানি উৎপাদন ঘাটতি পূরণের প্রয়াস চালায় এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ ব্যয়ে সীমান্তের বাইরে থেকে পণ্যের সরবরাহ চলমান রাখার মাধ্যমে এর চাহিদা ধরে রাখতে সক্ষম হয় । আবাসন খাত ও জাহাজ নির্মাণ খাতসমূহে স্থবিরতা বিরাজ করায় আমাদের পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায় ।

২০১৫ সালে একটি চ্যালেঞ্জ বহুল বহিঃ পরিবেশের মাঝে নতুন গ্রাহক সংগ্রহ, বিভিন্ন সুবিধা ও সাইটের বিচারে প্রবৃদ্ধির উচ্চাকাংখা পূরণের প্রয়াস চালায় ।

আলোচ্য বছরে কোম্পানির বিক্রয় ১% পড়ে যায় । অপরদিকে, কার্যক্রম পরিকল্পনা হতে আগত মুনাফা এবং কর-পূর্ব মুনাফা উভয় ক্ষেত্রে বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ৪% বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে । কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ব্যয় সংকোচন সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্যকম থাকায় প্রধানতঃ কার্যক্রম পরিচালনা হতে অর্জিত মুনাফার প্রবৃদ্ধি ঘটে । বিগত বছরের তুলনায় সুদের হার পড়ে যাওয়ায় মূলত বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে সুদ বাবদ আয় হ্রাস পায় ।

আমদানিকৃত কাঁচামালের ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় দ্রব্য তালিকা সংকুচিত হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ওয়েল্ডিং সংক্রান্ত দ্রব্য তালিকার আকার হ্রাস পাওয়ায় ফলশ্রুতিতে বিগত বছর অপেক্ষা আলোচ্য বছরে চলতি মূলধন অবস্থা কিছুটা নিম্নমুখী ছিল । বাণিজ্যিক দেনাদার এবং অন্যান্য চলতি দায়সমূহের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । ব্যবসায় উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের পাশাপাশি সংস্থার মূল্যমান সর্বোচ্চে উপনীত করার লক্ষে নগদ সম্পদসমূহের প্রাজ্ঞ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আপনাদের বোর্ড কোম্পানির নগদ অর্থের অবস্থান নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করে থাকে । ঘরোয়া চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অন্যান্য কোম্পানির প্রতিযোগিতা মোকাবেলার লক্ষ্যে আগামী প্রকল্পসমূহে ভবিষ্যত বিনিয়োগের জন্য সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণের পদক্ষেপ আপনাদের কোম্পানির একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় ।

উদ্বৃত্ত নগদ তহবিল ফিক্সড ডিপোজিটে স্থানান্তর করা হয়েছে যাতে যতবেশি সম্ভব ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে মুনাফা অর্জন করা যায় ।

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৫ সালে সমাপ্ত বছরের জন্য আপনাদের কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ শেয়ারপ্রতি ১১.০০ টাকা (১১০%) লভ্যাংশ ঘোষণার সুপারিশ করেছেন । এই বাবদ ১৬৭.৪ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে । শেয়ারপ্রতি ২০.০০ টাকা (২০০%) অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশসহ আলোচ্য বছরে সর্বমোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৭১.৭৭ মিলিয়ন টাকা এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ হবে ৩১.০০ টাকা (৩১০%) ।

সরবরাহ

বিভিন্ন প্ল্যান্টের সামর্থ্য ব্যবহার বিগত বছরের তুলনায় ছিল অপ্রতুল এবং প্ল্যান্টসমূহের স্থাপনকালীন সামর্থ্যের তুলনায় ছিল বেশ কম । এএসইউ প্ল্যান্টসমূহ ঘনঘন বিকল হয়ে পড়ায় এগুলোর উৎপাদন হ্রাস পায় । গ্যাসের অপ্রতুলতার কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপাদন বারংবার বিঘ্নিত হয় এবং ডিজলভড্ এ্যাসিটিলিনের বাজার চাহিদা হ্রাস পায় । বাজার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রাহক সম্পর্ক ধরে রাখার প্রয়াস হিসেবে যেসব পণ্য কোম্পানি চাহিদা মাফিক উৎপাদন করতে পারেনি সেসব পণ্যের আমদানি ও মজুত সামর্থ্য বৃদ্ধি করা হয় ।

বছরব্যাপী ইলেক্ট্রোড ফ্যাক্টরী নির্বিঘ্ন উৎপাদন অব্যাহত রাখে, কিন্তু এক্ষেত্রে চাহিদার বিচারে উৎপাদনে পূর্ণ সামর্থ্য ব্যবহার হয়নি । স্থাপিত ফ্লাক্স ব্লেন্ডিং সরঞ্জামাদি নির্ধারিত চাহিদা অনুযায়ী বছরব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হয় ।

পণ্য বিতরণ

২০১৫ সালের প্রথম কয়েক মাস উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে আমাদের সরবরাহকারী দল প্রাথমিক পর্যায়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাহারায় তরল চিকিৎসা অক্সিজেন (এলএমও) সরবরাহের মাধ্যমে হাসপাতালগুলো চালু রাখায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে । এবং পরবর্তীতে দেশব্যাপী পণ্য সরবরাহের পরিধি বিস্তার করা হয় । অপরদিকে সীমান্তের উভয়দিকে ট্যাংকার ফ্লিটসমূহ নিয়োজিত করার মাধ্যমে ভারত হতে তরল অক্সিজেন (এলওএক্স) আমদানী বজায় রাখা হয় । গ্যাস বিতরণে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এ দীর্ঘ দক্ষতার ফলে প্ল্যান্ট বিকল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাল্ক ও কমপ্রেসড গ্যাসসমূহের নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় ।

নিরাপত্তা বিষয়াদিসমূহ

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষসমূহের জন্য, বিশেষ করে কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারি, ঠিকাদারগণ ও গ্রাহকবৃন্দের জন্য, আপনাদের কোম্পানি নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রধিকার প্রদান করে এসেছে । ২০১৫ সালে আপনাদের কোম্পানি এর কর্মকর্তা-কর্মচারি ও ঠিকাদারবৃন্দ উভয়ের ক্ষেত্রেই এলটিআই (লস্ট টাইম ইনজুরি) শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনে । অবশ্য এক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যায় যার ফলে তৃতীয় পক্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটে । লিন্ডে গ্রুপ বিশ্বব্যাপী লিন্ডে কোম্পানিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও ঠিকাদারগণের মাঝে বহিঃস্থ নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞের (ডুপন্ট) মাধ্যমে বৈশ্বিক নিরাপত্তা মূল্যায়ন (জিএসএ) পরিচালনা করে । জিএসএ লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাফল্য ও মূল্যায়ন করে । এর মাধ্যমে দুর্ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের প্রয়াস চালানো হয় । জিএসএ-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ২০১৫ সালের শেষের দিকে অবমুক্ত করা হয় এবং এর সাথে স্বল্পমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

বিদ্যমান নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাতটি সর্বোত্তম নিয়মাবলীর পাশাপাশি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়ভার সংক্রান্ত একটি নতুন সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলন করা হয় । কোম্পানি দেশব্যাপী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়ভার বিষয়ক স্ট্যান্ড ডাউন কর্মসূচি এবং এইচএসসি ও গুণগতমান সম্পন্ন নীতিমালা বিষয়ক কর্মসূচির আয়োজন করে । সিনিয়র ম্যানেজারগণের সাথে সম্মিলিতভাবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর উক্ত কর্মসূচিসমূহ পরিচালনা করেন । পরিবহণ দুর্ঘটনা এবং ড্রাইভারগণের দায়দায়িত্বের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোম্পানি থার্ড পার্টি বাস এবং ট্রাক ড্রাইভারদের জন্য পরিবহণ নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ কর্মসূচি পরিচালনা অব্যাহত রাখে ।

কোম্পানি সকল বাণিজ্যিক যানবাহনের ক্ষেত্রে অনলাইন ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) এবং ইনক্যাব ক্যামেরা প্রচলন করে ।

মানবসম্পদসমূহ

২০১৫ সালে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক মডেল সাংগঠনিক সেটআপ-এর কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তনের বিষয়টি আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি । চ্যালেঞ্জিং দৃশ্যপট বিবেচনায় রেখে বছরব্যাপী কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মনোবল এবং শিল্প সম্পর্কসমূহ সুসমন্বিতভাবে বজায় রাখা হয়েছে । কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের অনবদ্য অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে এক্সেলেন্স এ্যাওয়ার্ড, স্পট রিকগনিশন ইত্যাদি কর্মসূচিসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে । কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দাবী-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে গ্লোবাল এমপ্লয়ি সার্ভে হতে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহের উপর ভিত্তি করে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের উপর ভিত্তি করে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উন্নয়ন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে ।

তথ্য সেবাসমূহ

ঢাকায় বিদ্যমান সিস্টেমসমূহ বড় ধরনের অকেজো ও বিকল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির ক্ষেত্রে তথ্য সিস্টেমসমূহ হালনাগাদ রাখা, ডাটার সত্যতা ও সামঞ্জস্যতা এবং পর্যাপ্ততার পাশাপাশি ব্যবসায় চলমানতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে আপনাদের কোম্পানি রূপগঞ্জস্থ ডিআর সার্ভার রুমে ক্লাস্টার মেইল সার্ভার স্থাপনের পাশাপাশি ফাইল সার্ভার বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে । দুর্যোগ মোকাবেলার সাইট স্থাপন কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ হিসেবে রূপগঞ্জস্থ ডাটা সেন্টারটিকে রেডিও কানেকটিভিটি, রিডানডেন্ট মেইল এবং ফাইল সার্ভারের মাধ্যমে দুটো ভিন্ন ভেন্ডর হতে ডাটার লিংক দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে । কোম্পানি রিমোট এ্যাকসেস ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করার লক্ষে জুনোস পালস এবং আরএসএ সিকিউর আইডিও প্রচলন করেছে । এর মাধ্যমে একটি সহায়তাপুষ্ট প্লাটফর্মে ডুয়াল ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন দ্বারা লিন্ডে বাংলাদেশ ভিপিএন সিকিউরিটি ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে ।

অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ওয়্যারলেস অবকাঠামোর পাশাপাশি মোবাইল ডিভাইসের জন্য সিমলেস সিকিউরড ওয়্যারলেস সল্যুশন থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । লিন্ডে তার শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি অংশীদার সিসকো সিস্টেমস হতে সিকিউরড ওয়্যারলেস সল্যুশন গ্রহণ করেছে যা লিন্ডে বাংলাদেশ কোম্পানিতে স্ট্যান্ডার্ড সল্যুশন হিসাবে প্রচলিত হয়েছে । স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যারলেস সল্যুশন এর অংশ হিসেবে এএসআইডিএস–এর নকশা করা হয়েছে–লিন্ডে অফিস ল্যাপটপের জন্য–(অক্সিজেন), শুধুমাত্র অতিথি ব্যবহারকারীদের জন্য সিকিউর ইন্টারনেট – (গেস্টনেট) এবং মবিলিটি ক্লায়েন্টদের জন্য–(হাইড্রোজেন) ।

কর্পোরেট সামাজিক দায়-দায়িত্বসমূহ

লিন্ডে গ্রুপের বৈশ্বিক কর্পোরেট দায়-দায়িত্বসমূহ বিষয়ক নির্দেশনাসমূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত প্রকল্পে সংখ্যা অপেক্ষা সিএসআর প্রকল্পসমূহের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও প্রভাবের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে । আমাদের কোম্পানি-এর সিএসআর কার্যক্রমসমূহের ব্যাপারে বেশি প্রচার না করে এক্ষেত্রে একটি নীরব অংশীদার হওয়ার প্রয়াসে লিপ্ত । বিগত বছরগুলোর সিএসআর কার্যক্রমসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকা এবং রূপগঞ্জস্থ কলাকান্দাইল ইউনিয়ন পরিষদে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । সড়ক দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আপনাদের কোম্পানি আন্তঃজেলা বাস ও ট্রাকচালক, হেলপার, কন্ট্রাক্টর, ড্রাইভার এবং কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন গাড়ির ড্রাইভারগণের জন্য নিরাপদ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখে । কোম্পানি বছরব্যাপী বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হতে সদ্য পাশ করে বেরিয়ে আসা গ্রাজুয়েটদেরকে এর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে শিক্ষানবীশ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে । আমাদের অত্যন্ত উঁচুমানের ওয়েল্ডিং ট্রেনিং সেন্টার স্থানীয় এবং বিদেশী বাজারের জন্য দক্ষ বিশ্বমানের ওয়েল্ডার তৈরি করা অব্যাহত রাখে । কোম্পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নেই এমন স্টাফদের মেধাবী ও যোগ্য সন্তানদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করে যাতে তারা উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সহায়তা পায় ।

সম্ভাবনাসমূহ

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ, আপনারা অবগত রয়েছেন যে, আপনাদের কোম্পানি বাংলাদেশের যেসব ব্যবসায় ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে সেসব ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় অবস্থান ধরে রাখার প্রয়াস চালানোর পাশাপাশি কোম্পানির মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ সমুন্নত রাখায় সচেষ্ট । আমাদের নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নবতর বিষয়ের উদ্ভাবন ও উপস্থাপন, কার্যক্রম নির্ভর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যয় অনুকূল অবস্থান ধরে রাখার প্রয়াস চালাতে হয় । আমরা এ লক্ষে নিবিড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ২০১৫ সালটি ছিল ভবিষ্যতের জন্য সংহতি অর্জন ও প্রস্তুতি গ্রহণের একটি বছর । আমি রূপগঞ্জস্থ নতুন এএসইউ প্ল্যান্টের বিষয়টি উল্লেখ করেছি, যে প্ল্যান্টটিতে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে এবং আমি আপনাদের কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের কথাও উল্লেখ করেছি । আপনাদের কোম্পানি বাজারের সকল ক্ষেত্রে গ্রাহকদের নিকট বিভিন্ন ধরনের সিলিন্ডার পণ্য যোগান দেওয়ার লক্ষে রূপগঞ্জে একটি উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন সিলিন্ডার ফিলিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন করবে । আমরা আশা করি এ সমস্ত উদ্যোগ আগামী বছরগুলোতে আমাদের জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে ।

আমরা এই বিশ্বাস লালন করতে চাই যে, ২০১৬ এবং তৎপরবর্তী বছরগুলোতে ব্যবসায় পরিবেশ আরো অনেক বেশি অনুকূল হবে । তবে আমাদের সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিবেশই কেবল প্রধান নিয়ামক নয় । বরং পরিবেশের প্রতি আমাদের সাড়া প্রদান এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে । যখন আমরা পরিবেশের প্রতি ভালভাবে ও যথোপযুক্তভাবে সাড়া প্রদান করতে পারি তখন পরিবেশ বিরূপ হওয়া সত্ত্বেও আমরা ভাল করতে পারি । ২০১৩ সালে ঠিক এমনটি ঘটেছিল । অন্যথায় ব্যবসায় ফলাফলসমূহ তেমনটি ভাল নাও হতে পারে, যেমনটি আমরা ২০১৪ সালে প্রত্যক্ষ করেছিলাম ।

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে, যারা ২০১৫ সালে আমাদের ব্যবসায়িক ফলাফল অর্জনে সহায়তা করেছেন, বোর্ড সদস্যবৃন্দকে তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনার জন্য, শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য এবং সর্বোপরি কোম্পানির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ধন্যবাদ জানাই । আমাদের সকল গ্রাহক, সরবরাহকারি, ব্যাংকার, সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষকে তাদের সহযোগিতা ও সহায়তার জন্য আমরা তাদের কাছে ঋণী ।

বিষন্ন একটি বার্তা দিয়ে আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানতে চাই । জনাব লতিফুর রহমান, আপনাদের কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর একজন অত্যন্ত গুণী ও যোগ্য সদস্য, কোম্পানিতে তাঁর দশ বছরের অধিককাল অমূল্য সেবা প্রদানের পর পরিচালকমন্ডলীতে না থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । তাঁর নিজস্ব কোম্পানিসমূহে তাঁর ব্যস্ততার বিচারে যদিও তাঁর এই সিদ্ধান্ত অনুধাবনযোগ্য, তথাপি লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর জন্য একটি বড় ধরনের ক্ষতি । কোম্পানি, পরিচালকমন্ডলী এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও নির্দেশনা হতে প্রভূত উপকার লাভ করেছি । আমাদের সকলের পক্ষ হতে এবং আমার নিজের পক্ষ হতে আমি জনাব লতিফুর রহমান-এর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি । আমরা তার অব্যাহত সাফল্য, উন্নতি ও সুখী জীবন কামনা করি ।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি ।

ধন্যবাদ ।

আইয়ুব কাদরি
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ।

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাবাদি, নিরীক্ষকবৃন্দের ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত । কোম্পানির সাফল্যকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে যেসব মুখ্য কার্যক্রম অবদান রেখেছে পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে সেগুলো প্রতিভাত হয়েছে; পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে সুষ্ঠু কর্পোরেট পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে ।

শিল্প সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন

শিল্প ও চিকিৎসা গ্যাস, ওয়েল্ডিং সরঞ্জামাদি ও পণ্য এবং চিকিৎসা পণ্য ও দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে কোম্পানি বাজারে শীর্ষস্থানীয় স্থান ধরে রেখেছে । লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড (এলবিএল) দীর্ঘ মেয়াদী মুনাফানির্ভর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষে পরিচালিত হয়েছে । লিন্ডে গ্রুপের উন্নত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষে এলবিএল গ্রাহকগণের জন্যে নবতর ও গ্রাহকবান্ধব সেবা ও পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে এর ব্যবসায় সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে । বহু বছর ধরে এলবিএল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শরীক হয়েছে । এর পেছনে ছিল কোম্পানির সুদক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা যা ফলে জ্বালানি ব্যয় হ্রাস কর্মরত জনবলের নিরাপত্তা বিধান ও পরিবেশ সুরক্ষা সম্ভব হয়েছে ।

বর্তমানে এলবিএল এর সমন্বিত উৎপাদন স্থাপনা ও দেশব্যাপী বহু কার্যালয়ের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় পণ্য সম্ভার রয়েছে । অধিকন্তু নির্মাণ, প্ল্যান্ট স্থাপন, বিভিন্ন সরঞ্জামাদি, পাইপ লাইনসমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সেবাসমূহসহ এই কোম্পানি ব্যাপক পরিসরে বিভিন্ন সেবা প্রদানের সক্ষমতায় সুসজ্জিত । কয়েক দশক যাবৎ এলবিএল এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং বর্তমানে এটি গ্রাহকদের নিকট নবতর ব্যয় অনুকূল গুনগত মানসম্পন্ন সেবা ও পণ্য সরবরাহকারী বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানী । এলবিএল এর জনবলের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে জনবলের সক্ষমতা নির্মাণ ও বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে । এছাড়া কোম্পানি এর সামর্থ ও কার্যক্রম পরিচালনা খাতেও বিনিয়োগ করার মাধ্যমে এর গ্রাহকদের নিকট অধিকতর দক্ষ ও কার্যকরভাবে পণ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থাকে গতিশীল করেছে ।

এলবিএল গ্রাহকদের জন্য উন্নত পণ্য ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এর পণ্য ও সেবা সম্ভারের পরিসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসায় প্রবৃদ্ধির উপর জোরালো গুরুত্ব প্রদান করে থাকে । এএসইউ পণ্যের উল্লেখযোগ্য চাহিদার কারণে বাজার পরিস্থিতির উপর অনুকুল প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রূপগঞ্জে একটি এএসইউ প্ল্যান্ট স্থাপন বাবদ বিনিয়োগ করার নতুন কৌশলগত সিদ্ধান্ত হল এর সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ ।

ব্যবসায় সাফল্য

২০১৫ সালের শুরুর দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরিবহণ সেবা, রপ্তানি এবং বাংলাদেশে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে । তা সত্ত্বেও ব্যবসায়িক সাফল্যের ক্ষেত্রে কোম্পানি টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে । ২০১৫ সালে কোম্পানির আয় ৩,৯৩৩ মিলিয়ন টাকা যেখানে ২০১৪ সালে তা ছিল ৩,৯৮৪ মিলিয়ন টাকা । নিম্নোক্ত ব্যবসায় অংশসমূহ হতে আয় অর্জিত হয়েছে:

ব্যবসায় অংশসমূহ	২০১৫	২০১৪
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বাল্ক গ্যাসসমূহ	৩৫১	৩৫১
প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজিএন্ডপি)	৩,১১০	৩,২০২
হেলথকেয়ার	৪৭২	৪৩১
	৩,৯৩৩	৩,৯৮৪

বাল্ক গ্যাসের আওতায় রয়েছে তরল শিল্পজাত অক্সিজেন, তরল নাইট্রোজেন, তরল আর্গন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড । প্যাকেজড গ্যাস সল্যুশনের মধ্যে রয়েছে মাইল্ড ষ্টিল ইলেকট্রোড এবং কম্প্রেসড ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস । চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত গ্যাস, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং চিকিৎসা পাইপলাইন হেলথকেয়ার খাতের অন্তর্ভূক্ত ।

ব্যবসায়ের সাফল্যের বিষয়ে আরো ভালভাবে অবগত হওয়ার সুবিধার্থে বাল্ক পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ) এবং হেলথকেয়ার শীর্ষক ব্যবসায় খাতসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে ।

বাল্ক

শিল্পজাত তরল গ্যাসসমুহ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে বাল্ক খাত । একটানা তিন মাস রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও এই খাতের সার্বিক সাফল্য ছিল বিগত বছরের অনুরূপ । তরল আর্গন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১৮% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় । জাহাজ ভাড়া এবং তৎসম্পর্কিত শিল্পখাতগুলোতে চাহিদা পড়ে যাওয়ায় তরল অক্সিজেন বিক্রয়ে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রয় ভাল ছিল । বিভিন্ন গ্যাস প্রকল্পে গ্যাস পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন বা মেরামত এবং গো-মহিষাদি বিক্রয় তরল নাইট্রোজেনের ব্যবসায় ভালভাবে ধরে রাখতে ভূমিকা পালন করে । বিগত বছরের তুলনায় তরল কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রয় আরো বেশি হতে পারত কিন্তু অপ্রতুল সরবরাহের কারণে ব্যাপক সংখ্যক গ্রাহকদের নিকট তা পৌছানো সম্ভব হয়নি । বাল্ক খাতে কিছু নতুন গ্রাহক যুক্ত হয়েছে আগত বছরে যা এই খাতের তরল অক্সিজেন এবং তরল আর্গন বিক্রয় প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে ।

এএসইউ প্ল্যান্টসমূহ পুরোনো হওয়ায় নির্ধারিত সামর্থ্যের তুলনায় এগুলোর উৎপাদন সামর্থ্য কম । অবশ্য প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি সরবরাহ ঘন ঘন বিঘ্নিত হওয়ায় এএসইউ প্ল্যান্টের উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়ে । এই বিঘ্নের ফলে এএসইউ প্ল্যান্ট অকেজো হয়ে পড়ে ।

কোম্পানি যেক্ষেত্রে চাহিদা মাফিক উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে বাজার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রাহক সম্পর্ক ধরে রাখার প্রয়াস হিসেবে উক্ত পণ্যসমূহের আমদানি বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর কাছ থেকে তেল ও জ্বালানি বিভাগে আইসিএসবি পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন ।

২০১৬ সালে ৪ মার্চ জনাব সঞ্জীভ লাম্বা ও জনাব রব হিউজেস-এর কাছ থেকে "আরএসই এক্সিলেন্স এ্যায়ার্ডস ২০১৬" গ্রহণ করছেন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে ।

পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ)

পিজি এন্ড পি খাতের আওতায় রয়েছে শিল্পজাত কম্প্রেসড প্যাকেজড গ্যাস এবং ওয়েল্ডিং পণ্যসমূহ । বিগত বছরের তুলনায় এই খাতে আলোচ্য বছরের আয় ৩% কম অর্জিত হয়েছে । কম্প্রেসড শিল্পজাত অক্সিজেন এবং ডিজলভড্ এ্যাসিটিলিনের বিক্রয় বিগত বছর অপেক্ষা হ্রাস পায় । সিলিন্ডার প্যাকেজ এবং মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত সমস্যার পাশাপাশি এ্যাসিটিলিনের বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রয়ে এই নিম্নমূখিতা ঘটেছে । বিশেষ গ্যাসগুলোর মধ্যে হিলিয়াম বিক্রয়ে বিগত বছরের চাইতে ২৯% বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় । বিক্রয় কম হওয়া স্বত্বেও বিগত বছরের তুলনায় এই খাতে ১১% বেশি প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় । ইলেক্ট্রোড-এর কাঁচামাল বাবদ ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় মূলত এই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয় ।

হেলথকেয়ার

হেলথকেয়ার খাতের আওতায় রয়েছে বিভিন্ন চিকিৎসা গ্যাস যেমন– মেডিক্যাল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড, মেডিক্যাল এয়ার, মেডিক্যাল কার্বন ডাইঅক্সাইড, গ্যাস সিলিন্ডার ও এক্সেসরিজ ইত্যাদি সরবরাহ সংক্রান্ত সেবাসমূহ । আরও রয়েছে মেডিক্যাল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেমসমূহ সরবরাহ ও স্থাপন এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ ।

২০১৫ সালে হেলথকেয়ার খাতের ব্যবসায়ে চমৎকার সাফল্য অর্জিত হয়েছে । এক্ষেত্রে আমাদের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৫% বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি । বিগত বছরের তুলনায় চিকিৎসা অক্সিজেন খাতে ১০% বেশি আয় এসেছে । এক্ষেত্রে কম্প্রেসড্ অক্সিজেন থেকে তরল অক্সিজেনে পরিবর্তন করার মাধ্যমে গ্রাহকদের ধরে রাখার ফলে প্রধানত এই অর্জন সম্ভব হয়েছে । ২০১৫ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল হেলথকেয়ার খাতের গ্রাহকদের বকেয়া বিক্রয় দিবস সংখ্যা (Days Sales Outstanding) ১৪১ দিন হতে ১৩৩ দিনে কমে এসেছে । সরকারি হাসপাতালগুলোর বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ২০১৪-২০১৫ সালের জন্য বিশেষ তহবিল বরাদ্দের অনুকূলে সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে । অধিকন্তু, এমএসআর বাবদ বরাদ্দ ৫% থেকে ৯% এ উন্নীত করার ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ফলে নগদ অর্থে রূপান্তরের আবর্ত (cash conversion cycle) গতিশীল হয়েছে । বিগত বছরের প্রতিবেদন আমরা উক্ত বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম । স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যবসায় বিগত বছরের চাইতে ৩৪% বেশি কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ মুনাফাও অর্জিত হয়েছে ।

২০১৫ সালে মেডিক্যাল অক্সিজেন অন-সাইট জেনারেটরের স্থানীয় প্রস্তুতকারক ও পরিবেশকদের বিপণন কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় । এই বছরের গোড়ার দিকে একটি নতুন কোম্পানি মেডিক্যাল গ্যাস ব্যবসায় পরিচালনা শুরু করে ।

আর্থিক ফলাফলসমূহ

বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে বিক্রয়ে ১% অধোগতি পরিলক্ষিত হয় । আবাসন শিল্পে ধীর প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি জাহাজভাঙ্গা বা জাহাজ নির্মাণ শিল্পের কর্মকান্ডে স্থবিরতা থাকায় পিজিপি ওয়েল্ডিং-এর আওতায় এমএস ইলেক্ট্রোড-এর বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধোগতি ঘটে । উপরন্তু, ২০১৫ সালের প্রথম তিনমাস ব্যাপী ঘন ঘন ও প্রলম্বিত ধর্মঘট বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রমের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে । যাহোক, স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিগত বছর অপেক্ষা ১০% বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ার ফলে অন্যান্য খাতে বিক্রয় হ্রাসজনিত ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয় ।

বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পেলেও মোট মুনাফার পরিমাণ আলাচ্য বছরে ৭% বৃদ্ধি পায় এবং উন্নতমানের কাঁচামাল বিক্রয় বাবদ ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে মূলতঃ এই মুনাফা অর্জিত হয় ।

স্বেচ্ছা অবসর পরিকল্পনার (Voluntary Retirement Scheme – VRS) আওতায় অতিরিক্ত ব্যয় আরোপিত হওয়ায় বিগত অপেক্ষা আলোচ্য বছরের ওভারহেড ১১% বেশি ।

উপরোল্লিখিত সকল কিছুর বিবেচনায় বিগত বছরের তুলনায় ২০১৫ সালে কার্যক্রম পরিচালনা হতে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ বেশি ছিল ।

বিবরণীসমূহ	২০১৫	২০১৪
	টাকা মি.	টাকা মি.
রেভিনিউ	৩,৯৩৩	৩,৯৮৪
পণ্য উৎপাদন ব্যয়	(২,২৪৪)	(২,৪০১)
মোট মুনাফা	১,৬৮৯	১,৫৮৩
অন্যান্য আয়	১৮	২
কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ ব্যয়	(৮০২)	(৭১৭)
কার্যক্রম পরিচালনা হতে প্রাপ্ত মুনাফা	৯০৫	৮৬৮
অর্থায়ন হতে নীট আয়	২২	২৮
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা	৯২৭	৮৯৬
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	(৪৬)	(৪৫)
কর পূর্ব মুনাফা	৮৮১	৮৫১

চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা

২০১৪ সালের চলতি মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৪৬ মিলিয়ন টাকা যেখানে ২০১৫ সালে তা ছিল ৫৯৬ মিলিয়ন টাকা । আমদানীকৃত কাঁচামাল বাবদ ব্যয় হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ওয়েল্ডিং পণ্য তালিকার আকার হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মোট পণ্য তালিকা সংকুচিত হওয়ার ফলে প্রধানতঃ চলতি মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পায় । সরকারি স্বাস্থ্য খাতের গ্রাহকদের নিকট হতে অর্থ সংগৃহীত হওয়ার ফলে দেনাদারদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার চলতি মূলধনের পরিমাণ আরেক দফা কমে যায় ।

ঝুঁকি এবং সংশ্লিষ্টতা

কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত ঝুঁকি তদারকির জন্য একটি ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে, যা কর্পোরেট সুশাসন অধ্যায় এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকাসমূহে সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে ।

২০১৬ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি প্যালেস লাক্সারি রিসোর্ট-এ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ।

২০১৫ সালে ১১ আগষ্ট জরুরী বিষয়ে মহড়া, তেজগাঁও ।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

আপনাদের কোম্পানির একটি সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে একটি যৌক্তিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থান দৃঢ় । নিরীক্ষা কমিটি এর প্রতিটি সভায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করে এবং পরিচালকমন্ডলীর নিকট এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে থাকে । অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ততা নিরূপণের লক্ষ্যে গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টীম নিরীক্ষা পরিচালনা করে । এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার উল্লেখসহ পরবর্তী ফলো-আপ বিষয়ক প্রতিবেদন নিরীক্ষা কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির নিকট তা অনতিবিলম্বে প্রেরণ করা হয় । উক্ত প্রতিবেদন কর্পোরেট সুশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

গোয়িং কনসার্ন বা চলমান প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমন্ডলী এই মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন যে, আপনাদের কোম্পানি একটি চলমান প্রতিষ্ঠান এবং একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অবস্থান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোম্পানির সামর্থ্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সন্দেহ নেই । সেই অনুযায়ী, কোম্পানীকে একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে ।

পরিচালকবৃন্দের সম্মানী

নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ব্যতিরেকে অন্যান্য স্বতন্ত্র ও অনির্বাহী পরিচালকগণ যারা লিন্ডে গ্রুপ কোম্পানিসমূহে কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের সম্মানী কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় পরিশোধ করা হয় ।

নির্বাহী পরিচালকগণের সম্মানী ভাতা, দক্ষতা ও তৎসংশ্লিষ্ট বোনাস সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয় । আলোচ্য বছরে নির্বাহী পরিচালকবৃন্দকে প্রদত্ত সম্মানী ভাতার বিস্তারিত তথ্য আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।

লভ্যাংশ

আলোচ্য বছরে শেয়ারপ্রতি ২০.০০ টাকা (২০০%) হারে মোট ৩০৪.৩৬ মিলিয়ন টাকা অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ।

পরিচালকমন্ডলী সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে আলোচ্য বছরে শেয়ারপ্রতি ১১.০০ টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে এ বাবদ ১৬৭.৪ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে; এই সুবাদে আলোচ্য বছরে সার্বিক লভ্যাংশের শতকরা হার হতে ৩১০% এবং মোট লভ্যাংশ বাবদ আলোচ্য বছরে ৪৭১.৭৭ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে (২০১৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪৭১.৭৭ মিলিয়ন টাকা) ।

নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্যাদি প্রকাশ বিষয়ক অতিরিক্ত বিবরণীসমূহ

কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রকাশ বিবরণীসমূহে অন্তর্ভূক্ত করেছেন:

- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র, এর কার্যক্রমসমূহের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটিতে পরিবর্তন ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরে ।
- কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে ।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যথযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবরক্ষণ বিষয়ক আনুমানিক হিসাবাদি যৌক্তিক ও প্রাজ্ঞ যাচাইয়ের উপর ভিত্তি করে নির্ধারন করা হয়েছে ।
- কোম্পানির বিগত বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলসমূহ থেকে সংঘটিত সকল ধরনের বিচ্যুতি উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহের আওতায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।
- বিগত ন্যুনতম পাঁচ বছরের (২০১০-২০১৫) সার-সংক্ষেপিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক উপাত্ত পরিশিষ্ট-১ এ সন্নিবেশিত হয়েছে ।
- সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে সকল ধরনের লেন-দেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ভিত্তি ছিল "ঘনিষ্ঠ লেনদেন" এর নীতি । সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন বিষয়ক তথ্যাদি আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় সন্নিবেশিত হয়েছে ।
- আলোচ্য বছরে কোন অসাধারণ মুনাফা বা ক্ষতি সাধিত হয়নি;
- সরকারি খাতসমূহ হতে আগত প্রাপ্তি কাজে লাগানোর বিষয়টি প্রযোজ্য নয়;
- আইপিও ঘোষণার পরবর্তী কালে আর্থিক ফলাফল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়;
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি বোর্ড সভা উপস্থিতি বাবদ মোট ২,৫০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে । আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় পরিচালকবৃন্দের সম্মানীভাতা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে ।

সংরক্ষিত তহবিল

পরিচালকবৃন্দ আলোচ্য বছরে ৬৫০.৪৭ মিলিয়ন টাকা নিট মুনাফা সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেছেন ।

পরিচালকবৃন্দ

বর্তমান পরিচালকবৃন্দের নাম এই প্রতিবেদনের ৮০ থেকে ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে ।

কোম্পানির সংঘবিধির ৮১ অনুচ্ছেদের আওতায় ৪৩তম সাধারণ সভায় মিস ডেজাইরি বাচের এবং জনাব মলয় ব্যানার্জী পালাক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন । যোগ্য বিধায় সকল অবসর গ্রহণকারী পরিচালকবৃন্দের পুনর্নির্বাচনের জন্য ৪৩তম সাধারণ সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে ।

জনাব ফায়েকুজ্জামানের স্থলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোশেনের মহাপরিচালক হিসেবে জনাব মো: ইফতিখার-উজ-জামান দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ২০১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি কোম্পানির পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন । কোম্পানির সাথে জনাব ফায়েকুজ্জামানের

বাস ও ট্রাক চালকদের জন্য পরিবহণ নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, রূপগঞ্জ ।

দীর্ঘ সম্পৃক্তির কারণে পরিচালকমন্ডলী কোম্পানিতে তাঁর অনবদ্য অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ।

পরিচালকমন্ডলী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জনাব মো: ইফতিখার-উজ-জামানকে কোম্পানির পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দান করেন । কোম্পানির সংঘবিধির ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার সময়কাল থেকে নিয়োগ পাওয়ার পর অবসর গ্রহণ করেছেন এবং যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন ।

কোম্পানির সংঘবিধির ৬৯(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে জনাব লতিফুর রহমান এবং জনাব আইয়ুব কাদরি সত্তর বছরের উর্দ্ধে উপনীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করবেন । কোম্পানিতে ১০ বছরের অধিককাল কর্মজীবন অতিবাহিত করার পর ব্যক্তিগত কারণে জনাব লতিফুর রহমান পুনঃ নির্বাচনের আগ্রহ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । জনাব আইয়ুব কাদরিকে ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনঃ নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে ।

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন ২০১১ সালের ১২ মে বোর্ডে যোগদান করার পর হতে ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর বর্তমান কার্যকালের মেয়াদ রয়েছে ।

কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৯৪-এর ১১০ ধারা অনুযায়ী এবং কোম্পানি সংঘবিধির ৭৪ (ক) অনুচ্ছেদের আওতায় বর্ণিত বিধির আওতায় এক ব্যবস্থাপনা পরিচালক একটানা ৫ (পাঁচ) বছরের অধিককালের জন্য নিয়োগ পেতে পারেন না । কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে জনাব ইরফান শিহাবুল মতিনের পুনঃ নিয়োগের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণের সম্মতি আবশ্যক ।

স্বতন্ত্র পরিচালক হওয়ায় মিস পারভীন মাহমুদ এবং জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, ওবিই-এর কার্যকারের ব্যাপ্তি হবে ৩ (তিন) বছর যা যথাক্রমে ১৭ এপ্রিল ২০১৬ এবং ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে পূর্ণ হবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) প্রজ্ঞাপন SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44 তারিখ ০৭ অগাস্ট ২০১২-এ উল্লিখিত বিধি অনুযায়ী একজন স্বতন্ত্র পরিচালক একটানা ৩ (তিন) বছরের অধিককালের মেয়াদে নিয়োগ পেতে পারেন না এবং এই মেয়াদ কেবলমাত্র আর ১ (এক) বার বর্ধিত করা যেতে পারে বিধায় মিস পারভীন মাহমুদ এবং জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, ওবিই-কে আরও ৩ (তিন) বছর মেয়াদে কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে পুনঃ নিয়োগ প্রদানের জন্য ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের সম্মতি আবশ্যক ।

জাতীয় কোষাগারে অবদান

২০১৫ সালে কর ও শুল্ক বাবদ জাতীয় কোষাগারে সর্বসাকুল্যে ১,০৮৭ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা ২০১৪ সালে ছিল ১,০১৭ মিলিয়ন টাকা ।

নিরীক্ষকবৃন্দ

যোগ্য বিধায় রহমান রহমান হক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস, পুনঃনিয়োগ পাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন ।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

ইরফান এস মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আইয়ুব কাদরি
পরিচালক ও সভাপতি

কমিটিসমূহ

অডিট কমিটি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশিকার শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির জন্য একটি অডিট কমিটি গঠন করেছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ অবধি গঠিত কমিটি হচ্ছে:

সভাপতি	মিস পারভীন মাহমুদ	পরিচালক
সদস্য	জনাব লতিফুর রহমান	পরিচালক
সদস্য	জনাব মলয় ব্যানার্জী	পরিচালক
সদস্য	মিস ডেজাইরি বাচের	পরিচালক
সচিব	জনাব মো: আনিসুজ্জামান	সিএফও এন্ড সচিব
উপস্থিত	মিস সঞ্চিতা চক্রবর্তী দাস	কান্ট্রি হেড, ইন্টারনাল অডিট বাংলাদেশ

কান্ট্রি লীডারশীপ টীম

পরিচালনা পর্ষদের সহায়তায় কোম্পানির জ্যৈষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সহযোগে যে টীম তাহাই কান্ট্রি লীডারশীপ টীম হিসেবে পরিচিত। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে সকল বিভাগের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে নিম্নোক্ত CLT:

সভাপতি	জনাব ইরফান এস মতিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সদস্য	মিস সায়কা মাজেদ	হেড অব এইচ আর
সদস্য	জনাব মো: আনিসুজ্জামান	সিএফও এন্ড সচিব
সদস্য	জনাব এ কে এম তারেক	হেড অব সেলস, হার্ডগুডস
সদস্য	জনাব সোহরাব উদ্দিন আহমেদ	হেড অব হেলথকেয়ার
সদস্য	জনাব রফিকুল ইসলাম	হেড অব আই আর অ্যান্ড অ্যাডমিন
সদস্য	জনাব সৈয়দ আজগর আলী	হেড অব প্রোকিউরমেন্ট
সদস্য	জনাব খলিলুর রহমান	হেড অব শিকিউ
সদস্য	জনাব নুরুর রহমান	হেড অব সেলস এন্ড মার্কেটিং, পিজি ও বাল্ক

নিরাপত্তা পরিষদ টীম

নিরাপত্তা পরিষদ নামে, এই ফোরামটি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যকক্রমে সহযোগিতা করে থাকে এবং নিরাপত্তা ও সংস্কৃতিজনিত সফলতা অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই টীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশীয় নেতৃত্ব এবং অন্যান্য ল্যাগিং নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে ১৭ জন সদস্য সমন্বয়ে নিরাপত্তা পরিষদ টীম গঠিত:

নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য , পরিবেশ ও কোয়ালিটি প্রধান (SHEQ)
কান্ট্রি লীডারশীপ টীম
হেড অব অল ফাংশন
পরিবহণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক
অন সাইট প্ল্যান্ট ব্যবস্থাপক
অপারেশন ব্যবস্থাপক
কাস্টমার ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস ব্যবস্থাপক

পরিশিষ্ট ১

২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক প্রধান উপাত্তসমূহ:

আর্থিক ইতিবৃত্ত

		২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৩,১৯৯,৩৭৫	৩,৭২৯,৭৫৪	৩,৮১৭,১২৭	৪,০৫৬,২৭৮	৩,৯৮৪,৪৮২	৩,৯৩৩,১৮৫
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৯০৩,২৫৬	৯৪০,১৩৬	৬৬০,৪৯৩	১,০০১,৫৮৭	৮৫১,০৩৫	৮৮১,৩৪৩
ইবিআইটিডিএ (EBITDA)	"	৯৭৩,৬৮২	১,০০৩,০৮৬	৭৭৬,৯৯৬	১,১৩৮,২৫৫	৯৯৪,০৯৫	১,০৩১,১০৪
কর বরাদ্দ	"	২৪১,৩২০	২৩০,৫৮৪	১৮০,৫৭৫	২২৫,৫৪৪	২৪২,৬৫৯	২১৩,০৮৬
বিলম্বিত কর	"	-৬,১৩২	২৮,০৩৭	-২,৫৯৩	৩৭,১৪৮	-১১,৭৫৬	১৭,৭৮৬
আয়	"	৬৬৮,০৬৮	৬৮১,৫১৫	৪৮২,৫১১	৭৩৮,৮৯৫	৬২০,১৩২	৬৫০,৪৭১
প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	"	৩৮০,৪৫৭	৩৮০,৪৫৭	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	"	১,৮২৩,১৪১	১,৯৯৩,০৪৮	২,০১৯,০১০	২,২৮৬,১৩৮	২,৪৩৪,৫০৩	২,৬১৩,২০৭
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃ মূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	"	১,৯৯৫,৪৯৮	২,১৬৫,৪০৫	২,১৯১,৩৬৭	২,৪৫৮,৪৯৫	২,৬০৬,৮৬০	২,৭৮৫,৫৬৪
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,০৪৩,৫৫২	১,২৩৮,৮৩৪	১,৪৭৪,৮৩৬	১,৫০৮,৯৯১	১,৫৩৫,১৪৫	১,৯১৪,৪০৫
অবচয়	"	১৩২,৭৬৯	১৩১,৯১৫	১৪৬,১৪৪	১৫৭,৪২৫	১৬৪,৫৩১	১৬২,৬১৭
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪৩.৯০	৪৪.৭৮	৩১.৭১	৪৮.৫৫	৪০.৭৫	৪২.৭৪
পি ই রেশিও-টাইমস		১৬	১৪	১৭	১৩	২২	২৭
কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত	%	৩৪	৩২	২২	৩০	২৪	২৪
মোট মুনাফার আনুপাতিক হার	%	৪২	৩৯	৩৪	৩৭	৪০	৪৩
ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস		-	-	-	-	-	-
চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস		৩.৮০	৩.৬৪	২.৬০	৩.০৮	৩.১১	২.৪৪
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	টাকা	৩৫.০০	৩৫.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০
লভ্যাংশ	%	৩৫০	৩৫০	৩১০	৩১০	৩১০	৩১০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	টাকা	১৩১.১৩	১৪২.২৯	১৪৪.০০	১৬১.৫৫	১৭১.৩০	১৮৩.০৪
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ	"	৪৫.৪৫	৩৪.৫৭	৩১.৭৮	৫৪.৯১	৫০.৮৯	৬৭.১৪

* উপস্থাপনের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবিত লভ্যাংশের সমন্বয় সাধন ।

পরিশিষ্ট ২

শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন

পরিচালকবৃন্দের নাম			শেয়ারের সংখ্যা
	২০১৩	২০১৪	২০১৫
জনাব আইয়ুব কাদরি - সভাপতি	১০	১০	১০
জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন - প্রধান নির্বাহী অফিসার	১২	১২	১২
স্ত্রী (ফলিও # এন০০১৮)	১২	১২	১২
জনাব লতিফুর রহমান	১০	১০	১০
মিস পারভীন মাহমুদ (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৫০	৫০	৫০
জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৪৪	৪৪	৪৪
স্ত্রী (ফলিও # এস০৬০৬)	৪৪	৪৪	৪৪
নির্বাহীবৃন্দের নাম:			
প্রযোজ্য নয়			
১০% বা তার চেয়ে বেশী শেয়ারহোল্ডিং:			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১,৮৪০,৭০৫	১,৭৭২,৬০৫	১,৭৭২,৬০৫
প্যারেন্ট, সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিসমূহ:			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড			
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড			
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড			

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - ইনষ্টিটিউট এবং পাবলিক

- দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড ৬০.০
- অন্যান্য ইনষ্টিটিউট ২৯.৯
- অন্যান্য পাবলিক ১০.১

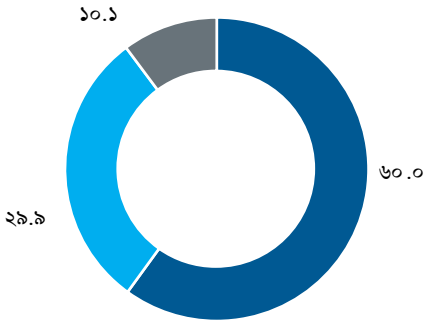

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - বিভিন্ন কোম্পানি এবং অন্যান্য

- দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড ৬০.০
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই.সি.বি) ১৬.৫
- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি) ১.৩
- বাংলাদেশ ফান্ড ১.৭
- অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ ২০.৫

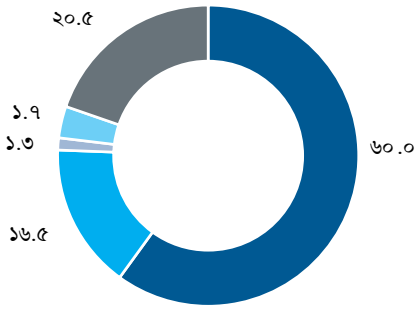

পরিশিষ্ট ৩

বোর্ড সভাসমূহ

এ সময়ে বোর্ড ৬ বার সভাতে মিলিত হন ।

	পরিচালকবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	জনাব আইয়ুব কাদরি - সভাপতি	৬
২	জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন - প্রধান নির্বাহী অফিসার	৬
৩	জনাব মলয় ব্যানার্জী (জনাব শ্রিকুমার মেনন এর স্থলে পরিচালক হিসাবে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে যোগদান)	৫
৪	মিস ডেজাইরি বাচের	৪
৫	জনাব মো: ফায়েকুজ্জামান (১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ পদত্যাগ করেন)	৬
৬	জনাব লতিফুর রহমান	-
৭	মিস পারভীন মাহমুদ (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৪
৮	জনাব মিলান সাধু খাঁ (জনাব মো: নাজমুল হোসেন এর স্থলে পরিচালক হিসাবে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে যোগদান)	৫
৯	জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৬

অডিট কমিটি সভাসমূহ

এ সময়ে ৪ বার সভা অনুষ্ঠিত হয় । লিন্ডে গ্রুপের গ্লোবাল বিজনেস কন্ট্রোলস-এর প্রধান চারটি সকল সভাতে অংশগ্রহণ করেন ।

	সদস্যবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	মিস পারভীন মাহমুদ - চেয়ারপারসন (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৪
২	জনাব লতিফুর রহমান	-
৩	জনাব মলয় ব্যানার্জী (জনাব শ্রিকুমার মেনন এর স্থলে পরিচালক হিসাবে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে যোগদান)	৪
৪	মিস ডেজাইরি বাচের - পরিচালক কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত	২

পরিশিষ্ট ৪

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44 তারিখ ৭ আগস্ট, ২০১২ এবং SEC/CMRRCD/ 2006-158/ 147/Admin/ 48 তারিখ: ২১ জুলাই ২০১৩ অনুযায়ী পরিপালনীয় শর্তাদি ।

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা
১.	**বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী ।**	
১.১	**বোর্ডের পরিধি: বোর্ড সদস্য সংখ্যা ৫ (পাঁচ) এর কম এবং ২০ (বিশ) এর বেশি হবে না ।**	পরিপালিত
১.২	**স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলী ।**	
১.২ (i)	**কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের অন্তঃত এক পঞ্চমাংশ (১/৫) হবেন স্বতন্ত্র পরিচালক ।**	পরিপালিত
১.২ (ii) (ক)	তিনি কোম্পানির কোন শেয়ারের অধিকারী হবেন না বা মোট পরিশোধিত শেয়ারের সর্বোচ্চ শতকরা ১ ভাগের কম অধিকারী হবেন;	পরিপালিত
১.২ (ii) (খ)	যিনি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক নন এবং কোম্পানির কোন পৃষ্ঠপোষক অথবা পরিচালক অথবা পারিবারিক সূত্রে এমন কোন শেয়ারহোল্ডারের সাথে সম্পর্কিত নন যিনি কোম্পানির সর্বমোট শেয়ারের শতকরা ১ ভাগ (১%) বা তার অধিক শেয়ারের অধিকারী । তাঁর পরিবারের সদস্যগণও উপরোক্ত পরিমাণ শেয়ারের অধিকারী হতে পারবেন না । এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, জামাতা এবং পুত্রবধূগণও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;	পরিপালিত
১.২ (ii) (গ)	যিনি কোম্পানির অধীনস্থ অন্য কোন কোম্পানি/সহযোগী কোন কোম্পানির সাথে আর্থিক অথবা অন্য কোনরূপ সম্পর্ক বজায় রাখেন না;	পরিপালিত
১.২ (ii) (ঘ)	যিনি কোন স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য, পরিচালক বা কর্মকর্তা নন;	পরিপালিত
১.২ (ii) (ঙ)	যিনি স্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক বা কর্মকর্তা অথবা পুঁজিবাজারের কোন মধ্যবর্তী যোগাযোগকারী হিসেবে কর্মরত নন;	পরিপালিত
১.২ (ii) (চ)	যিনি কোন সংবিধিবদ্ধ অডিট ফার্মের অংশীদার অথবা নির্বাহী নন অথবা বিগত ৩ (তিন) বছর সময়কালের মধ্যে ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি;	পরিপালিত
১.২ (ii) (ছ)	যিনি ৩ (তিন) টির অধিক তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন না;	পরিপালিত
১.২ (ii) (জ)	যিনি কোন ব্যাংক অথবা ব্যাংক নয় এমন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (NBFI) নিকট ঋণ খেলাপী হওয়ার জন্য উপযুক্ত বিচারিক এক্তিয়ারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন;	পরিপালিত
১.২ (ii) (ঝ)	যিনি নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত নন;	পরিপালিত
১.২ (iii)	স্বতন্ত্র পরিচালক(গণ) পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় (অএগ) শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক এই নিয়োগ অনুমোদিত হতে হবে ।	পরিপালিত
১.২ (iv)	স্বতন্ত্র পরিচালক(গণ)-এর পদ ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক শূন্য থাকবে না ।	পরিপালিত
১.২ (v)	বোর্ড সকল সদস্যদের জন্য একটি নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন করবে এবং তা পরিপালনের রেকর্ড বার্ষিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হবে ।	পরিপালিত
১.২ (vi)	স্বতন্ত্র পরিচালকের কার্যকাল হবে ৩ (তিন) বৎসর, যা কেবলমাত্র এক মেয়াদের জন্য বর্ধিত করা যেতে পারে ।	পরিপালিত
১.৩	**স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলীর যোগ্যতা ।**	
১.৩ (i)	স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন সৎ গুণাবলী সমৃদ্ধ এমন একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যিনি আর্থিক, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কর্পোরেট আইনসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করবেন এবং ব্যবসায়ে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন ।	পরিপালিত
১.৩ (ii)	উক্ত ব্যক্তি হবেন একজন ব্যবসায় নেতা/কর্পোরেট নেতা/আমলা/অর্থনীতি অথবা ব্যবসায় শিক্ষা অথবা আইনশাস্ত্রে পারদর্শী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারির মত পেশাজীবি । স্বতন্ত্র পরিচালকদের ন্যূনতম ১২ (বার) বৎসরের কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা/পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।	পরিপালিত
১.৩ (iii)	বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, কমিশনের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে উপরোল্লিখিত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে ।	প্রযোজ্য নয়
১.৪	**বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ।**	
	বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ দু'জন ভিন্ন ব্যাক্তি কর্তৃক অধিকৃত হতে হবে । কোম্পানির পরিচালকদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন । পরিচালকমন্ডলী চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবেন ।	পরিপালিত
১.৫	**শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ।**	
১.৫ (i)	শিল্প-কারখানায় শিল্পসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত উন্নয়ন ।	পরিপালিত
১.৫ (ii)	খাতওয়ারী বা পণ্যওয়ারী সাফল্য ।	পরিপালিত
১.৫ (iii)	ঝুঁকি ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ ।	পরিপালিত
১.৫ (iv)	ক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও প্রকৃত মুনাফার উপর পর্যালোচনা ।	পরিপালিত
১.৫ (v)	অসাধারণ কোন লাভ বা ক্ষতি অব্যাহত থাকা সংক্রান্ত আলোচনা ।	প্রযোজ্য নয়
১.৫ (vi)	সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সাথে লেনদেনের ভিত্তি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে লেনদেন সংক্রান্ত বিবরণী বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করতে হবে ।	পরিপালিত
১.৫ (vii)	পাবলিক ইস্যুসমূহ, রাইট সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ/অথবা যেকোন দলিলাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগানো ।	প্রযোজ্য নয়

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা
১.৫ (viii)	কোম্পানি কর্তৃক প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (IPO), পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (RPO), রাইটস অফার, সরাসরি তালিকাভুক্তকরণ, ইত্যাদি প্রক্রিয়া গ্রহণের পর আর্থিক ফলাফলের অবনতি ঘটলে সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে ।	প্রযোজ্য নয়
১.৫ (ix)	যদি ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী ও বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য মাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতিবেদনে সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন ।	পরিপালিত
১.৫ (x)	স্বতন্ত্র পরিচালকগণসহ সকল পরিচালকের সম্মানী ।	পরিপালিত
১.৫ (xi)	শেয়ার বাজারজাতকারী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থা, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটির পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করতে হবে ।	পরিপালিত
১.৫ (xii)	শেয়ার বাজারজাতকারী কোম্পানি কর্তৃক হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত যথাযথ বহি সংরক্ষিত হয়ে আসছে ।	পরিপালিত
১.৫ (xiii)	আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বদা যথাযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলনসমূহ যৌক্তিক এবং বিচক্ষণ বিবেচনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে ।	পরিপালিত
১.৫ (xiv)	আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে এবং, যেসব ক্ষেত্রে এসব বিধি অনুসরণ করা হয়নি তা পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ।	পরিপালিত
১.৫ (xv)	অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটর করা হয়েছে ।	পরিপালিত
১.৫ (xvi)	একটি চালু প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির যোগ্যতা নিয়ে উল্লেখ করার মত কোন সন্দেহ থাকতে পারবে না । যদি কোম্পানি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ্য বিবেচিত না হয় তবে, সেক্ষেত্রে কারণসহ উক্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে ।	পরিপালিত
১.৫ (xvii)	কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি থাকলে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে ।	পরিপালিত
১.৫ (xviii)	ন্যূনতম বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক তথ্যাদি সারাংশ আকারে উপস্থাপন করতে হবে ।	পরিপালিত
১.৫ (xix)	চলতি বছর লভ্যাংশ ঘোষণা না করা হলে তার কারণ দর্শাতে হবে (নগদ অর্থ অথবা স্টক) ।	প্রযোজ্য নয়
১.৫ (xx)	বছরে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভাসমূহের সংখ্যা ও সভায় প্রত্যেক পরিচালকের উপস্থিতির তথ্য প্রকাশ করতে হবে ।	পরিপালিত
১.৫(xxi) (ক)	মূল/অধীনস্থ/সহযোগী কোম্পানিসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহ (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য);	পরিপালিত
১.৫(xxi) (খ)	পরিচালকগণ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান এবং তাদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানাদি (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য);	পরিপালিত
১.৫(xxi) (গ)	নির্বাহী কর্মকর্তাগণ;	পরিপালিত
১.৫(xxi) (ঘ)	যেসব শেয়ারহোল্ডারগণ শতকরা ১০ ভাগ (১০%) বা তারও বেশি শেয়ারের অধিকারী এবং কোম্পানিতে ভোট প্রদানে অধিক আগ্রহী (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য) ।	পরিপালিত
১.৫ (xxii)	কোম্পানির কোন পরিচালকের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত তথ্যাদি শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রকাশ করতে হবে:	
১.৫(xxii) (ক)	পরিচালকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত;	পরিপালিত
১.৫(xxii) (খ)	কার্যক্রমের যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে তিনি দক্ষ সেগুলোর প্রকৃতি;	পরিপালিত
১.৫(xxii) (গ)	উক্ত ব্যক্তি যে সকল কোম্পানিতে পরিচালকের পদে আসীন ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যপদ অধিকার করে আছেন ।	পরিপালিত
২.	**প্রধান অর্থ কর্মকর্তা** (CFO)**, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান এবং কোম্পানি সচিব** (CS)	
২.১	কোম্পানি একজন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (CFO), একজন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান (অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন) এবং একজন কোম্পানি সচিব (CS) নিয়োগ করবেন । পরিচালনা পরিষদকে সিএফও, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান এবং সিএস এর পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ প্রদান করতে হবে ।	পরিপালন করা হয়েছে: একই ব্যক্তি প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ও কোম্পানি সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন
২.২	কোম্পানির সিএফও এবং কোম্পানি সচিব পরিচালকমন্ডলীর সভাগুলোতে উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু সিএফও এবং/অথবা কোম্পানি সচিব সেসব সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না যেখানে তাদের ব্যক্তিগত বিষয় বিবেচনা সম্পর্কিত এজেন্ডা আলোচিত হবে ।	পরিপালিত
৩.	**নিরীক্ষা কমিটি ।**	
৩ (i)	পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে কোম্পানির একটি নিরীক্ষা কমিটি থাকতে হবে ।	পরিপালিত
৩ (ii)	আর্থিক বিবরণীসমূহে সঠিক ও স্বচ্ছভাবে কোম্পানির সার্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাঝে একটি উত্তম মনিটরিং পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষে নিরীক্ষা কমিটি পরিচালকমন্ডলীকে সহযোগিতা করবেন ।	পরিপালিত
৩ (iii)	নিরীক্ষা কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন । নিরীক্ষা কমিটির দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্টভাবে লিখিত আকারে থাকতে হবে ।	পরিপালিত

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা
৩.১	**নিরীক্ষা কমিটির গঠন** ।	
৩.১ (ii)	পরিচালকমন্ডলী নিরীক্ষা কমিটির সদস্য নিয়োগ করবেন, যারা পরিচালক হিসেবে কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন তাদের মধ্য হতে এবং এতে ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন ।	পরিপালিত
৩.১ (iii)	নিরীক্ষা কমিটির সকল সদস্যকে আর্থিক বিষয়ে প্রাজ্ঞ হতে হবে এবং ন্যূনতম ১ (এক) জন সদস্যের হিসাবরক্ষণ অথবা সংশ্লিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।	পরিপালিত
৩.১ (iv)	যখন কমিটির সদস্যগণের দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্ত হবে অথবা কোন সদস্য তার দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্তির পূর্বেই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে পড়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং এরূপ পরিস্থিতির ফলে যদি কমিটির জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা ৩ (তিন)-অপেক্ষা হ্রাস পায়, সেক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলী নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্তে শূন্যপদ (গুলো) পূরণ করার জন্য পদ শূন্য হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে নতুন সদস্য নিয়োগ প্রদান করবেন ।	পরিপালিত
৩.১ (v)	কোম্পানি সেক্রেটারি কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন	পরিপালিত
৩.১ (vi)	ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত নিরীক্ষা কমিটি সভায় কোরাম গঠিত হবে না ।	পরিপালিত
৩.২	**নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান।**	
৩.২ (i)	পরিচালকমন্ডলী নিরীক্ষা কমিটির একজন সদস্যকে নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বাছাই করবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিকে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হতে হবে ।	পরিপালিত
৩.২ (ii)	নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) উপস্থিত থাকবেন ।	পরিপালিত
৩.৩	**নিরীক্ষা কমিটির ভূমিকা।**	
৩.৩ (i)	আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া তদারক করতে হবে ।	পরিপালিত
৩.৩ (ii)	হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ মনিটর করতে হবে ।	পরিপালিত
৩.৩ (iii)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে ।	পরিপালিত
৩.৩ (iv)	বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রকগণকে আনয়ন প্রক্রিয়া ও তাদের দক্ষতা তদারক করতে হবে ।	পরিপালিত
৩.৩ (v)	বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে ।	পরিপালিত
৩.৩ (vi)	ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে ।	পরিপালিত
৩.৩ (vii)	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা পর্যালোচনা করতে হবে ।	পরিপালিত
৩.৩ (viii)	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত ব্যবসায়িক পক্ষসমূহের সাথে উল্লেখযোগ্য লেনদেন সম্পর্কিত বিবরণী পর্যালোচনা করতে হবে ।	পরিপালিত
৩.৩ (ix)	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র/বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক ইস্যুকৃত/অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে দুর্বলতা বিষয়ক পত্র পর্যালোচনা করতে হবে ।	পরিপালিত
৩.৩ (x)	যখন প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (IPO)/পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (RPO)/রাইট ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করা হবে তখন কোম্পানি প্রধান প্রধান খাত (মূলধনী ব্যয়, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ ব্যয়, চলতি মূলধন, ইত্যাদি) অনুসারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উক্ত তহবিল ব্যবহার/কাজে লাগানো সংক্রান্ত তথ্যাবলী আর্থিক ফলাফলের ত্রৈমাসিক ঘোষণা হিসেবে অডিট কমিটির নিকট প্রকাশ করবে । উপরন্তু, প্রস্তাবনা পত্রে/প্রসপেক্টাসে যেভাবে বিবৃত হয়েছে, তা বহির্ভূত অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক ভিত্তিতে কোম্পানি একটি তহবিল বিবরণী প্রস্তুত করবে ।	প্রযোজ্য নয়
৩.৪	**নিরীক্ষা কমিটির প্রতিবেদন।**	
৩.৪.১	বোর্ডের পরিচালকমন্ডলীর প্রতি বিবৃতি ।	
৩.৪.১ (i)	নিরীক্ষা কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাদের কর্মকান্ডের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে ।	পরিপালিত
৩.৪.১ (ii)	নিরীক্ষা কমিটি অবিলম্বে পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে যদি নিম্নলিখিত কোন বিষয় থাকে:-	
৩.৪.১ (ii)(ক)	পরিচালকমন্ডলীর নিকট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধের ব্যাপারে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;	প্রযোজ্য নয়
৩.৪.১ (ii)(খ)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন সন্দেহজনক বা ধারণা নির্ভর জালিয়াতি বা অনিয়ম অথবা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি;	প্রযোজ্য নয়
৩.৪.১ (ii)(গ)	নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নিয়মকানুনসহ কোন আইনের সন্দেহজনক লংঘন;	প্রযোজ্য নয়
৩.৪.১ (ii)(ঘ)	পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করতে হবে এমন যে কোন বিষয় ।	প্রযোজ্য নয়

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা
৩.৪.২	**কর্তৃপক্ষের প্রতি বিবৃতি।**	
	নিরীক্ষা কমিটি যদি আর্থিক অবস্থা এবং কার্যক্রম পরিচালনাজনিত ফলাফলের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এমন কোন বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকেন এবং এক্ষেত্রে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন রয়েছে মর্মে পরিচালকমন্ডলী ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন এবং উক্ত নিরীক্ষা কমিটি যদি লক্ষ্য করেন যে এধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ অযৌক্তিকভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষা কমিটি উক্ত ব্যাপারটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তিনবার রিপোর্ট করা অথবা পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রথমবার রিপোর্ট করার তারিখ হতে ছয়মাস অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত, এক্ষেত্রে যেটি আগে হয়, উক্ত বিষয়ে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	প্রযোজ্য নয়
৩.৫	**শেয়ারহোল্ডারগণ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রতি বিবৃতি।**	
	৩.৪.১(ii) নং শর্তের অধীন পরিচালকমন্ডলীর নিকট উপস্থাপনের লক্ষে আলোচ্য বছরে প্রস্তুতকৃত রিপোর্টসহ নিরীক্ষা কমিটির কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনে তা প্রকাশ করতে হবে।	প্রযোজ্য নয়
৪.	**বহিঃস্থ/ বিধিসম্মত নিরীক্ষা।**	
৪.০০ (i)	যাচাই বা মূল্যায়ন সেবাসমূহ অথবা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা সংক্রান্ত মতামতসমূহ।	পরিপালিত
৪.০০ (ii)	আর্থিক তথ্য ব্যবস্থা প্রণয়নে অসম্পৃক্ততা।	পরিপালিত
৪.০০ (iii)	হিসাবরক্ষণ বা বুক কিপিং প্রক্রিয়ায় অসম্পৃক্ততা।	পরিপালিত
৪.০০ (iv)	ব্রোকার-ডিলার সার্ভিসে অসম্পৃক্ততা।	পরিপালিত
৪.০০ (v)	এ্যাকচুয়ারিয়াল সার্ভিসে অসম্পৃক্ততা।	পরিপালিত
৪.০০ (vi)	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মকান্ডে অসম্পৃক্ততা।	পরিপালিত
৪.০০ (vii)	অন্য যেকোন সেবা প্রদানে অসম্পৃক্ততা।	পরিপালিত
৪.০০ (viii)	বহিঃস্থ নিরীক্ষা কোম্পানির অসম্পৃক্ত অংশীদারগণ অথবা সেখানে কর্মরত ব্যক্তিগণ অন্ততঃপক্ষে তাদের কোম্পানি কর্তৃক নিরীক্ষা কর্মকান্ড চলাকালীন সময়ে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ধারণ করতে পারবে না।	পরিপালিত
৪.০০ (ix)	কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা পরিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় অডিট/সার্টিফিকেশন সেবা শর্ত নং ৭(i) এর অধীন।	পরিপালিত
৫.	**সাবসিডিয়ারি কোম্পানি।**	
৫.০০ (i)	হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠন সম্পর্কিত যে সকল বিধি-বিধান রয়েছে তা অধীনস্থ কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে হবে।	পরিপালিত
৫.০০ (ii)	হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক অধীনস্থ কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর একজন পরিচালকের পদ গ্রহণ করবেন।	পরিপালিত
৫.০০ (iii)	অধীনস্থ কোম্পানির বোর্ড সভায় গৃহীত সভার কার্যবিবরণী (মিনিটস্) হোল্ডিং কোম্পানির পরবর্তী বোর্ড সভায় পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে।	পরিপালিত
৫.০০ (iv)	হোল্ডিং কোম্পানির নিজস্ব বোর্ড সভার কার্যবিবরণীসমূহে (মিনিটস) অধীনস্থ কোম্পানির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ থাকবে।	পরিপালিত
৫.০০ (v)	হোল্ডিং কোম্পানির নিরীক্ষা কমিটিও আর্থিক বিবরণীসমূহ, বিশেষ করে অধীনস্থ কোম্পানি কর্তৃক আয়োজিত বিনিয়োগসমূহ পর্যালোচনা করবে।	পরিপালিত
৬.	**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা** (CEO) **এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তা** (CFO) **এর কর্তব্য।**	
৬.০০ (i) (ক)	এই বিবরণীসমূহে কোন উল্লেখযোগ্য অসত্য তথ্য থাকবে না অথবা কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য বর্জন করা হবে না অথবা বিভ্রান্তকারী কোন তথ্য থাকবে না;	পরিপালিত
৬.০০ (i) (খ)	এই বিবরণী যুগপৎভাবে কোম্পানির কার্যক্রমের একটি সত্য ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে এবং তা বিদ্যমান হিসাবরক্ষণ বিধিসমূহ ও প্রযোজ্য আইনসমূহ পরিপালনপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে।	পরিপালিত
৬.০০ (ii)	এক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ অবগতি ও বিশ্বাসের আলোকে বলা যায়, কোম্পানি আলোচ্য বছরে এমন কোন লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত হয়নি যা জালিয়াতিপূর্ণ, বে-আইনী অথবা কোম্পানির আচরণ বিধির পরিপন্থী।	পরিপালিত
৭.	**কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রতিবেদন এবং পরিপালন।**	
৭.০০ (i)	কমিশন কর্তৃক কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনার শর্তসমূহ পরিপালনের ব্যাপারে কোম্পানি কোন সক্রিয় পেশাদার হিসাবরক্ষক/সচিবের (চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট/কস্ট অ্যান্ড ম্যানেমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট/চার্টার্ড সেক্রেটারি) নিকট হতে সনদ অর্জন করবেন এবং তা বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বাৎসরিক ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করবেন।	পরিপালিত
৭.০০ (ii)	এই সংযুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি উপরোক্ত শর্তাবলী পরিপালন করেছে কি না সে বিষয়টি কোম্পানির পরিচালকগণ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে বিবৃত করবেন।	পরিপালিত

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার চর্চা

সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে । লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার নীতিসমূহ সমুন্নত রাখার লক্ষে বদ্ধপরিকর । তাদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কর্মকান্ড সবসময়ই জোরালো দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত । পরিচালকমন্ডলী এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখছেন এবং কোম্পানির জন্য যথোপযুক্ত ও সুফলদায়ক কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার চর্চাসমূহ অনুসরণ করছেন । কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মূল্যবোধ সৃষ্টি করা । শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ রক্ষা, কোম্পানির সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর সামর্থ্য এবং সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি মোকাবিলা, সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ চর্চাসমূহের মাঝে নিবিড় ও কার্যকর সহযোগিতা তৈরি করার উপর ভিত্তি করেই সবসময় আমাদের সাফল্য রচিত হয়েছে ।

পরিচালকমন্ডলী

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ কোম্পানির সার্বিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি এর সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমসমূহ তদারকি করার দায়িত্বে নিয়োজিত । এই পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তসমূহ কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে; কোম্পানির এ স্বার্থের মাঝে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের স্বার্থ সম্পৃক্ত রয়েছে । লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ ৯ (নয়) জন সদস্য নিয়ে গঠিত; এদের মাঝে ২ (দুই) জন সদস্য স্বতন্ত্র পরিচালক, ১ (এক) জন সদস্য নির্বাহী পরিচালক, ৩ (তিন) জন লিন্ডে মনোনীত পরিচালক, ১ (এক) জন আইসিবি মনোনীত পরিচালক এবং অন্যরা অনির্বাহী পরিচালক । পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মাঝে রয়েছেন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা পেশাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় ঋদ্ধ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সরকারি খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ । পরিচালকমন্ডলী প্রতি সভায় কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্য পর্যালোচনা করেন এবং প্রকাশনার জন্য সাময়িক ও বাৎসরিক আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেন । এছাড়া পরিচালকমন্ডলী বার্ষিক পরিকল্পনা আলোচ্য বছরের জন্য মূলধনী ব্যয় অনুমোদন করেন এবং নিয়মিত ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন ।

বোর্ড সভা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ ২০১৫ সালে ৬ (ছয়) বার সভায় মিলিত হন । কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৯৪-এর ধারা ৯৬ অনুযায়ী বোর্ড সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বোর্ড মিটিং সংক্রান্ত নিয়মকানুন অনুসৃত হয় । বোর্ড সভায় পরিচালকের উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিচালকের প্রতিবেদনের সংযুক্তি ৩-এ উল্লিখিত হয়েছে । বোর্ড সভাসমূহে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের স্বার্থ বিবেচনা সাপেক্ষে কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংঘবিধি কর্তৃক অনুমোদিত তাদের অধিকার প্রয়োগ করেন । একজন শেয়ারহোল্ডার একটি শেয়ারের বিপরীতে একটি ভোট দিতে পারেন ।

প্রতিটি পরবর্তী আর্থিক বছরের প্রথম ৬ (ছয়) মাস সময়সীমায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । কোম্পানি আইন কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও দলিলাদির সাথে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সভা আয়োজনের ১৪ দিবস পূর্বে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করতে হয় ।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারেন না, তারা কোম্পানিরই আরেক প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন । প্রক্সি বা প্রতিনিধিত্ব ফর্ম সঠিকভাবে পূর্ণ করে সভা অনুষ্ঠানের ৭২ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানির কর্পোরেট কার্যালয়ে জমা দিতে হয় ।

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং SEC/CMRRCD/ ২০০৬-১৫৮/১৩৪/Admin/৪৪ তারিখ ৭ই আগস্ট, ২০১২ এবং SEC/CMRRCD/ ২০০৬-১৫৮/ ১৪৭/ Admin/ ৪৮ তারিখ: ২১ জুলাই ২০১৩ অনুযায়ী সংযুক্তি ১ থেকে ৪, পৃষ্ঠা নং ৯১ থেকে ৯৭-এ কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ বিষয়ক প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে ।

কর্পোরেট এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান কাঠামো

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহে কোম্পানির কর্মকান্ডের চিত্র, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন বিষয়ে স্বচ্ছতাপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয় ।

কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহি সংরক্ষণ

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যৌক্তিক ও বিচক্ষণ বিবেচনার উপর ভিত্তি করে হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হয়েছে ।

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হিসাবরক্ষণ বিধি (বিএএস), বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত বিধি (বিএফআরএসএস), বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে ।

কোম্পানি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করেছে যার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীতে বড় ধরনের ভুল উপস্থাপনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান সম্ভব হয়েছে । গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা

করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও নিরীক্ষা কমিটিকে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা হয় ।

হিসাবরক্ষণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষা

ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত বিধি (বিএফআরএসএস) অনুযায়ী লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ, অন্তর্বর্তীকালীন ও ষান্মাষিক আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুত এবং প্রকাশ করে থাকে । ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বার্ষিক এবং সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং নিরীক্ষা কমিটি তা পর্যালোচনা করেন । আইসিএবি কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশ নিরীক্ষা বিধি অনুযায়ী সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করা হয় । নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে বিভিন্ন ঝুঁকি পূর্বাহ্নে চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থার একটি পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । নিরীক্ষা কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন, ষান্মাষিক ও বাষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রকাশনার পূর্বে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে পরিচালনা পরিষদের সাথে সভায় মিলিত হন ।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় ।

গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টিম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ততা মূল্যায়নের লক্ষে নিরীক্ষা পরিচালনা করে থাকেন । এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং পরবর্তীতে গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে নিরীক্ষা কমিটির নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় । ২০১২ সালের ডিসেম্বরে একাউন্টস পেয়েবল-এর স্থানান্তরের মাধ্যমে ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং-এর সকল মডিউল ম্যানিলাস্থ লিন্ডে গ্লোবাল সার্ভিসেস-এ (এলজিএসএম) স্থানান্তর করা হয় । সেবা ব্যবস্থার অধীনে, এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষ সোর্স ডাটা ফিন্যান্সিয়াল এবং ট্রেজারী একাউন্টিং এবং বিল প্রস্তুতের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এলজিএসএম ডাটা এডিটিং, ভেরিফাইং এবং প্রসেসিং এবং অনলাইন ব্যাংকিং নেটওয়ার্কে আপলোড-এর দায়িত্ব পালন করে থাকে । এলজিএমএস কর্তৃক এইচএসবিসি নেটওয়ার্ক প্রক্রিয়া ফাইলটি আপলোড করার পরে, ব্যাংকের স্বাক্ষর, পরিশোধের নিমিত্তে কোন বিল প্রসেস করার পর কান্ট্রি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ডেলিগেশন অব অথরিটি (DOA) অনুযায়ী চেকসমূহ অনুমোদন করেন ইলেকট্রনিক্যালি । প্রয়োজন বিশেষে এলজিএসএম এর তত্ত্বাবধানে এখানেও চেকও প্রস্তুত করা হয় । কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত ডাটার মালিকানা বজায় থাকে । জেনারেল লেজার একাউন্টস রিকনসিলিয়েশন, একাউন্টস রিসিভেবল, একাউন্টস পেয়েবল এবং ব্যাংক রি-কনসিলিয়েশন সমূহের ব্যাপারে এলজিএসএম দায়বদ্ধ । সিডিউল এবং রিকনসিলিয়েশন কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উক্ত ডাটার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে থাকে । কান্ট্রি ফিন্যান্স ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা সিদ্ধান্ত জন্য তথ্য যোগানের দায়িত্ব বর্তায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

লিন্ডে গ্রুপের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়াভিত্তিক আঞ্চলিক (RSE) কোম্পানির সকল কার্যক্রমের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা ও কার্যকারিতার বিষয়ে নিয়মিত বিরতিতে নিরীক্ষা পরিচালনা করে । কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের যাবতীয় কাজ যেমন-অপারেশনস, সেলস এবং মার্কেটিং, ট্রেজারি সিস্টেম এবং ইনফরমেশন সার্ভিস সংক্রান্ত ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য । অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কোন ধরনের দুর্বলতা এবং কোম্পানির বিভিন্ন চর্চা ও সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন লংঘনের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন । প্রতিটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে মূল ঘটনা বা তথ্যসমূহ, দুর্বলতা ও এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের সুপারিশ উপস্থাপন করা হয় । প্রতিটি পর্যবেক্ষণের জন্য একজন প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (DRI) থাকেন এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না হওয়া অবধি গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক এ ব্যাপারে খোঁজখবর (ফলো-আপ) রাখেন । নিরীক্ষা কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন ।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে । লিন্ডে গ্রুপের নির্দেশনার আলোকে এ পদ্ধতিসমূহ প্রতিনিয়ত কোম্পানি কর্তৃক হালনাগাদকৃত ও গৃহীত হচ্ছে । গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক ও সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এবং পরিচালকমন্ডলী এই পদ্ধতিসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে থাকেন । বড় ধরনের ব্যবসায়িক ঝুঁকি চিহ্নিত করার লক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি নির্ধারণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং সে অনুযায়ী ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় । নিরীক্ষা কমিটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম মনিটর করার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করেন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে কাজ করেন ।

নিরীক্ষা কমিটি

নিরীক্ষা কমিটি আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়িক ও আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান ও কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসায়িক নীতিসমূহ অনুসরণের বিষয়টি মনিটর করার জন্য কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে থাকেন । চারজন সদস্য নিয়ে নিরীক্ষা কমিটি গঠিত; এরমধ্যে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক, একজন অনির্বাহী পরিচালক এবং বাকী দুইজন গ্রুপ মনোনীত পরিচালক । নিরীক্ষা কমিটির সভাপতি হলেন একজন স্বতন্ত্র পরিচালক । নিরীক্ষা কমিটি বছরে চার বার সভায় মিলিত হন । এটি পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি । কেবলমাত্র কমিটি সদস্যগণ সভায় যোগদান করতে পারেন । অবশ্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হেড অব ফিন্যান্স এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষককে সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয় । যে সভায় বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা হয় সে সভায় বহিঃস্থ নিরীক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হয় । নিরীক্ষা কমিটি সনদে বর্ণিত নিরীক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া তদারকি করা ।
- অনুসৃত হিসাবরক্ষণ নীতিমালা মনিটর করা ।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মনিটর করা ।
- বহিঃস্থ নিরীক্ষক নিয়োগ প্রদান নিরীক্ষকের দক্ষতা তদারকি করা ।
- অনুমোদনের জন্য বোর্ডে উপস্থাপনের পূর্বে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা ।
- অনুমোদনের জন্য বোর্ডে উপস্থাপনের পূর্বে সাময়িক আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা ।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা পর্যালোচনা করা ।
- সংশ্লিষ্ট অংশের লেনদেনের বিবরণ পর্যালোচনা করা ।
- সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চিঠি পর্যালোচনা করা ।

কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ

২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মোট সংখ্যা ছিল ৩১৫ (২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ছিল ৩৯১) । পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানি বেতন ও পারিশ্রমিক বাবদ ৫৫১ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করে (২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর এ বাবদ পরিশোধিত টাকার পরিমাণ ৫৫০ মিলিয়ন টাকা) । এক্ষেত্রে কোম্পানি গৃহীত কৌশল হল সবচেয়ে যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোম্পানিতে নিয়ে আসা, তাদের গড়ে তোলা ও তাদের পদোন্নতি প্রদান করা এবং কোম্পানির প্রতি দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বস্ততা তৈরি করা, যা হল কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত । জনবল উন্নয়নের লক্ষে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় । পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে সুস্থ থাকায় সহায়তা করে এবং তারা কোম্পানির জন্য দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে ঝুঁকির সম্মুখীন হন সে ঝুঁকি হতে তাদের সুরক্ষা প্রদান করে ।

বিদ্যমান আইন অনুসরণ

কোম্পানি আইনের বিভিন্ন বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ব্যবসায়িক চর্চায় ঐ সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলে । কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয় । কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী আইনের সকল বিধি-বিধান সময়মত অনুসরণ নিশ্চিত করেন । আইন লংঘনের কোন ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা (Code of Ethics)

কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষে নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা গঠন করা হয়েছে । কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয় । কোড-এ উল্লিখিত বিধিসমূহ কোম্পানি সক্রিয়ভাবে মনিটর করে । নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালার মধ্যে রয়েছে:

- নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- গ্রাহক, সরবরাহকারী ও বাজারসমূহ নিয়ে কাজ করা
- শেয়ারহোল্ডারগণের সাথে কাজ করা
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সাথে আচার-ব্যবহার
- জনগণের সাথে আচার-ব্যবহার

কর্পোরেট ওয়েবসাইট

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত দায়িত্বের আওতায় কোম্পানির একটি তথ্যমূলক ওয়েবসাইট গঠন করেছে, যেখানে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের মতো আগ্রহী গ্রুপের জন্য কোম্পানি সংক্রান্ত জনগণের জন্য উন্মুক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে ।

কোম্পানি ওয়েবসাইটে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ কর হল:

- বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- ষান্মাষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য
- বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদি

কোম্পানি ওয়েবসাইটের লিংক: www.linde.com.bd.

পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী

আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দ প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও এর আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে থাকেন ।

বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (BAS), বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (BFRSs), কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রুলস ১৯৮৭ ঢাকা ও চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দকে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করতে হয় । কোম্পানি আইনের অধীনে পরিচালকবৃন্দ অবশ্যই কোম্পানির হিসাবাদি অনুমোদন করবে না, যদি না তারা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আর্থিক বিবরণী কোম্পানির আলোচ্য বছরের কার্যক্রম ও এর মুনাফা ও ক্ষতির অবস্থার একটি প্রকৃত ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে ।

পরিচালকবৃন্দ আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু উপস্থাপনার ব্যাপারে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ; লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি আর্থিক অবস্থার বিবরণী, লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটির পরিবর্তনের বিবরণী ও আলোচ্য সমাপ্ত বছরের নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণী এবং লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক টীকাসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট সংক্ষেপিত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিয়ে উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ গঠিত ।

আমরা যতদূর অবগত রয়েছি, এবং প্রযোজ্য প্রতিবেদন প্রস্তুত নীতি অনুযায়ী, কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহসহ আর্থিক বিবরণীসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষে প্রস্তুত এবং উপস্থাপন করা হয়েছে:

- এই বিবরণীসমূহতে বাস্তবিকভাবে অসত্য কোন তথ্য নেই অথবা এ থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি অথবা বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে এরকম কোন তথ্য নেই ।
- এই বিবরণীসমূহ একত্রিতভাবে কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রমের অবস্থা সম্পর্কে একটি সত্য ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে এবং তা বিদ্যমান হিসাবরক্ষণ বিধিমালা ও প্রযোজ্য আইনসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ।
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি কর্তৃক এমন কোন লেনদেন করা হয়নি যা প্রতারণামূলক, বে-আইনী অথবা কোম্পানির আচরণবিধির পরিপন্থী ।

কোম্পানির নিরীক্ষকবৃন্দ পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক রেকর্ডসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনর ১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠায় তাঁদের উপস্থাপিত প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন ।

২০১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদিত হয়েছে এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ হতে স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

ইরফান এস মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আইয়ুব কাদরি
পরিচালক ও সভাপতি

নিরীক্ষা কমিটির প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিরীক্ষা কমিটি নিয়োগ প্রদান করা হয় । লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের নিরীক্ষা কমিটিতে চারজন সদস্য রয়েছেন; এদের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক, একজন অনির্বাহী পরিচালক এবং অন্যান্যরা গ্রুপ মনোনীত পরিচালক । উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হেড অফ ফিন্যান্স এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যোগদান করেন ।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিরীক্ষা কমিটির শর্তাবলী (Terms of Reference) নির্ধারণ করা হয়েছে । কমিটির বিদ্যমান সদস্যগণ নিম্নরূপ:

মিস পারভীন মাহমুদ, চেয়ারপারসন
জনাব লতিফুর রহমান, সদস্য
জনাব মলয় ব্যানার্জী, সদস্য
মিস ডেজাইরি বাচের, সদস্য

পর্যালোচনাধীন বছরে নিরীক্ষা কমিটির ৪ (চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সকল সভায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কমিটির নিকট তথ্য উপস্থাপন করেন । উক্ত উপস্থাপনের মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা, আলোচ্য বছরে পরিচালিত নিরীক্ষা সংখ্যা, নিরীক্ষা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণসমূহ, নিরীক্ষা বিষয়ক সুপারিশসমূহ এবং এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের পর্যায় । নিরীক্ষা কমিটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা কার্যক্রম ও এক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য তাদের সুপারিশসমূহের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ নিয়ে বহিঃস্থ নিরীক্ষকের সাথেও সভায় মিলিত হন ।

নিরীক্ষা কমিটির ভূমিকা

নিরীক্ষা কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স-এর আওতায় কোম্পানির যেকোন কার্যক্রম তদন্ত করে দেখার বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর তদারকিমূলক দায়িত্বের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয় । নিরীক্ষা কমিটি টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী এর উপর আরোপিত কার্যক্রম সমূহের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকে । নিরীক্ষা কমিটির ভূমিকা নিম্নরূপ:

- উপস্থাপনা, তথ্য প্রকাশ ও উপাত্তের যথার্থতার বিচারে আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা ।
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষার কার্যকারিতা মনিটর ও পর্যালোচনা করা ।
- কোম্পানির আর্থিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা ।
- কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা ।
- নিয়ন্ত্রণমূলক ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষে নৈতিক বিধি ও প্রক্রিয়াসমূহ পর্যালোচনা করা ।
- নিরীক্ষা কমিটির সনদ অনুযায়ী অন্য যেকোন কার্যক্রম ।

সভা ও উপস্থিতি

কোম্পানি বছরে কমপক্ষে চারটি সভার আয়োজন করবে । একজন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ মোট দুজন পরিচালক ব্যতীত সভার কোরাম হবে না ।

যদি কমিটি মনে করেন তবে, উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হেড অফ ফিন্যান্স এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যোগদান করবেন । বহিঃস্থ নিরীক্ষক সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত সভায় অডিট ঝুঁকি, প্লানিং এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করা হয় । কোম্পানি সচিব অডিট কমিটিরও সচিব হিসেবে গণ্য হবে ।

নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

নিরীক্ষা কমিটির সনদে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী নিরীক্ষা কমিটি দায়িত্ব পালন করেন । নিরীক্ষা কমিটি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন । নিরীক্ষা কমিটি তাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিনিয়ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের পরামর্শ প্রদান করেন । অডিট কমিটির সদস্যরা যথাযথভাবে অবহিত করেন:

- বহিঃস্থ নিরীক্ষক হিসাবরক্ষণ নীতিমালা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণসমূহ, আইন ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষের সংবিধিবদ্ধ বিধি-বিধানসমূহের পরিপালন, বাংলাদেশ হিসাবরক্ষণ বিধির পরিপালন এবং আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশের যথোপযুক্ততার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন । উক্ত কমিটি নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করেন ।
- হেড অফ ফিন্যান্স পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানির আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন ।

যথোপযুক্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর নিরীক্ষা কমিটি এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াসমূহ যথাস্থানে পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান, যা এই মর্মে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান করে যে কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থার ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

নিরীক্ষা কমিটির পক্ষে,

পারভীন মাহমুদ
চেয়ারপারসন, নিরীক্ষা কমিটি
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/ সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৮/১৩৪/প্রশাসন/৪৪ তারিখ: ৭ আগস্ট ২০১২ ("কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা বিষয়ক নিদের্শনা") অনুযায়ী জারিকৃত কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা বিষয়ক নির্দেশনার শর্তসমূহ কোম্পানি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে সমাপ্ত বছরে পরিপালন করেছে কিনা সে ব্যাপারে সনদ প্রদানের লক্ষে আমরা উক্ত বিষয়াদি যাচাই করেছি ।

পূর্বল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালনের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার পাশাপাশি উক্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রদানের দায়ভার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ।

উক্ত সার্টিফিকেট প্রদানের অনুকূলে আমাদের পরিচালিত নিরীক্ষাসমূহ মূলত কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার শর্তসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষে কোম্পানি কর্তৃক গ্রহীত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও সেগুলো বাস্তবায়নের অনুকূলে কার্যক্রমসমূহ যাচাই বাছাই করা এবং প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও গৃহীত তথ্য উপস্থাপনের ভিত্তিতে সংযুক্ত বিবরণীতে উক্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনের প্রকৃত অবস্থার উপর সঠিক প্রতিবেদন প্রদান করা অবধি সীমিত ছিল ।

আমাদের জ্ঞাত অনুসারে সবচেয়ে সঠিক তথ্য এবং আমাদের নিকট উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্যাদির ব্যাখ্যার আলোকে আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, উক্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনের প্রকৃত অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী উপরোল্লিখিত বিসেক (BSEC) প্রজ্ঞাপন, তারিখ : ৭ আগষ্ট, ২০১২-তে বর্ণিত কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত শর্তাবলী কোম্পানি সঠিকভাবে পরিপালন করেছে ।

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণীর প্রতিবেদন

আমরা এতদসঙ্গে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোর (এরপর 'গ্রুপ' নামেও অভিহিত) আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করেছি । আর্থিক বিবরণীগুলোর মধ্যে রয়েছে: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিবরণী, এবং সেই তারিখে সমাপ্ত বছরের কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তন বিবরণী এবং নগদ অর্থ প্রবাহ বিবরণী । প্রতিবেদনে আরো সন্নিবেশিত হয়েছে এই প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক তথ্য এবং সকল আর্থিক বিবরণীসমূহের একত্রিত রূপ ।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত মানসমূহ (Bangladesh Financial Reporting Standards), অনুসরণে কোম্পানির কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করার এবং সেগুলো নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এই দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে: প্রতারণা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য (material misstatement) থেকে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন ।

নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

আমাদের দায়িত্ব হলো নিরীক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির উপরোক্ত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রদান করা । আমরা বাংলাদেশ নিরীক্ষাকর্ম পরিচালনা মানসমূহ (Bangladesh Standards on Auditing) অনুসরণে আমাদের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেছি । এইসব মান অনুযায়ী আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট নৈতিক শর্তসমূহ পরিপালন করতে হয় এবং উক্ত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহে কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য রয়েছে কি না সেই মর্মে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা পাওয়ার লক্ষে আমাদেরকে নিরীক্ষা কাজ পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করতে হয় ।

কোনো কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করার কাজে, সেই বিবরণীতে অর্থের যেসব পরিমাণ উল্লিখিত থাকে এবং যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় সেগুলো নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আবশ্যক প্রমাণাদি পেতে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় । নিরীক্ষায় কোন কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার নির্বাচন নির্ভর করে আমাদের উপর এবং, সেই সাথে, কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীতে প্রতারণা কিংবা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য থাকার ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর । এই ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠানের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নেই যাতে করে পরিস্থিতি অনুসারে আমরা যথাযথ নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারি; উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর সে বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশের জন্য আমরা তা বিবেচনায় নেই না । প্রতিষ্ঠান যেসব হিসাবরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে সেগুলোর যথার্থতা এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যেসব হিসাবরক্ষণমূলক প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্যতা মূল্যায়নও নিরীক্ষা কাজের অন্তর্ভুক্ত । সেই সাথে, নিরীক্ষায় কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনও মূল্যায়ন করা হয় ।

আমরা বিশ্বাস করি, কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার জন্য যেসব প্রমাণাদি পেয়েছি সেগুলো আমাদের প্রদত্ত নিরীক্ষা মতামতের ভিত্তি গঠনে যথেষ্ট ও যথার্থ ।

মতামত

আমাদের মতে, বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRSs) প্রস্তুতকৃত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি এবং সে সময়ের মধ্যে সমাপ্ত বছরের গ্রুপের কার্যক্রম ও নগদ প্রবাহের ফলাফলের আলোকে প্রাপ্ত কোম্পানি অবস্থার একটি সত্য এবং নিরপেক্ষ প্রতিবেদন ।

অন্যান্য বিষয়াদি

কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ অবধি অন্য একজন নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয় । উক্ত নিরীক্ষক উক্ত বিবরণীসমূহের বিষয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে অপরিবর্তিত মতামত ব্যক্ত করেন ।

প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

- আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি ।
- আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে ।
- কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং
- যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা গ্রুপের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে ।

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস১২৭

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর প্রতিবেদন

আমরা এতদসঙ্গে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর (এরপর 'কোম্পানি' নামেও অভিহিত) আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করেছি । আর্থিক বিবরণীগুলোর মধ্যে রয়েছে: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিবরণী, এবং সেই তারিখে সমাপ্ত বছরের লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তন বিবরণী এবং নগদ অর্থ প্রবাহ বিবরণী । প্রতিবেদনে আরো সন্নিবেশিত হয়েছে এই প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক তথ্য এবং সকল আর্থিক বিবরণীসমূহের একত্রিত রূপ ।

আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত মানসমূহ (Bangladesh Financial Reporting Standards), অনুসরণে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করার এবং সেগুলো নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এই দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে: প্রতারণা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য (material misstatement) থেকে আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন ।

নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

আমাদের দায়িত্ব হলো নিরীক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির উপরোক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রদান করা । আমরা বাংলাদেশ নিরীক্ষাকর্ম পরিচালনা মানসমূহ (Bangladesh Standards on Auditing) অনুসরণে আমাদের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেছি । এইসব মান অনুযায়ী আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট নৈতিক শর্তসমূহ পরিপালন করতে হয় এবং উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য রয়েছে কি না সেই মর্মে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা পাওয়ার লক্ষে আমাদেরকে নিরীক্ষা কাজ পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করতে হয় ।

কোনো আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করার কাজে, সেই বিবরণীতে অর্থের যেসব পরিমাণ উল্লিখিত থাকে এবং যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় সেগুলো নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আবশ্যক প্রমাণাদি পেতে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় । নিরীক্ষায় কোন কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার নির্বাচন নির্ভর করে আমাদের উপর এবং, সেই সাথে, আর্থিক বিবরণীতে প্রতারণা কিংবা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য থাকার ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর । এই ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নেই যাতে করে পরিস্থিতি অনুসারে আমরা যথাযথ নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারি; উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর সে বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশের জন্য আমরা তা বিবেচনায় নেই না । প্রতিষ্ঠান যেসব হিসাবরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে সেগুলোর যথার্থতা এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যেসব হিসাবরক্ষণমূলক প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্যতা মূল্যায়নও নিরীক্ষা কাজের অন্তর্ভুক্ত । সেই সাথে, নিরীক্ষায় আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনও মূল্যায়ন করা হয় ।

আমরা বিশ্বাস করি, কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার জন্য যেসব প্রমাণাদি আমরা পেয়েছি সেগুলো আমাদের প্রদত্ত নিরীক্ষা মতামতের ভিত্তি গঠনে যথেষ্ট ও যথার্থ ।

মতামত

আমাদের মতে, বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRSs) প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি এবং সে সময়ের মধ্যে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির কার্যক্রম ও নগদ প্রবাহের ফলাফলের আলোকে প্রাপ্ত কোম্পানি অবস্থার একটি সত্য এবং নিরপেক্ষ প্রতিবেদন ।

অন্যান্য বিষয়াদি

কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ অবধি অন্য একজন নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয় । উক্ত নিরীক্ষক উক্ত বিবরণী সমূহের বিষয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে অপরিবর্তিত মতামত ব্যক্ত করেন ।

প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

- আমাদের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি ।
- আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে ।
- কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং
- যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা কোম্পানির ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে ।

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		৩১ ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তিসমূহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	২১	১,৯১৪,৪০৫	১,৫৩৫,১৪৫
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	২২	৩৪,৬১৮	৪৩,২০৭
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	৪৯,০৯৪	৭৫,৬৪৭
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		১,৯৯৮,১১৭	১,৬৫৩,৯৯৯
মজুদ সামগ্রী	১৫	৬৫২,৫৬১	৭২৭,৯২৪
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	৪৩৫,২৩৫	৪৭০,৯৫৫
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	১৯৩,০০১	১৩৯,৭৫২
বিনিয়োগ	১৮	৬০,০০০	-
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯(ক)	৭৮৫,১৮৭	৮১৩,৭৭৮
চলতি সম্পত্তিসমূহ		২,১২৫,৯৮৪	২,১৫২,৪০৯
মোট সম্পত্তিসমূহ		৪,১২৪,১০১	৩,৮০৬,৪০৮
ইক্যুইটি			
শেয়ার মূলধন	২৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ		২০,১৭৪	২০,১৭৪
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল		২,৬১৩,২৮১	২,৪৩৪,৬৯৭
কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য ইক্যুইটি	২৩	২,৭৮৫,৬৩৮	২,৬০৭,০৫৪
নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত সুদ	৩৯	২	২
মোট ইক্যুইটি		২,৭৮৫,৬৪০	২,৬০৭,০৫৬
দায়সমূহঃ			
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	২৪	১২১,৯৬২	১৮৩,৮৬৪
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৪.২	১৩৩,৫৬১	১১৫,৭৭৫
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	২১১,৪২৩	২০৭,১১৬
যে দায়সমূহ চলতি নহে		৪৬৬,৯৪৬	৫০৬,৭৫৫
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়	২৬(ক)	৭১৯,০০৬	৫২৮,৫২৯
খরচ বাবদ বরাদ্দ	২৭(ক)	৭০,২৫৯	৫৯,৭২১
চলতি কর দায়সমূহ	২৮(ক)	৮২,২৫০	১০৪,৩৪৭
চলতি দায়সমূহ		৮৭১,৫১৫	৬৯২,৫৯৭
মোট দায়সমূহ		১,৩৩৮,৪৬১	১,১৯৯,৩৫২
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		৪,১২৪,১০১	৩,৮০৬,৪০৮

১-৪৪ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরি	**ইরফান এস মতিন**	**মোঃ আনিসুজ্জামান**	**রহমান রহমান হক**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	কোম্পানি সচিব	চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
রেভিনিউ	৬	৩,৯৩৩,১৮৫	৩,৯৮৪,৪৮২
বিক্রিত পণ্যের খরচ	৭	(২,২৪৩,৭৬৭)	(২,৪০০,৯২৫)
মোট মুনাফা		১,৬৮৯,৪১৮	১,৫৮৩,৫৫৭
অন্যান্য বাবদ আয়	৯	১৮,৩৬১	১,৬১১
পরিচালনা ব্যয়	৮(ক)	(৮০১,৭৫৪)	(৭১৭,০৯৪)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		৯০৬,০২৫	৮৬৮,০৭৪
অর্থায়ন হতে নীট আয়	১০	২১,৫৮৪	২৭,৬৩০
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা		৯২৭,৬০৯	৮৯৫,৭০৪
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল	১২	(৪৬,৩৮৬)	(৪৪,৭৯১)
কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা		৮৮১,২২৩	৮৫০,৯১৩
আয়কর বাবদ খরচ	১৪	(২৩০,৮৭২)	(২৩০,৯০৩)
মুনাফা		৬৫০,৩৫১	৬২০,০১০
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়		-	-
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		৬৫০,৩৫১	৬২০,০১০
মুনাফা হতে অর্জন:			
কোম্পানির মালিকানা		৬৫০,৩৫১	৬২০,০১০
অনিয়ন্ত্রিত সুদসমূহ	৩৯	-	-
		৬৫০,৩৫১	৬২০,০১০
শেয়ারপ্রতি আয়:			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	১১(ক)	৪২.৭৪	৪০.৭৪

১-৪৪ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরি
সভাপতি

ইরফান এস মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিসুজ্জামান
কোম্পানি সচিব

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

	কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর অনুকূলে অর্জন					
	শেয়ার মূলধন	পুনঃমূল্যায়ন খাত	সংরক্ষিত তহবিল	মোট	অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ	মোট ইক্যুইটি
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১ জানুয়ারি ২০১৫-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	২,৪৩৪,৬৯৭	২,৬০৭,০৫৪	২	২,৬০৭,০৫৬
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬৫০,৩৫১	৬৫০,৩৫১	-	৬৫০,৩৫১
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৪	-	-	(১৬৭,৪০১)	(১৬৭,৪০১)	-	(১৬৭,৪০১)
অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৫	-	-	(৩০৪,৩৬৬)	(৩০৪,৩৬৬)	-	(৩০৪,৩৬৬)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	২০,১৭৪	২,৬১৩,২৮১	২,৭৮৫,৬৩৮	২	২,৭৮৫,৬৪০
১ জানুয়ারি ২০১৪-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	২,২৮৬,৪৫৪	২,৪৫৮,৮১১	২	২,৪৫৮,৮১৩
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬২০,০১০	৬২০,০১০	-	৬২০,০১০
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৩	-	-	(১৬৭,৪০১)	(১৬৭,৪০১)	-	(১৬৭,৪০১)
অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৪	-	-	(৩০৪,৩৬৬)	(৩০৪,৩৬৬)	-	(৩০৪,৩৬৬)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	২০,১৭৪	২,৪৩৪,৬৯৭	২,৬০৭,০৫৪	২	২,৬০৭,০৫৬

১-৪৪ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

		৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
গ্রাহকদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি		৩,৯৯১,৯৫০	৩,৮৯৭,৪৬৭
অন্যান্য গ্রহণ/(প্রদান)		(৪৫,৫৬৯)	২০,২৮৪
কর্মচারি ও সরবরাহকারিদের নগদ অর্থ প্রদান		(২,৬৮৯,৪৮১)	(২,৯২৭,০০৫)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন		১,২৫৬,৯০০	৯৯০,৭৪৬
আয়কর প্রদান		(২৩৫,১৮৩)	(২৪০,৭৩৫)
সুদ প্রদান		(৯৭)	(১,২৮৮)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল		১,০২১,৬২০	৭৪৮,৭২৩
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভূত বাবদ প্রদান		(৫৫৮,৫৪৮)	(২০০,৫১৩)
একীভূত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান		(২৩৬)	(৬,৮৭২)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা		১৩,৭৬৭	৭৮৪
স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ		(৬০,০০০)	-
সুদ বাবদ আয়		২১,৮১৬	২৫,৮০৬
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(৫৮৩,২০১)	(১৮০,৭৯৫)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
লভ্যাংশ প্রদান		(৪৬৭,০১০)	(৪৬২,৪৪২)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(৪৬৭,০১০)	(৪৬২,৪৪২)
নীট (হ্রাস)/বৃদ্ধি নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ		(২৮,৫৯১)	১০৫,৪৮৬
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-১ জানুয়ারি		৮১৩,৭৭৮	৭০৮,২৯২
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-৩১ ডিসেম্বর		৭৮৫,১৮৭	৮১৩,৭৭৮

১-৪৪ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		৩১ ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তিসমূহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	২১	১,৯১৪,৪০৫	১,৫৩৫,১৪৫
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	২২	৩৪,৬১৮	৪৩,২০৭
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	২০	৪০	৪০
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	৪৯,০৯৪	৭৫,৬৪৭
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		১,৯৯৮,১৫৭	১,৬৫৪,০৩৯
মজুদ সামগ্রী	১৫	৬৫২,৫৬১	৭২৭,৯২৪
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	৪৩৫,২৩৫	৪৭০,৯৫৫
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	১৯৩,০০১	১৩৯,৭৫২
বিনিয়োগ	১৮	৬০,০০০	-
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	৭৮৫,১৬৭	৮১৩,৭৫৮
চলতি সম্পত্তিসমূহ		২,১২৫,৯৬৪	২,১৫২,৩৮৯
মোট সম্পত্তিসমূহ		৪,১২৪,১২১	৩,৮০৬,৪২৮
ইক্যুইটি			
শেয়ার মূলধন	২৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ		২০,১৭৪	২০,১৭৪
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল		২,৬১৩,২০৭	২,৪৩৪,৫০৩
মোট ইক্যুইটি		২,৭৮৫,৫৬৪	২,৬০৬,৮৬০
দায়সমূহ:			
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	২৪	১২১,৯৬২	১৮৩,৮৬৪
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৪.২	১৩৩,৫৬১	১১৫,৭৭৫
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	২১১,৪২৩	২০৭,১১৬
যে দায়সমূহ চলতি নহে		৪৬৬,৯৪৬	৫০৬,৭৫৫
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়	২৬	৭১৯,৩৯৮	৫২৯,০২১
খরচ বাবদ বরাদ্দ	২৭	৬৯,৯৬৮	৫৯,৪৫০
চলতি কর দায়সমূহ	২৮	৮২,২৪৫	১০৪,৩৪২
চলতি দায়সমূহ		৮৭১,৬১১	৬৯২,৮১৩
মোট দায়সমূহ		১,৩৩৮,৫৫৭	১,১৯৯,৫৬৮
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		৪,১২৪,১২১	৩,৮০৬,৪২৮

১-৪৪ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরি	**ইরফান এস মতিন**	**মো: আনিসুজ্জামান**	**রহমান রহমান হক**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	কোম্পানি সচিব	চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
রেভিনিউ	৬	৩,৯৩৩,১৮৫	৩,৯৮৪,৪৮২
বিক্রিত পণ্যের খরচ	৭	(২,২৪৩,৭৬৭)	(২,৪০০,৯২৫)
মোট মুনাফা		১,৬৮৯,৪১৮	১,৫৮৩,৫৫৭
অন্যান্য আয়	৯	১৮,৩৬১	১,৬১১
পরিচালনা ব্যয়	৮	(৮০১,৬৩৪)	(৭১৬,৯৭২)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		৯০৬,১৪৫	৮৬৮,১৯৬
অর্থায়ন হতে নীট আয়	১০	২১,৫৮৪	২৭,৬৩০
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা		৯২৭,৭২৯	৮৯৫,৮২৬
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	১২	(৪৬,৩৮৬)	(৪৪,৭৯১)
কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা		৮৮১,৩৪৩	৮৫১,০৩৫
আয়কর বাবদ খরচ	১৪	(২৩০,৮৭২)	(২৩০,৯০৩)
মুনাফা		৬৫০,৪৭১	৬২০,১৩২
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়		-	-
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		৬৫০,৪৭১	৬২০,১৩২
শেয়ারপ্রতি আয়			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	১১	৪২.৭৪	৪০.৭৫

১-৪৪ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরি	**ইরফান এস মতিন**	**মো: আনিসুজ্জামান**	**রহমান রহমান হক**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	কোম্পানি সচিব	চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

	শেয়ার মূলধন	পুনঃমূল্যায়ন খাত	সংরক্ষিত তহবিল	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১ জানুয়ারি ২০১৫-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	২,৪৩৪,৫০৩	২,৬০৬,৮৬০
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬৫০,৪৭১	৬৫০,৪৭১
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৪	-	-	(১৬৭,৪০১)	(১৬৭,৪০১)
অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৫	-	-	(৩০৪,৩৬৬)	(৩০৪,৩৬৬)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	২০,১৭৪	২,৬১৩,২০৭	২,৭৮৫,৫৬৪
১ জানুয়ারি ২০১৪-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	২,২৮৬,১৩৮	২,৪৫৮,৪৯৫
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬২০,১৩২	৬২০,১৩২
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৩	-	-	(১৬৭,৪০১)	(১৬৭,৪০১)
অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৪	-	-	(৩০৪,৩৬৬)	(৩০৪,৩৬৬)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	২০,১৭৪	২,৪৩৪,৫০৩	২,৬০৬,৮৬০

১-৪৪ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

		৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
গ্রাহকদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি		৩,৯৯১,৯৫০	৩,৮৯৭,৪৬৭
অন্যান্য গ্রহণ/(প্রদান)		(৪৫,৫৬৯)	২০,২৮৪
কর্মচারি ও সরবরাহকারিদের নগদ অর্থ প্রদান		(২,৬৮৯,৩৮১)	(২,৯২৭,০০৫)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন		১,২৫৭,০০০	৯৯০,৭৪৬
আয়কর প্রদান		(২৩৫,১৮৩)	(২৪০,৭৩৫)
সুদ প্রদান		(৯৭)	(১,২৮৮)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল		১,০২১,৭২০	৭৪৮,৭২৩
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভূত বাবদ প্রদান		(৫৫৮,৫৪৮)	(২০০,৫১৩)
একীভূত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান		(২৩৬)	(৬,৮৭২)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা		১৩,৭৬৭	৭৮৪
স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ		(৬০,০০০)	-
সুদ বাবদ আয়		২১,৮১৬	২৫,৮০৬
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(৫৮৩,২০১)	(১৮০,৭৯৫)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে প্রদান		(১০০)	-
লভ্যাংশ প্রদান		(৪৬৭,০১০)	(৪৬২,৪৪২)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(৪৬৭,১১০)	(৪৬২,৪৪২)
নীট (হ্রাস)/বৃদ্ধি নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ		(২৮,৫৯১)	১০৫,৪৮৬
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-১ জানুয়ারি		৮১৩,৭৫৮	৭০৮,২৭২
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-৩১ ডিসেম্বর		৭৮৫,১৬৭	৮১৩,৭৫৮

১-৪৪ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

হিসাবের টীকাসমূহ

২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

১. প্রতিবেদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

১.১ কোম্পানির পরিচিতি
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানি এবং কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯১৩-এর (কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪ এর পরিবর্ধন) আওতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তর্ভূক্ত হয় । ১৯৭৬ সালে কোম্পানিটি শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় । কোম্পানিটি ১৯৭৬ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) ও ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) উভয়েরই শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান । এর নিবন্ধীকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা হলো ২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮, বাংলাদেশ । শুরু হতেই লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড এর একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি । জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি (Linde AG) যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-এর সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী । বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি । সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে । উভয় সাবসিডিয়ারি কোম্পানিদ্বয় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে ।
কোম্পানি এবং এর সাবসিডিয়ারি (একত্রে 'গ্রুপ' বোঝানো হয়েছে) নিয়ে এই কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে ।

১.২ ব্যবসার প্রকৃতি
কোম্পানির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত ও চিকিৎসা, গ্যাস, ওয়েল্ডিং সরঞ্জামাদি ও পণ্যসমূহ, এ্যানেসথেসিয়া ও সহায়ক সরঞ্জামাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করা । সিলিন্ডার ভাড়া ও গ্রাহকদের কর্মস্থলে ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটর স্থাপন কার্যক্রম হতেও কোম্পানি আয় করে থাকে ।

২. অনুসৃত বিধির বিবরণ

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ (কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণসহ) চলমান নীতি অনুসরণে হিসাবরক্ষণ কার্যের বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRS), এবং এই বিবরণী কোম্পানির আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ এবং বাংলাদেশর প্রযোজ্য অন্যান্য আইন মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে ।
আলোচ্য বছরে আর্থিক প্রতিবেদন আইন ২০১৫ (FRA) বলবৎ করা হয় । এফআরএ-এর আওতায় আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক পরিষদ (FRC) গঠন করতে হবে এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানির মত জনস্বার্থ বিষয়ক সংস্থাসমূহের জন্য আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক বিধিসমূহ জারী করতে হবে । যেহেতু এফআরসি এখনো গঠিত হয়নি এবং সেই সুবাদে এফআরএ অনুযায়ী কোন আর্থিক বিবরণী বিষয়ক বিধিসমূহ জারী করা হয়নি, সেজন্য বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (BFRS) এবং কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে ।
আর্থিক বিবরণীসমূহ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রকাশ করার জন্য কোম্পানি পরিচালকমন্ডলী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ।
আলোচ্য বছরে গৃহীত পরিবর্তনসমূহসহ, যদি থাকে, কোম্পানির হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সমূহের বিস্তারিত তথ্য টীকা ৪৩ এবং ৪৪ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

৩. আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপন এবং ব্যবহারিক মুদ্রা

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশীয় মুদ্রায় (টাকা) যাহা কোম্পানির ব্যবহারিক ও উপস্থাপন উভয়ই মুদ্রায় । বর্ণিত ব্যতীত এই আর্থিক বিবরণীসমূহের সংখ্যাগুলি নিকটতম হাজার টাকার হিসাবের অংক দেখানো হয়েছে, যদি অন্য কোনরকম নির্দেশনা না থাকে ।

৪. আনুমানিক বিবেচনাসমূহ ও হিসাবাদি ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের লক্ষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগের পাশাপাশি সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়সমূহের প্রতিবেদিত পরিমাণকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের বিবেচনা আনুমানিক হিসাব ও ধারণাকে কাজে লাগাতে হয় । আনুমানিক হিসাবাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ চলমান ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করা হয় । ভবিষ্যতে হিসাবে পুনঃপরীক্ষা স্বীকৃত হবে ।

(ক) বিচার-বিশ্লেষণ
আর্থিক বিবরণীসমূহে স্বীকৃত অর্থের পরিমানের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এমন হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত বিচার-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

টীকা নং-৩৮: কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারাসমূহ – ইজারাদার হিসেবে ইজারাসমূহ

(খ) আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি
আর্থিক বিবরণীসমূহে আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি বড় ধরনের ঝুঁকি মেটেরিয়াল সমন্বয়ের বিশ্লেষণ তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

টীকা ১৪.২	বিলম্বিত কর দায়সমূহ
টীকা ১৬.১.১	সন্দেহজনক দেনা বাবদ বরাদ্দ
টীকা ২১	সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম-এর ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য
টীকা ২৪.১	গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ
টীকা ২৮	চলতি কর দায়সমূহ

৫. পরিচালনা খাতসমূহ

(ক) খাতসমূহের ভিত্তি
নিম্নে পরিচলনা প্রতিবেদন খাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল:

প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ	কার্যক্রমসমূহ
বাল্ক গ্যাসসমূহ	শিল্পজাত তরল গ্যাসসমূহ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন ও সরবরাহ
প্যাকেজ গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজি এন্ড পি)	শিল্পজাত কমপ্রেসড প্যাকেজড গ্যাসসমূহ ও ওয়েল্ডিং মালামালসমূহ যার আওতায় রয়েছে কমপ্রেসড শিল্পজাত অক্সিজেন, ডিজলভড এ্যাসিটিলিন, নাইট্রোজেন, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ইলেক্ট্রোডসমূহ
হেলথকেয়ার	হেলথকেয়ার খাতসমূহে মেডিক্যাল গ্যাস যেমন, মেডিকেল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড, সিলিন্ডারস ও এক্সেসরিজসমূহ সরবরাহ এবং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন সিস্টেম ও মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সরবরাহ ও স্থাপন সম্পর্কিত সকল ধরনের সেবা

এই তিনটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত হল কোম্পানির কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিট এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন প্রেরণ কাঠামোর ভিত্তিতে এই খাতসমূহের বিষয়ে পৃথকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । প্রতিটি কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিটের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম তিন মাস অন্তর অন্তর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে । কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত খাতভিত্তিক মুনাফার আলোকে সাফল্য বা দক্ষতা পরিমাপ করা হয় । এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহে উক্ত মুনাফার বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা হয় । খাতভিত্তিক আয় এবং কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত মুনাফা দক্ষতা বা সাফল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কারণ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, অন্যান্য যেসকল প্রতিষ্ঠান এসব শিল্প-কারখানার আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেসব প্রতিষ্ঠান বিচারে নির্দিষ্ট কতক খাতের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ।

খ. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রতিটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা হয়েছে । সাফল্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম হতে আগত খাত সংক্রান্ত মুনাফা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে, একই শিল্প কারখানাসমূহে কার্যক্রম পরিচালনারত অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ।

	প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ			টাকা '০০০
	বাল্ক গ্যাসসমূহ	পিজি এন্ড পি	হেলথকেয়ার	মোট
২০১৫				
রেভিনিউ	৩৫১,২৮৩	৩,১০৯,৫৩৭	৪৭২,৩৬৫	৩,৯৩৩,১৮৫
বিক্রিত পণ্যের খরচ	(২০১,০৩১)	(১,৮১৯,৩৮৬)	(২২৩,৩৫০)	(২,২৪৩,৭৬৭)
মোট মুনাফা	১৫০,২৫২	১,২৯০,১৫১	২৪৯,০১৫	১,৬৮৯,৪১৮
পরিচালনা ব্যয়	(১১৭,২৭৪)	(২৫৪,৫৮৫)	(৭৩,৪০৮)	(৪৪৫,২৬৭)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা	৩২,৯৭৮	১,০৩৫,৫৬৬	১৭৫,৬০৭	১,২৪৪,১৫১
২০১৪				
রেভিনিউ	৩৫১,৫৭৮	৩,২০১,৫৭৮	৪৩১,৩২৬	৩,৯৮৪,৪৮২
বিক্রিত পণ্যের খরচ	(২০৩,৮৯৩)	(১,৯৭১,০৯৬)	(২২৫,৯৩৬)	(২,৪০০,৯২৫)
মোট মুনাফা	১৪৭,৬৮৫	১,২৩০,৪৮২	২০৫,৩৯০	১,৫৮৩,৫৫৭
পরিচালনা ব্যয়	(১০৩,০২৬)	(২৯৮,৭৬৭)	(৭৪,০৬৩)	(৪৭৫,৮৫৬)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা	৪৪,৬৫৯	৯৩১,৭১৫	১৩১,৩২৭	১,১০৭,৭০১

গ. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ সংক্রান্ত তথ্য বিএফআরএস পরিমাপের আলোকে উপস্থাপন

		২০১৫	২০১৪
i. রেভিনিউ	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট রেভিনিউ	৫ (খ)	৩,৯৩৩,১৮৫	৩,৯৮৪,৪৮২
অন্যান্য খাতসমূহ হতে রেভিনিউ		-	-
আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত রেভিনিউ		-	-
মোট রেভিনিউ		৩,৯৩৩,১৮৫	৩,৯৮৪,৪৮২
ii. কর পূর্ব মুনাফা			
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা	৫ (খ)	১,২৪৪,১৫১	১,১০৭,৭০১
অন্যান্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা		-	-
আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত মুনাফা		-	-
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয়		(৩৬২,৮০৮)	(২৫৬,৬৬৬)
মোট কর পূর্ব মুনাফা		৮৮১,৩৪৩	৮৫১,০৩৫
iii. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয়			
অন্যান্য আয় (ক্ষতি)	৯	১৮,৩৬১	১,৬১১
কারিগরি সহায়তা ফি	৮	(২২,২১৯)	(২১,৮৮০)
অর্থায়ন হতে আয়	১০	২১,৫৮৪	২৭,৬৩০
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন	১২	(৪৬,৩৮৬)	(৪৪,৭৯১)
অব্যবহৃত কর্পোরেট উপরি ব্যয়		(৩৩৪,১৪৮)	(২১৯,২৩৬)
		(৩৬২,৮০৮)	(২৫৬,৬৬৬)

বর্তমান কোম্পানির আকার ও পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিদিনের বিবেচনায় সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহ গণ্য হবে না । সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে কোন তথ্য প্রকাশ করা হয়নি ।

৬. রেভিনিউ

হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এম) দ্রষ্টব্য

		২০১৫		২০১৪	
	একক	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা
		'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০
এ,এস, ইউ গ্যাসেস	এম^3	১৩,১৩১	৫৯৫,৯৮৮	১৩,১৫৭	৫৭০,৭১৩
ডিজলভ্ এসিটিলিন	এম^3	২৪৮	১৩৩,০১৩	২৮৭	১৫৫,৪২৮
ইলেকট্রোডস	এম টি	২০	২,৬৯১,৮১০	১৯	২,৬৬৫,৬৫৩
অন্যান্য			৫১২,৩৭৪		৫৯২,৬৮৮
			৩,৯৩৩,১৮৫		৩,৯৮৪,৪৮২

		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৭. বিক্রিত পণ্যের খরচ			
প্রারম্ভিক মজুদ উৎপাদন পণ্যের		১৩৮,২৮৫	১৩৫,০৬০
পণ্যের উৎপাদন খরচ	৭.১	২,১৬৩,৬৪৩	২,২৪৮,৯৭৯
উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ		(১৬৫,৭২৪)	(১৩৮,২৮৫)
উৎপাদন পণ্যের বিক্রয় খরচ		২,১৩৬,২০৪	২,২৪৫,৭৫৪
পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ		১০৭,৫৬৩	১৫৫,১৭১
		২,২৪৩,৭৬৭	২,৪০০,৯২৫
৭.১ পণ্যের উৎপাদন খরচ			
কাঁচামাল এবং মোড়কজাত মালামাল	৭.১.১	১,৬২৩,৪৫৪	১,৭২০,৭৪৩
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		১০৭,৩৫৩	৮৫,৩৪০
		১,৭৩০,৮০৭	১,৮০৬,০৮৩
উৎপাদন উপরি খরচ:			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		১৮০,৯৩০	২৩৪,০৪৩
অবচয়		১০২,৪৬৭	১০৯,৮৮৭
যন্ত্রপাতি মেরামত		৬১,৪০৩	৬২,৫০৩
দালান মেরামত		১৭,৯১৭	২,০৮৮
অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ		৩১,৮৬৪	৩,২৩৬
বীমা খরচ		১,০৭১	২,৬৯৭
ভাড়া, অভিকর এবং কর		১,০৮২	১,৬৩২
ভ্রমণ এবং যানবাহন খরচ		১,৪৩০	১,৭৬১
প্রশিক্ষণ খরচ		৫১	৪১
যানবাহন চলাচল খরচ		১,৭৬৫	৪,৭৬০
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		৮৯৬	১,১৬৬
ছাপা, ডাক ও মনোহারী খরচ		৩,০৫৪	৩,০৪৫
আইন ও পেশাদারী ফি		২৫৬	১,৮১৮
পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ		১৮,৫২৭	৪,৬৯৫
বিবিধ ফ্যাক্টরি খরচ		১০,১২৩	৯,৫২৪
		৪৩২,৮৩৬	৪৪২,৮৯৬
		২,১৬৩,৬৪৩	২,২৪৮,৯৭৯

৭.১.১ ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মোড়কজাত সামগ্রী

	একক পরিমাপ	প্রারম্ভিক মজুদ		ক্রয়		সমাপনী মজুদ		ব্যবহার		ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
		'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০	
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	মে.টন	২৪১	১৬,৮২৪	৮৩৩	৫৩,৪৯৮	১৬৭	১১,২৪৯	৯০৭	৫৯,০৭৩	৩.৬৪
ওয়্যার	মে.টন	২,১৪৮	১২৭,৬৩৪	১৬,৬২৪	৭৮২,৮১৪	২,২৩৬	৯৪,০২২	১৬,৫৩৬	৮১৬,৪২৬	৫০.২৯
ব্লেনডেড পাউডার	মে.টন	১,৩১২	১৫১,৫৮০	৩,৫০৪	৩৪৩,৭৯৫	৯০৪	৭৬,৬৩০	৩,৯১১	৪১৮,৭৪৫	২৫.৭৯
অন্যান্য*			৯১,৯৫৪		৩৪৬,৪৫৬		১০৯,২০০		৩২৯,২১০	২০.২৮
২০১৫			৩৮৭,৯৯২		১,৫২৬,৫৬৩		২৯১,১০১		১,৬২৩,৪৫৪	১০০.০০
২০১৪			৩৬৪,০৭৯		১,৭৪৪,৬৫৬		৩৮৭,৯৯২		১,৭২০,৭৪৩	১০০.০০

* অন্যান্যগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় বাজার ও বিদেশ হতে ক্রীত বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, লুবরিকেন্ট এবং প্যাকিং সরঞ্জামাদি ।

	টীকা	২০১৫ টাকা '০০০	২০১৪ টাকা '০০০
৮. পরিচালনা ব্যয়*			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		৩৬৯,৯৭৬	৩১৬,৩১১
অবচয়		৬০,১৫০	৫৪,৬৪৪
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন		৮,৮২৫	৭,৪৪৭
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		২,২৬৬	২,৪০৭
দালান মেরামত		২,২২৫	১,৭৯৯
অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ		১১,০৮৭	৯,৪১০
বীমা		১,২৯৫	১,৩৯০
বিতরণ		১৯৪,১৪৩	১৮১,৯১৩
ভাড়া, অভিকর এবং কর		৫,১৪১	৫,৩৩৬
ভ্রমণ এবং যাতায়াত		১০,৪৫৩	১১,৭০৫
প্রশিক্ষণ		১,৭৭৪	৬৬১
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		১১,২২৪	১১,২৬৩
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস		৩৩,০২৪	৩২,৬৮৫
আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ		১৪,৭৭৩	১৭,৫৯৪
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ		৪,২২৪	৬,৯৭১
বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং চাঁদা		৩,৯৯৮	২,০২৪
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন		১৬,১৯৮	৪,১৭৩
বরাদ্দ (পরিবর্তন)/বাণিজ্য প্রাপ্য		(৮,১৯৮)	২,৩১২
অনাদায়ী দেনার অবলোপন		২,০৬৭	৮৮৮
আইন এবং পেশাদারী খরচ		৬,৪৪৬	৩,২৬৫
কারিগরি সহায়তা ফি		২২,২১৯	২১,৮৮০
অডিট ফি	৮.১	৮২৫	৬৯৪
ব্যাংক চার্জ		৫,৬৮৪	৬,৩৮৬
আপ্যায়ন		৯৫৮	১,০১৫
ব্যবস্থাপনা মিটিং এবং কনফারেন্স খরচ		৭,৯৭৮	৮,০৫৫
বিবিধ অফিস খরচ		১২,৮৭৯	৪,৭৪৪
		৮০১,৬৩৪	৭১৬,৯৭২

* ২০১৫ সালের পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যে বিতরণ খরচ টাকা ২২৯,৯৪৪ হাজার (২০১৪: টাকা ২২৫,৯১০ হাজার) এবং পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যে বিতরণ খরচ, বিপণন ও বিক্রয় খরচ এবং প্রশাসন খরচ টাকা ৫৭১,৬৯০ হাজার (২০১৪: টাকা ৪৯১,০৬২ হাজার) ।

	টীকা	২০১৫ টাকা '০০০	২০১৪ টাকা '০০০
৮(এ) কনসলিডেটেড পরিচালনা ব্যয়			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		৩৬৯,৯৭৬	৩১৬,৩১১
অবচয়		৬০,১৫০	৫৪,৬৪৪
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন		৮,৮২৫	৭,৪৪৭
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		২,২৬৬	২,৪০৭
দালান মেরামত		২,২২৫	১,৭৯৯
অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ		১১,০৮৭	৯,৪১০
বীমা		১,২৯৫	১,৩৯০
বিতরণ		১৯৪,১৪৩	১৮১,৯১৩
ভাড়া, অভিকর এবং কর		৫,১৪১	৫,৩৩৬
ভ্রমণ এবং যাতায়াত		১০,৪৫৩	১১,৭০৫
প্রশিক্ষণ		১,৭৭৪	৬৬১
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		১১,২২৪	১১,২৬৩
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস		৩৩,০২৪	৩২,৬৮৫
আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ		১৪,৭৭৩	১৭,৫৯৪
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ		৪,২২৪	৬,৯৭১
বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং চাঁদা		৩,৯৯৮	২,০২৪
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন		১৬,১৯৮	৪,১৭৩

		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বরাদ্দ (পরিবর্তন)/বাণিজ্য প্রাপ্য		(৮,১৯৮)	২,৩১২
অনাদায়ী দেনার অবলোপন		২,০৬৭	৮৮৮
আইন এবং পেশাদারী খরচ		৬,৫৪৬	৩,৩৫৫
কারিগরি সহায়তা ফি		২২,২১৯	২১,৮৮০
অডিট ফি		৮৪৫	৭২৪
ব্যাংক চার্জ		৫,৬৮৪	৬,৩৮৬
আপ্যায়ন		৯৫৮	১,০১৫
ব্যবস্থাপনা মিটিং এবং কনফারেন্স খরচ		৭,৯৭৮	৮,০৫৫
বিবিধ অফিস খরচ		১২,৮৭৯	৪,৭৪৬
		৮০১,৭৫৪	৭১৭,০৯৪
৮.১ অডিট ফি			
স্ট্যাটুটরি অডিট		৬২৫	৫০০
অন্যান্য অডিট		২০০	১৯৪
		৮২৫	৬৯৪
৯. অন্যান্য আয়			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা/(ক্ষতি)	৯.১	৭,৭৯৮	(২০৬)
নীট বৈদেশিক বিনিময় মুনাফা		১০,৫৬৩	১,৮১৭
		১৮,৩৬১	১,৬১১
৯.১ সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা/(ক্ষতি)			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ	৩১	১৩,৭৬৭	৭৮৪
বাদ: পরিবাহী মূল্য			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের খরচ	৩১	২৮,৩১৯	৩,৯০২
বাদ: সঞ্চিত অবচয়	৩১	২২,৩৫০	২,৯১২
পরিবাহী মূল্য		৫,৯৬৯	৯৯০
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা/(ক্ষতি)		৭,৭৯৮	(২০৬)
১০. অর্থায়ন হতে নীট আয়			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এ,এন) দ্রষ্টব্য			
অর্থায়ন হতে আয়		২১,৬৮১	২৮,৯১৮
আর্থিক ব্যয়		(৯৭)	(১,২৮৮)
		২১,৫৮৪	২৭,৬৩০
১১. শেয়ারপ্রতি আয়			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(পি) দ্রষ্টব্য			
১১.১ শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়			
শেয়ারপ্রতি আয়ের হিসাব নিম্নে দেয়া হলো:			
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০)		৬৫০,৪৭১	৬২০,১৩২
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)		১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS)- টাকা		৪২.৭৪	৪০.৭৫
১১.২ ডাইলিউটেড শেয়ারপ্রতি আয়			
এ বছরের ডাইলিউশনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সুযোগ না থাকার প্রেক্ষিতে শেয়ারপ্রতি কোন ডাইলিউটেড আয় হিসাবের প্রয়োজন নেই । কাজেই শেয়ারপ্রতি মৌলিক এবং ডাইলিউটেড আয় একই রকম ।			
১১(এ) কনসলিডেটেড শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়			
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০)		৬৫০,৩৫১	৬২০,০১০
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)		১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) - টাকা		৪২.৭৪	৪০.৭৪

	টীকা	২০১৫ টাকা '০০০	২০১৪ টাকা '০০০
১২. শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(কে) দ্রষ্টব্য			
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন	১২.১	৪৬,৩৮৬	৪৪,৭৯১
১২.১ শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের হিসাব			
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন পূর্ব মুনাফা		৯২৭,৭২৯	৮৯৫,৮২৬
তহবিলে গঠনের প্রযোজ্য হার		৫%	৫%
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের পরিমাণ		৪৬,৩৮৬	৪৪,৭৯১
১৩. পরিচালকদের পারিশ্রমিক			
ফি		২৫০	৪৮০
বেতন এবং সুবিধা বাবদ		১০,০৫৮	২১,৬৬৩
বাড়ি খরচ		১,২০০	১,৮০০
ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা		২৭২	৪৭৮
অবসর সুবিধাদি		১৬৮	২,০৬৫
		১১,৯৪৮	২৬,৪৮৬
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার খরচের মধ্যে পরিচালকদের পারিশ্রমিক অন্তর্ভূক্ত আছে ।			
১৪. আয়কর বাবদ ব্যয়			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(জে) দ্রষ্টব্য			
লাভ ও লোকসান হিসাবে স্বীকৃত পরিমাণ			
চলতি কর বাবদ ব্যয়			
চলতি বছর		২১২,৯৬৪	২৪২,৬৫৯
পূর্ব বছরের সমন্বয়		১২২	-
		২১৩,০৮৬	২৪২,৬৫৯
বিলম্বিত কর বাবদ (আয়)/ব্যয়			
অস্থায়ী পার্থক্যের উৎপত্তি/(পরিবর্তন)	১৪.২	১৭,৭৮৬	(১১,৭৫৬)
		১৭,৭৮৬	(১১,৭৫৬)
আয়কর বাবদ ব্যয়		২৩০,৮৭২	২৩০,৯০৩
১৪.১ কার্যকরী আয়কর হারের সমন্বয় সাধন			
আয়কর পূর্ব মুনাফা		৮৮১,৩৪৩	৮৫১,০৩৫
কার্যকরী আয়কর হার		২৫%	২৪.৭৫%
আয়কর		২২০,৩৩৬	২১০,৬৩১
বর্তমান সময়ের কর খরচ প্রভাবিত বিষয়গুলি:			
(অতিরিক্ত) হিসাব খরচের উপর এবছরের অবচয় সঞ্চিতি		(১৩,১৩১)	(১০,৫৫৯)
পুরাতন মজুদ বাবদ বরাদ্দ		৪,৬৩২	১,১৬২
অতিরিক্ত গ্রাচুইটি প্রদানের কারণে বাড়তি বরাদ্দ		(১৫,৪৭৬)	২০,৫৮১
বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ খরচ বরাদ্দ/(written back)		(২,০৫০)	৫৭২
অগ্রহণযোগ্য খরচ সমূহ		১৮,৩৭৯	২০,৭৯৫
গ্রহণযোগ্য খরচ সমূহ		-	(৭২৭)
অন্যান্য আয় আলাদাভাবে বিবেচিত		২৭৪	২০৪
পূর্ব বছরের সমন্বয়		১২২	-
পরিবর্তনের সাময়িক পার্থক্য: (ঋণ)/খরচ		১৭,৭৮৬	(১১,৭৫৬)
মোট আয়কর খরচ		২৩০,৮৭২	২৩০,৯০৩
কার্যকরী আয়কর হার (ETR)		২৬.২০%	২৭.১৩%

১৪.২ বিলম্বিত করের উদ্বৃত্তের পরিবর্তন

			৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের		
২০১৫	১ জানুয়ারি এর নীট উদ্বৃত্ত	লাভ লোকসান হিসাবে স্বীকৃত	নীট	বিলম্বিত কর সম্পত্তি সম্পত্তিসমূহ	বিলম্বিত কর সম্পত্তি দায়সমূহ
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	(১৮৩,৬৭৪)	৭,২৩৬	(১৯০,৯১০)	-	(১৯০,৯১০)
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	-	(১,৬৫৬)	১,৬৫৬	১,৬৫৬	-
মজুদ সামগ্রী	১৫,২৩১	(৪,৭৮৬)	২০,০১৭	২০,০১৭	-
বাণিজ্যিক প্রাপ্য	৭,১৬২	১,৯৭৭	৫,১৮৫	৫,১৮৫	-
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	৪৫,৫০৬	১৫,০১৫	৩০,৪৯১	৩০,৪৯১	-
সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ)	(১১৫,৭৭৫)	১৭,৭৮৬	(১৩৩,৫৬১)	৫৭,৩৪৯	(১৯০,৯১০)
২০১৪					
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	(১৭৩,১১৬)	১০,৫৫৮	(১৮৩,৬৭৪)	-	(১৮৩,৬৭৪)
মজুদ সামগ্রী	১৪,০৬৯	(১,১৬২)	১৫,২৩১	১৫,২৩১	-
বাণিজ্যিক প্রাপ্য	৬,৫৮৯	(৫৭৩)	৭,১৬২	৭,১৬২	-
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	২৪,৯২৭	(২০,৫৭৯)	৪৫,৫০৬	৪৫,৫০৬	-
সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ)	(১২৭,৫৩১)	(১১,৭৫৬)	(১১৫,৭৭৫)	৬৭,৮৯৯	(১৮৩,৬৭৪)

১৫. মজুদ সামগ্রী

হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এফ) দ্রষ্টব্য			
কাঁচামাল		২৯১,১০১	৩৮৭,৯৯২
উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ		২৮৬,৪৬৬	২৪৯,৩৯২
চালান অধীন মালামাল		-	৬,৯১৭
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রপাতি		১৫৫,০৬১	১৪৫,১৬৩
পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ	১৫.১	(৮০,০৬৭)	(৬১,৫৪০)
		৬৫২,৫৬১	৭২৭,৯২৪

১৫.১ পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ

১ জানুয়ারির উদ্বৃত্ত		৬১,৫৪০	৫৬,৮৪৫
এ বছরের জন্য বরাদ্দ		১৮,৫২৭	৪,৬৯৫
৩১ ডিসেম্বররের উদ্বৃত্ত		৮০,০৬৭	৬১,৫৪০

মজুদ সামগ্রী অসংখ্য আইটেমের এবং পরিমাপের বৈচিত্র্যময় এককসমূহ বিচারে আইটেমের বিপরীতে মজুদ সামগ্রীর পরিমাণ প্রকাশ করা দূরূহ ব্যাপার ।

		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৬. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্য			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) (ii) দ্রষ্টব্য			
বাণিজ্য প্রাপ্য	১৬.১	৩৭৩,৯০৯	৪৩২,৬৭৪
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য		৩৩,২১৬	১৮,৪৮৫
সুদ প্রাপ্য		২,৯৭৫	৩,১১০
অন্যান্য প্রাপ্য		২৫,১৩৫	১৬,৬৮৬
		৪৩৫,২৩৫	৪৭০,৯৫৫
১৬.১ বাণিজ্য প্রাপ্য			
গ্যাসসমূহ		৯৭,৬৩৬	১৩৫,১১৭
ওয়েল্ডিং		১০১,২৮৭	১৩৪,৯৭৮
হেলথকেয়ার		১৯৫,৭২৪	১৯১,৫১৫
		৩৯৪,৬৪৭	৪৬১,৬১০
বাণিজ্য বাবদ বরাদ্দ	১৬.১.১	(২০,৭৩৮)	(২৮,৯৩৬)
		৩৭৩,৯০৯	৪৩২,৬৭৪

	টীকা	২০১৫ টাকা '০০০	২০১৪ টাকা '০০০
১৬.১.১ বাণিজ্য বাবদ বরাদ্দ			
১ জানুয়ারির উদ্বৃত্ত		২৮,৯৩৬	২৬,৬২৪
বরাদ্দ/(পরিবর্তন) বাণিজ্য প্রাপ্য		(৮,১৯৮)	২,৩১২
৩১ ডিসেম্বররের উদ্বৃত্ত		২০,৭৩৮	২৮,৯৩৬
১৭. অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ			
কর্মচারিদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম		৫৭,১৭২	৮২,৩৪৩
সরবরাহকারীদেরকে প্রদত্ত অগ্রিম		২,২১২	৭,০৫৪
জমা এবং আগাম পরিশোধ		৪৯,৮৫৩	৫৩,৬৩১
চলতি হিসাবে মূল্য সংযোজন কর		১৩২,৮৫৮	৭২,৩৭১
		২৪২,০৯৫	২১৫,৩৯৯
চলতি নহে		৪৯,০৯৪	৭৫,৬৪৭
চলতি		১৯৩,০০১	১৩৯,৭৫২
		২৪২,০৯৫	২১৫,৩৯৯
এই অর্থসমূহ অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, কিন্তু ভাল বলে বিবেচিত ।			
১৮. বিনিয়োগ			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) (iii) দ্রষ্টব্য			
বিনিয়োগকৃত স্থায়ী আমানতের উপর প্রাপ্তি		৬০,০০০	-
১৯. নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) (i) দ্রষ্টব্য			
নগদ তহবিল		২,৩১৯	২,২৩৭
ব্যাংকে গচ্ছিত		৪৩০,৮৯০	৩৩৩,২৯৬
ব্যাংকে স্থায়ী গচ্ছিত		৩৫১,৯৫৮	৪৭৮,২২৫
		৭৮৫,১৬৭	৮১৩,৭৫৮
১৯(ক) কনসলিডেটেড নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ			
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড		৭৮৫,১৬৭	৮১৩,৭৫৮
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড		-	-
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড		২০	২০
		৭৮৫,১৮৭	৮১৩,৭৭৮
২০. সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ			
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড		২০	২০
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড		২০	২০
		৪০	৪০

এই হিসাবে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেডের ১৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০০/= টাকা এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেডের ১৯৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০/= টাকা করে কোম্পানির নামে প্রতীয়মান হয়েছে । এই সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সমাপ্ত বছরে যথাক্রমে টা: ৬০,০০০ এবং ৬০,০০০ লোকসান করে ।

২১. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(বি) (ডি) দ্রষ্টব্য

পরিবাহী মূল্যের সমন্বয় সাধন

বিবরণ	লাখেরাজ ভূমি	লাখেরাজ দালান	ইজারাকৃত ভূমির দালান	প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও সিলিন্ডারস্	মোটর গাড়ী	আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
(ক) ক্রয়মূল্য									
১ জানুয়ারি ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	৩৫,৫৩৪	৩৪৩,১১০	১০৮,৩৭৮	২,৬০৯,৯৯১	১০০,৭৮৯	৭৫,৭৭৮	৪৫,১৮১	৬৯,৯৬৯	৩,৩৮৮,৭৩০
সংযোজন	-	১০,১৫৫	-	১৬৩,১৭৬	-	-	৩,৯৬৫	৫৪৭,৮৪৬	৭২৫,১৪২
বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(২০,২৮৯)	(৭,৬০৩)	(৪২৭)	-	(১৭৭,২৯৪)	(২০৫,৬১৩)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	৩৫,৫৩৪	৩৫৩,২৬৫	১০৮,৩৭৮	২,৭৫২,৮৭৮	৯৩,১৮৬	৭৫,৩৫১	৪৯,১৪৬	৪৪০,৫২১	৩,৯০৮,২৫৯
১ জানুয়ারি ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	৩৫,৫৩৪	৩০৯,০৪৬	১০৮,৩৭৮	২,৫০১,২০২	৭৯,২১৬	৬৯,৮৮১	৩৯,৭৩৪	৫৭,৯৬৭	৩,২০০,৯৫৮
সংযোজন	-	৩৪,০৬৪	-	১১২,৫৯১	২১,৫৭৩	৫,৮৯৭	৫,৫৪৭	১৯১,৬৭৪	৩৭১,৩৪৬
বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(৩,৮০২)	-	-	(১০০)	(১৭৯,৬৭২)	(১৮৩,৫৭৪)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	৩৫,৫৩৪	৩৪৩,১১০	১০৮,৩৭৮	২,৬০৯,৯৯১	১০০,৭৮৯	৭৫,৭৭৮	৪৫,১৮১	৬৯,৯৬৯	৩,৩৮৮,৭৩০
সঞ্চিত অবচয়									
১ জানুয়ারি ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	-	৭০,১৬২	৩০,১৪০	১,৬১৪,১২১	৫২,৫০১	৫৬,৪০৩	৩০,৪৩৯	-	১,৮৫৩,৭৬৬
অবচয়	-	৯,৪৪৭	৩,২৭৭	১২৪,৮৫০	১৪,৭০৯	৪,৩০৫	৬,০১৮	-	১৬২,৬০৬
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(১৫,৩৩১)	(৬,৮৮৭)	(১৩২)	-	-	(২২,৩৫০)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	-	৭৯,৬০৯	৩৩,৪১৭	১,৭২৩,৬৪০	৬০,৩২৩	৬০,৫৭৬	৩৬,৪৫৭	-	১,৯৯৪,০২২
১ জানুয়ারি ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	-	৬১,১৮৫	২৬,৮৬২	১,৪৮৮,৪৫৫	৪০,১১০	৫১,২৯৩	২৪,২৭২	-	১,৬৯২,১৭৭
এ বছরের খরচ	-	৮,৯৭৭	৩,২৭৮	১২৮,৫৩৪	১২,৩৯১	৫,১১০	৬,২১২	-	১৬৪,৫০২
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(২,৮৬৮)	-	-	(৪৫)	-	(২,৯১৩)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	-	৭০,১৬২	৩০,১৪০	১,৬১৪,১২১	৫২,৫০১	৫৬,৪০৩	৩০,৪৩৯	-	১,৮৫৩,৭৬৬
(খ) পুনঃমূল্যায়ন									
১ জানুয়ারি ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	১৪৭	১৭৬	১৯,৮৫১	-	-	-	-	-	২০,১৭৪
সংযোজন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	১৪৭	১৭৬	১৯,৮৫১	-	-	-	-	-	২০,১৭৪
১ জানুয়ারি ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	১৪৭	১৭৬	১৯,৮৫১	-	-	-	-	-	২০,১৭৪
সংযোজন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	১৪৭	১৭৬	১৯,৮৫১	-	-	-	-	-	২০,১৭৪
সঞ্চিত অবচয়									
১ জানুয়ারি ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	-	১৪৪	১৯,৮৫১	-	-	-	-	-	১৯,৯৯৫
অবচয়	-	১১	-	-	-	-	-	-	১১
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	-	১৫৫	১৯,৮৫১	-	-	-	-	-	২০,০০৬
১ জানুয়ারি ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	-	১৩৩	১৯,৮৩৩	-	-	-	-	-	১৯,৯৬৬
এ বছরের খরচ	-	১১	১৮	-	-	-	-	-	২৯
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	-	১৪৪	১৯,৮৫১	-	-	-	-	-	১৯,৯৯৫
পরিবাহী মূল্য (ক+খ)									
১ জানুয়ারি ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	৩৫,৬৮১	২৪৭,৯০৪	৮১,৫৩৪	১,০১২,৭৪৭	৩৯,১০৬	১৮,৫৮৮	১৫,৪৬২	৫৭,৯৬৭	১,৫০৮,৯৮৯
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	৩৫,৬৮১	২৭২,৯৮০	৭৮,২৩৮	৯৯৫,৮৭০	৪৮,২৮৮	১৯,৩৭৫	১৪,৭৪২	৬৯,৯৬৯	১,৫৩৫,১৪৫
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	৩৫,৬৮১	২৭৩,৬৭৭	৭৪,৯৬১	১,০২৯,২৩৮	৩২,৮৬৩	১৪,৭৭৫	১২,৬৮৯	৪৪০,৫২১	১,৯১৪,৪০৫

	২০১৫	২০১৪
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২১.১ এ বছরের অবচয় বরাদ্দ		
বিক্রিত পণ্যের খরচ	১০২,৪৬৭	১০৯,৮৮৭
পরিচালনা ব্যয়	৬০,১৫০	৫৪,৬৪৪
	১৬২,৬১৭	১৬৪,৫৩১

২২. অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ

হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(সি) দ্রষ্টব্য

	সফট্ওয়্যার	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
মূল্য	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১ জানুয়ারি ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	৭৪,৩২০	-	৭৪,৩২০
সংযোজন	২৩৬	২৩৬	৪৭২
হস্তান্তর	-	(২৩৬)	(২৩৬)
সমন্বয়	(৮,০১৭)	-	(৮,০১৭)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	৬৬,৫৩৯	-	৬৬,৫৩৯
১ জানুয়ারি ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	৬৭,৪৪৮	-	৬৭,৪৪৮
সংযোজন	৬,৮৭২	৬,৮৭২	১৩,৭৪৪
হস্তান্তর	-	(৬,৮৭২)	(৬,৮৭২)
সমন্বয়	-	-	-
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	৭৪,৩২০	-	৭৪,৩২০
সঞ্চিত অ্যামোরটাইজেশন			
১ জানুয়ারি ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	৩১,১১৩	-	৩১,১১৩
অ্যামোরটাইজেশন	৮,৮২৫	-	৮,৮২৫
সমন্বয়	(৮,০১৭)	-	(৮,০১৭)
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর উদ্বৃত্ত	৩১,৯২১	-	৩১,৯২১
১ জানুয়ারি ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	২৩,৬৬৭	-	২৩,৬৬৭
অ্যামোরটাইজেশন	৭,৪৪৬	-	৭,৪৪৬
সমন্বয়	-	-	-
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর উদ্বৃত্ত	৩১,১১৩	-	৩১,১১৩
পরিবাহী মূল্য			
১ জানুয়ারি ২০১৪	৪৩,৭৮১	-	৪৩,৭৮১
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪	৪৩,২০৭	-	৪৩,২০৭
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	৩৪,৬১৮	-	৩৪,৬১৮

	২০১৫	২০১৪
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৩. কোম্পানির স্বত্ত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য/শেয়ার মূলধন		
অনুমোদিত:		
প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে ২,০০,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার	২০০,০০০	২০০,০০০
ইস্যুকৃত, বিক্রয়কৃত এবং মূল্য পরিশোধিত:		
৩,৬১৬,৯০২ টি সাধারণ শেয়ারপ্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ বাবদ ইস্যু	৩৬,১৬৯	৩৬,১৬৯
৯,৯৯,৪৯৮ টি সাধারণ শেয়ারপ্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ অর্থ ছাড়া ইস্যু করা হয়েছে	৯,৯৯৫	৯,৯৯৫
১০,৬০১,৮৮০ টি সাধারণ শেয়ারপ্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে বোনাস হিসাবে ইস্যু করা হয়েছে	১০৬,০১৯	১০৬,০১৯
	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব	শতকরা হার		টাকা '০০০	
	২০১৫	২০১৪	২০১৫	২০১৪
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৬০.০	৬০.০	৯১,৩১০	৯১,৩১০
বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি)	১৬.৫	১৫.৬	২৫,১৪৯	২৩,৮১৬
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি)	১.৩	১.৩	২,০৪৭	২,০৪৭
বাংলাদেশ ফান্ড	১.৭	৩.৪	২,৫০১	৫,১০০
অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ	২০.৫	১৯.৮	৩১,১৭৬	২৯,৯১০
	১০০.০	১০০.০	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩

হোল্ডিং অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের শ্রেণী বিভাগ:	হোল্ডারদের সংখ্যা		মোট শতকরা হোল্ডিংস	
হোল্ডিংস	২০১৫	২০১৪	২০১৫	২০১৪
৫০০ শেয়ারের কম	৬,৮১০	৬,৬৮৪	৩.৬৫	৩.৫১
৫০০ থেকে ৫,০০০ শেয়ার	৫৫৬	৪৩৫	৪.৭৮	৩.৭১
৫,০০১ থেকে ১০,০০০ শেয়ার	৩৩	৪০	১.৬	১.৯
১০,০০১ থেকে ২০,০০০ শেয়ার	২৮	২৬	২.৫৬	২.৪৫
২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ শেয়ার	৭	৭	১.১৯	১.১৬
৩০,০০১ থেকে ৪০,০০০ শেয়ার	৫	৩	১.১৩	০.৬৮
৪০,০০১ থেকে ৫০,০০০ শেয়ার	৪	৭	১.১৫	২.০১
৫০,০০১ থেকে ১,০০,০০০ শেয়ার	৫	৭	২.২৯	৩.৫১
১,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০০ শেয়ার	৬	৬	১০.০২	৯.৪৩
১০,০০,০০০ শেয়ারের উপরে	২	২	৭১.৬৩	৭১.৬৪
	৭,৪৫৬	৭,২১৭	১০০.০০	১০০.০০

		২০১৫	২০১৪
	টাকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৪. কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এল) দ্রষ্টব্য			
গ্র্যাচুইটি স্কীম	২৪.১	১১৬,১০৪	১৮৩,৮৬৪
কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদি		৫,৮৫৮	-
		১২১,৯৬২	১৮৩,৮৬৪
২৪.১. গ্র্যাচুইটি স্কীম			
১ জানুয়ারি-এর উদ্বৃত্ত		১৮৩,৮৬৪	১০০,৭১১
এ বছরের বরাদ্দ		৩৫,৬৩৫	৯৭,৫৭৩
		২১৯,৪৯৯	১৯৮,২৮৪
এ বছরের প্রদান		(১০৩,৩৯৫)	(১৪,৪২০)
৩১ ডিসেম্বর-এর উদ্বৃত্ত		১১৬,১০৪	১৮৩,৮৬৪
২৫. অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) দ্রষ্টব্য			
সিলিন্ডার বাবদ জমা		২১১,৪২৩	২০৭,১১৬
গ্রাহকদের নিকট হতে সিলিন্ডার বাবদ সিকিউরিটি জমা একটি চলমান ধরনের দায় ।			
২৬. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) দ্রষ্টব্য.			
বাণিজ্য প্রদান		১৮৬,৫৬৩	৪১,৬৩৫
আন্তঃ কোম্পানি প্রদান		৩২০,০৮০	২৭১,৭২১
মূলধনী বিষয়ে প্রদান		৬৯,৯১৫	৮০,৬১৭
গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম		৬১,১৫৪	৫২,৪৫৬
অপরিশোধিত লভ্যাংশ		৬৯,৯৮৫	৬৫,২২৮
সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সহিত চলতি হিসাব	২৬(ক)	৩৯২	৪৯২
অন্যান্য		১১,৩০৯	১৬,৮৭২
		৭১৯,৩৯৮	৫২৯,০২১

	টীকা	২০১৫ টাকা '০০০	২০১৪ টাকা '০০০
২৬(ক) সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সহিত চলতি হিসাব			
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড		৪৯৩	৫৪৩
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড		(১০১)	(৫১)
		৩৯২	৪৯২
২৬.১ কনসলিডেটেড বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) দ্রষ্টব্য			
বাণিজ্য প্রদান		১৮৬,৫৬৩	৪১,৬৩৫
আন্তঃ কোম্পানি প্রদান		৩২০,০৮০	২৭১,৭২১
মূলধনী বিষয়ে প্রদান		৬৯,৯১৫	৮০,৬১৭
গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম		৬১,১৫৪	৫২,৪৫৬
অপরিশোধিত লভ্যাংশ		৬৯,৯৮৫	৬৫,২২৮
অন্যান্য		১১,৩০৯	১৬,৮৭২
		৭১৯,০০৬	৫২৮,৫২৯
২৭. ব্যয় বাবদ বরাদ্দ			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এইচ) দ্রষ্টব্য.			
দেয় খরচ		১৫,৭৭৫	১২,৬৯৯
কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ		৫৩,৮০৭	৪৬,৯৫৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	২৭.১	৩৮৬	(২০৮)
		৬৯,৯৬৮	৫৯,৪৫০
২৭(ক) কনসলিডেটেড ব্যয় বাবদ বরাদ্দ			
দেয় খরচ		১৬,০৬৬	১২,৯৭০
কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ		৫৩,৮০৭	৪৬,৯৫৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	২৭.১	৩৮৬	(২০৮)
		৭০,২৫৯	৫৯,৭২১
২৭.১ শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল			
১ জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		(২০৮)	৫২,৭১৫
এ বছরের বরাদ্দ		৪৬,৩৮৬	৪৪,৭৯১
		৪৬,১৭৮	৯৭,৫০৬
এ বছরের প্রদান		(৪৫,৭৯২)	(৯৭,৭১৪)
৩১ ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		৩৮৬	(২০৮)
২৮. চলতি কর দায়সমূহ			
কর বাবদ বরাদ্দ	২৮.১	২১৬,৮৭১	২৪৬,৫৬৫
আগাম আয়কর	২৮.২	(১৩৪,৬২৬)	(১৪২,২২৩)
		৮২,২৪৫	১০৪,৩৪২
২৮(ক). কনসলিডেটেড চলতি কর দায়সমূহ			
কর বাবদ বরাদ্দ	২৮.১	২১৬,৮৭৬	২৪৬,৫৭০
আগাম আয়কর	২৮.২	(১৩৪,৬২৬)	(১৪২,২২৩)
		৮২,২৫০	১০৪,৩৪৭
২৮.১ কর বাবদ বরাদ্দ			
১ জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		২৪৬,৫৬৫	২২৯,৬০৩
কর বাবদ খরচ			
- চলতি বছর	১৪	২১২,৯৬৪	২৪২,৬৫৯
- পূর্ব বছর	১৪	১২২	-
২০১৫- ২০১৬ সালের আয়কর সমন্বয়		(২৪২,৭৮০)	-
২০১৪- ২০১৫ সালের আয়কর সমন্বয়		-	(২২৫,৬৯৭)
৩১ ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		২১৬,৮৭১	২৪৬,৫৬৫

	টীকা	২০১৫ টাকা '০০০	২০১৪ টাকা '০০০
২৮.২ অগ্রীম আয়কর			
১ জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		১৪২,২২৩	১২৭,১৮৪
৬৪ ও ৭৪ ধারার অধীন অর্থ প্রদান		১৩৮,৪২৭	১৬২,৫১৩
উৎসে কর কর্তন		৯৬,৭৫৬	৭৮,২২৩
২০১৫- ২০১৬ সালের আয়কর সমন্বয়		(২৪২,৭৮০)	-
২০১৪- ২০১৫ সালের আয়কর সমন্বয়		-	(২২৫,৬৯৭)
৩১ ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		১৩৪,৬২৬	১৪২,২২৩

২৯. আর্থিক দলিলাদি-ন্যায্য মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

২৯.১ হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত শ্রেণি বিন্যাস এবং ন্যায্য মূল্যসমূহ

নিম্নোক্ত সারণীতে আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের পরিবাহী মূল্য দেখানো হয়েছে । পরিবাহী মূল্যের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্যে যুক্তিসঙ্গত আসন্ন মান অনুযায়ী আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যের তথ্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি ।

	টীকা	পরিবাহী মূল্য লেনদেনের জন্য গৃহীত	ন্যায্য মূল্যে অভিহিত	লোকসান বাঁচানো দলিল	পরিপক্কতায় অভিহিত	ঋণ ও প্রাপ্য সমূহ	বিক্রীর জন্য সহজলভ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়সমূহ	মোট পরিমাণ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫			টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	-	-	-	-	৪৩৫,২৩৫	-	-	৪৩৫,২৩৫
বিনিয়োগ	১৮	-	-	-	৬০,০০০	-	-	-	৬০,০০০
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	-	-	-	-	৭৮৫,১৬৭	-	-	৭৮৫,১৬৭
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	১৯	-	-	-	-	-	৪০	-	৪০
		-	-	-	৬০,০০০	১,২২০,৪০২	৪০	-	১,২৮০,৪৪২
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়*	২৬	-	-	-	-	-	-	৬৫৮,২৪৪	৬৫৮,২৪৪
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	-	-	-	-	-	-	২১১,৪২৩	২১১,৪২৩
		-	-	-	-	-	-	৮৬৯,৬৬৭	৮৬৯,৬৬৭
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪									
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	-	-	-	-	৪৭০,৯৫৫	-	-	৪৭০,৯৫৫
বিনিয়োগ	১৮	-	-	-	-	-	-	-	-
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	-	-	-	-	৮১৩,৭৫৮	-	-	৮১৩,৭৫৮
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	২০	-	-	-	-	-	৪০	-	৪০
		-	-	-	-	১,২৮৪,৭১৩	-	-	১,২৮৪,৭৫৩
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়*	২৬	-	-	-	-	-	-	৪৭৬,৫৬৫	৪৭৬,৫৬৫
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	-	-	-	-	-	-	২০৭,১১৬	২০৭,১১৬
		-	-	-	-	-	-	৬৮৩,৬৮১	৬৮৩,৬৮১

* গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম আর্থিক দায় নহে (২০১৫ সালে ৬১,১৫৪ হাজার টাকা এবং ২০১৪ সালে ৫২,৪৫৬ হাজার টাকা) ।

কোম্পানি তার আর্থিক দলিলাদি যেমন বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্য অংশ, নগদ ও নগদ সমতুল্য, সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান এবং অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে । কারণ তাদের পরিবাহী মূল্যের ন্যায্য মূল্যের যুক্তিসঙ্গত আসন্নমান ।

২৯.২. আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও দেখাশোনা করার সার্বিক দায়-দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায় । কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গঠন করা হয় যাতে কোম্পানির যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হয় সেগুলো শনাক্ত করা ও বিশ্লেষণ করা যায়, যথাযথ ঝুঁকির সীমা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায় এবং ঝুঁকি পরিবীক্ষণ করা ও ঝুঁকির সীমা মেনে চলা যায় । বাজার পরিস্থিতি ও কোম্পানি কার্যক্রমের পরিবর্তন তুলে ধরার লক্ষে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয় । আর্থিক দলিলাদি ব্যবহার হেতু কোম্পানির নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে:

বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি (credit risk)
তারল্য ঝুঁকি (liquidity risk)
বাজার ঝুঁকি (market risk)
এই টীকাতে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো: কোম্পানির উপরোক্ত প্রতিটি ঝুঁকির মুখে পড়া সংক্রান্ত তথ্য; ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোম্পানির যেসব উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্ম-প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো সম্পর্কিত তথ্য; এবং কোম্পানির মূলধন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য ।

২৯.২.১ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি

কোম্পানির কোনো গ্রাহক বা কোম্পানির আর্থিক দলিলের কোনো প্রতিপক্ষ তার চুক্তির দায়সমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে কোম্পানি যে আর্থিক লোকসানের ঝুঁকির মুখে পড়ে তা-ই হলো বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি ।

প্রধানতঃ গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কোম্পানির বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, যেসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হলো শিল্পের default ঝুঁকি ও গ্রাহকের আর্থিক ক্ষমতা । এসব উপাদান কোম্পানির জন্য বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে । কোনো বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির আধিক্য নেই ।

কোম্পানির ডেটরস ম্যানেজমেন্ট রিভিউ কমিটি (Debtors Management Review Committee) একটি 'বাকীতে বিক্রির নীতি' (Credit Policy) প্রণয়ন করেছে । কোম্পানির মূল্য পরিশোধ ও সরবরাহ সংক্রান্ত শর্তাবলী (payment and delivery terms & conditions) প্রস্তাব করার পূর্বে বাকীতে বিক্রি সংক্রান্ত এই নীতির অধীনে প্রত্যেক নতুন গ্রাহককে তার বাকীতে ক্রয়যোগ্যতার (creditworthiness) নিরিখে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয় । প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য credit limit বা বাকীতে বিক্রির সীমা নির্ধারণ করা হয় । কোনো গ্রাহকের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা দ্বারা কমিটির অনুমোদন চাওয়া ছাড়াই বাকীতে মুক্তভাবে সেই গ্রাহকের নিকট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা যেতে পারে তা নির্দেশ করা হয় । গ্রাহকদের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা লিন্ডে গ্রুপের এইচপিও (HPO) নীতি অনুযায়ী কোয়ার্টারলিভাবে পর্যালোচনা করা হয় । যেসব গ্রাহক কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত Benchmark Creditworthiness বা বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণে ব্যর্থ হয় সেসব গ্রাহক কোম্পানির সাথে কেবলমাত্র নগদ প্রদান/ অগ্রিম নগদ জমা ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারে ।

অনাদায়ী বকেয়া (doubtful debts) নিষ্পত্তির জন্য কোম্পানি একটি 'অনাদায়ী বকেয়া নিষ্পত্তি নীতি' (provision policy) প্রণয়ন করেছে । এই নীতির আলোকে trade receivables বা ব্যবসায়িক প্রাপকদের গ্যাস এবং ওয়েল্ডিং প্রাপকদের দেনা বাবদ কোম্পানির লোকসানের হিসাব পাওয়া যাবে । কোম্পানি ৯০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক প্রাপকদের ৫০% দেনা এবং ১৮০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক প্রাপকদের ১০০% দেনার নিষ্পত্তির বিধান করেছে । হেলথকেয়ার ক্রেতাদের মোট ঋণ গ্রহীতার জন্য ক্ষতির হার বরাদ্দ করা হয়েছে ।

২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যের পরিমাণ ছিল ৭৮৫,১৬৭ হাজার টাকা (২০১৪: ৮১৩,৭৫৮ হাজার টাকা), যা, এসব সম্পদের বিপরীতে, কোম্পানির বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ পরিমাণের সক্ষমতা নির্দেশ করে । কোম্পানির এই অর্থ ও অর্থের সমতুল্যসমূহ বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখা আছে । এসব ব্যাংক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ (সিআরএবি) এবং ক্রেডিট রেটিং ইনফর্মেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (সিআরআইএসএল)-এর রেটিং অনুসারে AA3 থেকে AAA পর্যন্ত রেটিংপ্রাপ্ত ব্যাংক ।

আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রত্যেক আর্থিক সম্পদের চলতি মূল্য দ্বারা বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নির্দেশিত হয়েছে ।

ক) জমার ঝুঁকি সংক্রান্ত পরিস্থিতি

আর্থিক সম্পত্তিসমূহের পরিবাহী মূল্য সর্বোচ্চ জমার অনুকূল পরিস্থিতি তুলে ধরে । প্রতিবেদন তারিখের সর্বোচ্চ জমার ঝুঁকি সংক্রান্ত পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপ:

		২০১৫	২০১৪
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	৩৯৪,৬৪৭	৪৬১,৬১০
বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহ বরাদ্ধ	১৬.১.১	(২০,৭৩৮)	(২৮,৯৩৬)
		৩৭৩,৯০৯	৪৩২,৬৭৪
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	৭৮২,৮৪৮	৮১১,৫২১
		১,১৫৬,৭৫৭	১,২৪৪,১৯৫

প্রতিবেদন তারিখে পণ্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী বাণিজ্যিক দেনাদারের উপর সর্বোচ্চ জমার ঝুঁকি ছিল নিম্নরূপ:

গ্যাসেস		৯৭,৬৩৬	১৩৫,১১৭
ওয়েল্ডিং		১০১,২৮৭	১৩৪,৯৭৮
হেলথকেয়ার		১৯৫,৭২৪	১৯১,৫১৫
		৩৯৪,৬৪৭	৪৬১,৬১০
খ) বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস			
প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে মোট বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:			
চালান ০-৩০ দিনের মধ্যে		১৩১,৮২৮	১৭৬,২২৫
চালান ৩১-৬০ দিনের মধ্যে		৬৫,৯৫২	৯৭,০৪৮
চালান ৬১-৯০ দিনের মধ্যে		৩২,৪৭২	২৮,৪৯৫
চালান ৯১-১৮০ দিনের মধ্যে		৬৪,৭৪৪	৫২,২২৩
চালান ১৮১-৩৬৫ দিনের মধ্যে		৭২,৪৭৯	৬২,৬২৮
চালান ৩৬৫ দিনের উর্ধ্বে		২৭,১৭২	৪৪,৯৯১
		৩৯৪,৬৪৭	৪৬১,৬১০
আলোচ্য বছরে সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দের সঞ্চালন ছিল নিম্নরূপ:			
প্রারম্ভিক স্থিতি		২৮,৯৩৬	২৬,৬২৪
এ বছরের খরচ/(অবমুক্ত)		(৮,১৯৮)	২,৩১২
সমাপনী স্থিতি		২০,৭৩৮	২৮,৯৩৬

২৯.২.২ লিকুইডিটি ঝুঁকি

কোম্পানির আর্থিক দায়সমূহ পরিশোধের সময় হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি সেগুলো পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়লে সেই ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলা হয় । কোম্পানির তারল্য (নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহ) ব্যবস্থাপনা কৌশল হলো, অগ্রহণযোগ্য লোকসান স্বীকার না করে কিংবা কোম্পানির সুনামকে ক্ষতির ঝুঁকিতে না ফেলে, স্বাভাবিক ও চাপযুক্ত উভয় অবস্থাতেই, পরিশোধের সময় হলেই যাতে কোম্পানি তার দায়সমূহ পরিশোধ করতে পারে সে জন্য যতদূর সম্ভব কোম্পানির কাছে সব সময় যথেষ্ট পরিমাণে তারল্য থাকা নিশ্চিত করা । সাধারণত, কোম্পানি যেরকম যথাযথ বিবেচনা করে সেরকম সময়কালের প্রত্যাশিত পরিচালন ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য থাকা নিশ্চিত করে; তবে এই ব্যয়ের মধ্যে পূর্বে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় না এমন চরম পরিস্থিতি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে না । তদুপরি, আবশ্যক পাওনা পরিশোধে কোম্পানির নিকট যথেষ্ট নগদ অর্থ না থাকার ক্ষেত্রে দায়সমূহের অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করতে লিন্ডে গ্রুপ তফশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ সুবিধা (Short Term Lines of Credit) বজায় রাখতে চায় ।

নিম্নে আর্থিক দায়সমূহের চুক্তিভিত্তিক মেয়াদের পরিপূর্ণতাকে তুলে ধরা হল:

চুক্তিভিত্তিক নগদ অর্থ প্রবাহ

৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	পরিবাহী মূল্য টাকা '০০০	মোট টাকা '০০০	৬ মাস বা তার কম টাকা '০০০	৬ হতে ১২ মাস টাকা '০০০	১ হতে ২ বছর টাকা '০০০	২ হতে ৫ বছর টাকা '০০০	৫ বছর এর উর্ধ্বে টাকা '০০০
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ:							
বাণিজ্যিক প্রদেয়	১৮৬,৫৬৩	১৮৬,৫৬৩	১৮৬,৫৬৩	-	-	-	-
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	৩২০,০৮০	৩২০,০৮০	৩২০,০৮০	-	-	-	-
মূলধনী বিষয়ে প্রদেয়	৬৯,৯১৫	৬৯,৯১৫	৬৯,৯১৫	-	-	-	-
	৫৭৬,৫৫৮	৫৭৬,৫৫৮	৫৭৬,৫৫৮	-	-	-	-
উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ	-	-	-	-	-	-	-
	৫৭৬,৫৫৮	৫৭৬,৫৫৮	৫৭৬,৫৫৮	-	-	-	-
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ:							
বাণিজ্যিক প্রদেয়	৪১,৬৩৫	৪১,৬৩৫	৪১,৬৩৫	-	-	-	-
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	২৭১,৭২১	২৭১,৭২১	২৭১,৭২১	-	-	-	-
মূলধনী বিষয়ে প্রদেয়	৮০,৬১৭	৮০,৬১৭	৮০,৬১৭	-	-	-	-
	৩৯৩,৯৭৩	৩৯৩,৯৭৩	৩৯৩,৯৭৩	-	-	-	-
উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ	-	-	-	-	-	-	-
	৩৯৩,৯৭৩	৩৯৩,৯৭৩	৩৯৩,৯৭৩	-	-	-	-

২৯.২.৩ বাজার ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকি হল সে ধরনের ঝুঁকি যা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার, সুদের হার এবং পণ্যের মূল্যসমূহের যেকোন ধরনের পরিবর্তনের ফলে কোম্পানির আয় অথবা আর্থিক দলিলাদি সম্পর্কিত এর হোল্ডিংসমূহের মূল্যকে প্রভাবিত করে । বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য পরিচালনা এবং গ্রহণযোগ্য পরিমিত মধ্যে বাজার ঝুঁকি প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, যখন সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয় ।

ক. মুদ্রা ঝুঁকি

যেসব আয় এবং ক্রয়সমূহ বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তন (ডিনোমিনেটেড) করা হয়, সেক্ষেত্রে কোম্পানি মুদ্রা ঝুঁকির মুখে পড়ে । কোম্পানির অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন আমেরিকান ডলার, ইউরো, এসজিডি এবং জিবিপি-তে পরিবর্তিত করে হিসাব করা হয় এবং কাঁচামাল ও বিদেশ হতে মুলধনী আইটেমসমূহ সংগ্রহ করার সাথে এই মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কিত । কোম্পানিকে কিছু কিছু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করতে হয় । রপ্তানি হতে এবং মালামাল ও সেবাসমূহের পূর্ব নির্ধারিত (Deemed) রপ্তানি হতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে ।

কোম্পানি এর মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য আসন্ন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকসমূহের সাথে আগাম চুক্তিতে উপনীত হয় যাতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ব্যাপারে এর সম্পৃক্ততা গ্রহণযোগ্য নিম্ন পর্যায়ে ধরে রাখার প্রয়াস চালাতে পারে ।

নিম্নে বর্ণিত মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহের ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি:

i) মুদ্রা ঝুঁকি বিষয়ক হিসাব

	৩১ ডিসেম্বর ২০১৫					৩১ ডিসেম্বর ২০১৪				
	টাকা '০০০	'০০০ USD	'০০০ GBP	'০০০ EUR	'০০০ SGD	টাকা '০০০	'০০০ USD	'০০০ GBP	'০০০ EUR	'০০০ SGD
সম্পত্তিসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য										
বাণিজ্য প্রাপ্য	৩৬,৩২৯	৪৬৫	-	-	-	২১,৮৫২	২৭৭	-	-	-
	৩৬,৩২৯	৪৬৫	-	-	-	২১,৮৫২	২৭৭	-	-	-
দায়সমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য										
বাণিজ্য প্রদেয়	-	-	-	-	-	(৩৮,৫৫৪)	(৪৮৮)	-	-	
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	(৩১১,৩১৮)	(৫৯৬)	(৯৬৭)	(১,৭৯১)	(২১)	(২৭১,৭২১)	(৮০৪)	(৭২২)	(১,২২৭)	-
	(৩১১,৩১৮)	(৫৯৬)	(৯৬৭)	(১,৭৯১)	(২১)	(৩১০,২৭৫)	(১,২৯২)	(৭২২)	(১,২২৭)	-
ঝুঁকির হিসাব	(২৭৪,৯৮৯)	(১৩১)	(৯৬৭)	(১,৭৯১)	(২১)	(২৮৮,৪২৩)	(১,০১৫)	(৭২২)	(১,২২৭)	-

নিম্নে এ বছরের প্রয়োগকৃত মুদ্রার বিনিময় হার দেয়া হল:

	গড় হার		বছর শেষে স্পট হার	
বিনিময় হার	২০১৫	২০১৪	২০১৫	২০১৪
ইউ এস ডলার (ইউএস ডলার)	৭৭.৯৫	৭৮.২৪	৭৮.২১	৭৮.৯৫
গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড (জিবিপি)	১১৮.৯৪	১২৯.৪৯	১১৫.২৭	১২৩.৪৬
ইউরো (ইউআর)	৮৬.০৫	১০৪.৩৩	৮৪.৯৩	৯৭.০৭
এসজিডি ডলার	৫৬.৫৭	৬২.৮৩	৫৫.১৬	৬০.৮২

ii) বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত ৫০টি মৌলিক পয়েন্টে পরিবর্তন আনা হলে কোম্পানির ইক্যুইটি এবং মুনাফা বা ক্ষতি-বৃদ্ধি/(হ্রাস) ঘটতো যা নিম্নের হিসাবে প্রতিভাত হয় । এই বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে অন্যান্য সকল পরিবর্তনশীল নিয়ামক, বিশেষত সুদের হার অপরিবর্তিত থাকে । বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণে বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত ব্যয়সমূহ ।

	লাভ বা লোকসান		ইক্যুইটি	
	৫০ বিপি বৃদ্ধি	৫০ বিপি হ্রাস	৫০ বিপি বৃদ্ধি	৫০ বিপি হ্রাস
২০১৫	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য - ইউএসডি	(৭,২৩৪)	৭,২৩৪	(৭,২৩৪)	৭,২৩৪
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য - জিবিপি	(১০৪)	১০৪	(১০৪)	১০৪
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য - ইউরো	(৩১৭)	৩১৭	(৩১৭)	৩১৭
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য - এসজিডি	(৮)	৮	(৮)	৮
বিনিময় হার পরিবর্তনের সুক্ষ্মতা	(৭,৬৬৩)	৭,৬৬৩	(৭,৬৬৩)	৭,৬৬৩
২০১৪				
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য - ইউএসডি	(৮,২৯৪)	৮,২৯৪	(৮,২৯৪)	৮,২৯৪
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য - জিবিপি	(১১১)	১১১	(১১১)	১১১
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য - ইউরো	(৭৯)	৭৯	(৭৯)	৭৯
বিনিময় হার পরিবর্তনের সুক্ষ্মতা	(৮,৪৮৪)	৮,৪৮৪	(৮,৪৮৪)	৮,৪৮৪

	২০১৫	২০১৪
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
iii) বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ	১০,৫৬৩	১,৮৮৮

খ) সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি

সুদের হার পরিবর্তনের কারণে সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি দেখা দেয় । কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত দায় সুদের হার ওঠানামা দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয় না । প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখে ডেরিবেটিভ দলিলনির্ভর কোন চুক্তিতে কোম্পানি উপনীত হয়নি ।

৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির সুদ নির্ধারণী আর্থিক দলিলাদিতে সুদ হারের ধরন ছিল:

	পরিবাহী মূল্য	
	২০১৫	২০১৪
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
নির্ধারিত হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ		
ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ	৩৫১,৯৫৮	৪৭৮,২২৫
বিনিয়োগ	৬০,০০০	-
	৪১১,৯৫৮	৪৭৮,২২৫
আর্থিক দায়সমূহ	-	-
	৪১১,৯৫৮	৪৭৮,২২৫
চলতি হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ	-	-
আর্থিক দায়সমূহ	-	-
	৪১১,৯৫৮	৪৭৮,২২৫

গ) পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি

পণ্যের মূল্য ওঠানামা করার কারণে (কোম্পানির সম্পদ ও পণ্যের) ভবিষ্যৎ বাজার মূল্যমান এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ আয়ের পরিমাণ বা আকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় তাকে বলা হয় পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (commodity risk) । যেহেতু কোম্পানি উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য এমএস ওয়্যার, ব্লেন্ডেড পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে, তাই এসব উপকরণ ক্রয় করার ফলে কোম্পানি পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকির মুখে পড়ে । সরবরাহকারীদের সাথে 'সরবরাহ চুক্তি'র (supply contract) মাধ্যমে পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে ।

২৯.৩ মূলধন ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির কার্যক্রমকে একটি সচল কার্যক্রম হিসেবে বজায় রাখা নিশ্চিত করতে কোম্পানির যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অভ্যন্তরীণ মূলধন থাকা আবশ্যক তা নিরূপণ করার মাধ্যমে সেই মোতাবেক কোম্পানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন বজায় রাখার লক্ষে বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের বাস্তবায়নই হলো মূলধন ব্যবস্থাপনা । শেয়ার মূলধন, সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল ও পুনর্মূল্যায়িত সংরক্ষিত তহবিলের সমন্বয়ে কোম্পানির মূলধন গঠিত । নির্ধারিত মাত্রার চাইতে উচ্চতর অংকের মূলধনের ক্ষেত্রে, সকল বড় ধরনের বিনিয়োগ ও পরিচালন সিদ্ধান্ত বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়িত ও অনুমোদিত হতে হয় । সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণকে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় পরিচালকমন্ডলী তার মাত্রাও পরিবীক্ষণ করে থাকেন ।

		২০১৫	২০১৪
	টাকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩০. মূলধনী ব্যয়ের জন্য অঙ্গীকার			
চুক্তিবদ্ধ কিন্তু হিসাবে প্রতীয়মান হয় নাই		৯৫৭,১৯৭	৩৬,৮৮০

৩১. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের মুনাফার তালিকা

	মুল্য	সঞ্চিত অবচয়	পরিবাহী মূল্য	বিক্রয় মূল্য
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
অফিস সরঞ্জামাদি	৪২৭	১৩২	২৯৫	২৯৫
যানবাহন	৭,৬০৩	৬,৮৮৭	৭১৬	১,৬৮৯
প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদি	৬,১৭৪	৫,০৫৯	১,১১৫	১,৪৬৫
সিলিন্ডারস:				
বিক্রয়কৃত	১১,৩৬১	৮,৮৪২	২,৫১৯	১০,৩১৮
বাতিলকৃত	২,৭৫৪	১,৪৩০	১,৩২৪	-
২০১৫	২৮,৩১৯	২২,৩৫০	৫,৯৬৯	১৩,৭৬৭
২০১৪	৩,৯০২	২,৯১২	৯৯০	৭৮৪

৩২. কর্মচারির সংখ্যা

যে সকল কর্মচারি সারা বছর নিযুক্ত ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ৩১৫ এবং তারা প্রত্যেকে বছরে সর্বমোট টাকা ৩৬ হাজার বা ততোধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করে (২০১৪: ৩৯১) ।

৩৩. উৎপাদন ক্ষমতা

প্রধান পণ্যসামগ্রী	মাপের একক	এ বছরের জন্য ক্ষমতা	এ বছরের জন্য উৎপাদন	মন্তব্য
এএসইউ গ্যাসেস	'০০০এম^3	১৫,৩০৪	৮,৭৮৮	প্ল্যান্ট বন্ধের কারণে উৎপাদনে ক্ষতি হয়েছে
ডিজল্ভ এসিটিলিন	'০০০এম^3	১,১৫০	২৩০	ক্রেতাদের নিম্ন চাহিদা
ইলেক্ট্রোডস্	এম টি	৩০,৮০০	২০,১৬৫	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা

৩৪. বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ

		২০১৫		২০১৪
	'০০০ এফসি	টাকা '০০০	'০০০ এফসি	টাকা '০০০
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ,কে-কে লভ্যাংশ প্রদান (জিবিপি)	২,০৮১	২৫৪,৭৫৪	১,৯৫২.৯	২৫৪,৭৫৪
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-কে এলজিএসএম সার্ভিস চার্জ (ইউএসডি)	-	-	৩৭.৭	২,৮৪৮
লয়েডস রেজিস্ট্রার এশিয়া, ইন্ডিয়া (ইউএসডি)	১.৬	১৩৩	৩.০	২৩৬
থাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস পাবলিক কোং (ইউএসডি)	-	-	২৫.০	১,৯৭৩
আটলান্টিক আনালাইটিকেল ল্যাব ইনক (ইউএসডি)	৩.৩	২৬৪	৩.২	২৪৭
ক্রাউন রিলোকেশনস লিমিটেড (ইউরো)	০.২	১৬	১.৩	১৩১
আর ভি ব্রিজস অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড কোং (ইউএসডি)	-	-	০.৮	৬৪
নিউ দিল্লি ল্যাব প্রাইভেট লিমিটেড (ইউএসডি)	৫.৬	৪৪০	-	-
সফট্ওয়্যার ওয়ান ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (ইউএসডি)	৪	৩১৮	-	-

দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড একজন অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডার । উক্ত কোম্পানী ২০১৫ সালের অর্থ বছরে ছিল ৯,১৩০,৯৬৮ টি সাধারণ শেয়ারের অধিকারী । ২০১৫ সালের লভ্যাংশ বাবদ দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে GBP ১,৩৩২ হাজার অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করা হয় (২০১৪ GBP ১,২৬২ হাজার) ।

৩৫. বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ

গ্রাহকের/ভেন্ডরের নাম	গ্রহণের ধরন	২০১৫		২০১৪	
		'০০০ এফসি	টাকা' ০০০	'০০০ এফসি	টাকা' ০০০
ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লি: (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৬৮	৫,২০৭	১২৪	৯,৫৫০
ইউনিগ্লোরী সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৫৮	৪,৪৭৪	১১২	৮,৬৩৩
মেঘনা এলয়টেক লি: (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৪	৩১৫	৭৩	৫,৬৩৩
ষ্টেরিস কর্পোরেশন, ইউএসএ (ইউএসডি)	বিক্রয় কমিশন	১৫৫	১১,৮২১	২৪	১,৮২৬
লিন্ডে গ্যাস মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি (ইউএসডি)	সার্ভিস চার্জ	১	৬২	-	-
ম্যাটপ্যাক ইন্টারন্যাশনাল (ইউএসডি)	সার্ভিস চার্জ	১	৮০	-	-
মোট		২৮৭	২১,৯৫৯	৩৩৩	২৫,৬৪২

	২০১৫	২০১৪
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩৬. সি আই এফ ভিত্তিতে আমদানী মূল্য		
কাঁচামাল	১,৩৬৪,৯৩১	১,৫০৫,৮৩৯
খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য মেশিনপত্র	২৯,৫৯৬	৫১,৪৮৬
মূলধনী মালামাল	১১৭,৭০৪	৯৬,১২০
	১,৫১২,২৩১	১,৬৫৩,৪৪৫

৩৭. ভবিষ্যত (Contingent) দায়সমূহ

এই দায়সমূহের আওতায় রয়েছে, তৃতীয় পক্ষসমূহকে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টিসমূহ, শিপিং গ্যারান্টিসমূহ, অন্যান্য গ্যারান্টি, জনসেবা খাতে গ্যারান্টিসমূহ, পারফরমেন্স বন্ড, সিকিউরিটি বন্ড, আমদানী বিল, আমদানী হতে প্রাপ্য অর্থ এবং ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত দলিল ।	৮৮,৩৩৬	৫২,৭০৩
বকেয়া ঋণপত্রসমূহ	৩৪৬,০২২	৫৩৭,৮৯৩
কর (ভ্যাট) হিসাবে চাহিদাকে চ্যালেঞ্জ করে কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আনীত রিট পিটিশন, ২০১৫ সালের নং ২২২৬ যা শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে ।	৬,৩২৮	৪৭,৪৯০

৩৭.১ ক্রেডিট সুবিধাদি - ৩১ ডিসেম্বর

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি:	৫৮০,০০০	৫৮০,০০০
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড	৫৫০,০০০	৫৫০,০০০
	১,১৩০,০০০	১,১৩০,০০০

দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মধ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এবং ২২ আগষ্ট ২০১৩-তে চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে । নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:

সুবিধা সীমাবদ্ধতা: ইউরো ৫.৫০ মিলিয়ন (পাঁচ এবং অর্ধ মিলিয়ন) সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা ।

উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন সুবিধা

ওভারড্রাফট সুদের হার: ১২.০০%

নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, টাকা ৫৫০ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র এবং লিন্ডে এজি কর্তৃক প্রেরিত লেটার অব কমফোর্ট ।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ -এর মধ্যে ৯০ আগস্ট ২০১৫ তে চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে । নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:

সুবিধা সীমাবদ্ধতা: টাকা ৫৮০ মিলিয়ন (টাকা পাঁচশত এবং আশি মিলিয়ন)

উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন সুবিধা

ওভারড্রাফট সুদের হার: ১১.০০%

নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, ৫৮০ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র এবং লিন্ডে এজি কর্তৃক প্রেরিত লেটার অব কমফোর্ট ।

৩৮. পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারা-ইজারাদার হিসাবে ইজারা

বাতিলযোগ্য নয় এমন পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার ভাড়া নিম্নলিখিতভাবে প্রদেয়		
এক বছরের উর্ধ্বে নহে	৪,৩৭৩	২,৮৫০
দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে	৯,৭৭৯	৫,৭৬১
পাঁচ বছরের উর্ধ্বে	১,৪৩৮	১,৮৩৪
	১৫,৫৯০	১০,৪৪৫

কোম্পানি বেশ কিছু বিক্রয়কেন্দ্র ও অফিস ইজারা হিসাবে ভাড়া নিয়েছে । এগুলো সাধারণত ৪-১৫ বছরের জন্য ইজারাকৃত এবং মেয়াদকাল শেষ হবার পর এই ইজারা নবায়ন করা যাবে ।

৩৯. অনিয়ন্ত্রিত সুদ (NCI)

গ্রুপ সাবডিয়ারির অধীনস্ত প্রতিটির তথ্য সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

	বিওসি	বিওএল	আন্তঃ গ্রুপ বিলোপ	মোট	টাকা '০০০
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫					
NCI শতকরা হার	০.০৫%	০.৫০%			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে	-	-			
চলতি সম্পত্তিসমূহ	২০,০০০	৪৯৩,৩৪৮			
যে দায়সমূহ চলতি নহে	-	-			
চলতি দায়সমূহ	(১৯৮,০০০)	(১৯৯,০০০)			
নীট সম্পত্তিসমূহ	(১৭৮,০০০)	২৯৪,৩৪৮			
NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ	(৮৯)	১,৪৭২	-	১,৩৮৩	২
রেভিনিউ	-	-			
ক্ষতি	(৬০,০০০)	(৬০,০০০)			
ওসিআই (OCI)	-	-			
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়					
NCI তে ক্ষতির বন্টন	(৩০)	(৩০০)	-	(৩৩০)	-
NCI তে OCI বন্টন					
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-			
বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-			
আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-			
নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য	-	-			
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪					
NCI শতকরা হার	০.০৫%	০.৫০%			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে	-	-			
চলতি সম্পত্তিসমূহ	২০,০০০	৫৪৩,৩৪৮			
যে দায়সমূহ চলতি নহে	-	-			
চলতি দায়সমূহ	(১৩৮,০০০)	(১৮৯,০০০)			
নীট সম্পত্তিসমূহ	(১১৮,০০০)	৩৫৪,৩৪৮			
NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ	(৫৯)	১,৭৭২	-	১,৭১৩	২
রেভিনিউ	-	-			
ক্ষতি	(৫৭,৫০০)	(৬৩,১২৫)			
ওসিআই (OCI)	-	-			
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়	(৫৭,৫০০)	(৬৩,১২৫)			
NCI তে ক্ষতির বন্টন	(২৯)	(৩১৬)	-	(৩৪৫)	-
NCI তে OCI বন্টন	-	-			
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-			
বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-			
আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-			
নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য	-	-			

৪০. প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

২০১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে পরিচালকমন্ডলীর অনুষ্ঠিত সভাতে ২০১৫ সমাপ্ত বছরের জন্য ইস্যুকৃত প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১১.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ বাবদ ১৬৭,৪০১ হাজার টাকা সুপারিশ করেছেন ।

৪১. সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন

৪১.১ প্যারেন্ট ও নিয়ন্ত্রিত পক্ষের লেনদেন

যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড কোম্পানির ৬০% শেয়ারের অধিকারী যাহার সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি (Linde AG) । এর ফলে কোম্পানি পরিচালনা লিন্ডে এজি কর্তৃক পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ।

	২০১৫	২০১৪
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৪১.২ মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে লেনদেন		
মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ:		
পরিচালকবৃন্দের সম্মানী	১১,৯৪৮	২৬,৪৮৬

৪১.৩ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন

পক্ষসমূহের নাম	সম্পর্কের প্রকৃতি	লেনদেনের প্রকৃতি	লেনদেনের বছর		অনাদায়ী উদ্বৃত্ত	
			২০১৫	২০১৪	৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	৩১ ডিসেম্বর ২০১৪
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়			টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বিওসি গ্যাসেস, টেকনিক্যাল সাপ্লাই সেন্টার	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	৪৮	-	৪৮	-
বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	হোল্ডিং কোম্পানি	কারিগরী সহায়তা ফি	২২,২১৯	২১,৮৮০	১১১,৪১৭	৮৯,১৯৯
বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	হোল্ডিং কোম্পানি	লভ্যাংশ	২৮৩,০৬০	২৮৩,০৬০	-	-
লিন্ডে এজি, লিন্ডে গ্যাস হেডকোয়ার্টারস	আলটিমেট হোল্ডিং কোম্পানি	গ্লোবাল আই এস ফি	৩৩,০২৪	৩২,৬৮৭	১৫২,০৯৪	১১৯,০৭০
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	২২৪	১,০০৩	১,০০৩
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	১৩,১৯৯	১৬,৯৯৫	৪৩,২০৮	৩০,০০৯
লিন্ডে গ্যাস সিংগাপুর পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য ক্রয়	১৮,৭৫৬	৫,৭৮৩	৮০৫	-
লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয়	১২৩,৬৪৭	১২১,৬৭৬	৭,৬৫০	৩০,০৬০
লিন্ডে মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয়	১৩,৯৩৩	২৬,২৪৫	১০৯	১০৯
লিন্ডে ট্রেজারী এশিয়া প্যাসিফিক পিটিএ লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	৭৮৯	৩৭২	১,১৬৩	৩৭২
থাই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল গ্যাসেস পিএলসি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	-	১,৮৯৯	১,৮৯৯
লিন্ডে এজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	৬৮৪	-	৬৮৪	-
বিওসি অস্ট্রেলিয়া	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সিলিন্ডার ক্রয়	৫,৯৯৩	-	-	-
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পরিশোধ	৫০	-	৪৯৩	৫৪৩
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়						
লিন্ডে গ্যাস সিংগাপুর পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	-	-	৯৬	৯৬
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	-	-	১২৭	১২৭
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	১৪,৮৩১	৯,৬৭০	৩১,৭২৪	১৬,৮৯২
লিন্ডে কোরিয়া কোম্পানি লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	-	-	৪৫৪	৪৫৪
লিন্ডে মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	-	-	২০২	২০২
বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	-	-	৮৮	৮৮
লিন্ডে পাকিস্তান লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	-	-	৫২৫	৫২৫
সিলন অক্সিজেন লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	-	-	-	১০১
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পরিশোধ	৫০	-	১০১	৫১

৪২. পরিমাপের ভিত্তি

চলমান নীতি অনুসরণে এই আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে যাহা ঐতিহাসিক ব্যয় সংক্রান্ত কনভেনশন অনুযায়ী । এক্ষেত্রে পুনঃমূল্যায়নে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কোন কোন সম্পদ, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামাদি ।

৪৩. নতুন বিধিমালা ও ব্যাখ্যাসমূহ যা এখনো গৃহীত হয়নি

ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ২০১৫-২০১৬ সময়সীমা বিদ্যমান বিধিসমূহের সাথে নতুন কিছু বিধি এবং সংশোধনী গ্রহণ করেছে। অবশ্য কোম্পানি পূর্বেকার সকল প্রতিবেদন প্রস্তুত বিধিমালাসমূহ কোম্পানির জন্য যতটুকু প্রয়োজন সে অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে।

নতুন বিধিমালাসমূহ	প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর সারসংক্ষেপ	আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর সম্ভাব্য প্রভাব
বিএফআরএস-৯ সংক্রান্ত আর্থিক দলিলাদি	২০১৪ সালে জুলাই মাসে প্রকাশিত বিএফআরএস-৯, বিএএস-৩৯ এর যে আর্থিক দলিলাদিতে প্রকাশিত বিদ্যমান নির্দেশনাসমূহের স্থলে ব্যবহৃত হয় তা হলো: স্বীকৃতি এবং পরিমাপ। আর্থিক দলিলাদি শ্রেণিবিন্যাস এবং পরিমাপ সংক্রান্ত পর্যালোচিত নির্দেশনা বিএফআরএস-৯ এর অন্তর্ভুক্ত। আর্থিক সম্পদসমূহের অকার্যকারিতা গণনার জন্য এবং নতুন সাধারন সুরক্ষামুলক হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত শর্তাদির অনুকূলে এটি ঋণজনিত ক্ষতির একটি প্রত্যাশিত মডেল বা নমুনা। এটি বিএএস-৩৯ হতে অনুসৃত আর্থিক দলিলাদিসমূহের স্বীকৃতি এবং স্বীকৃতি অপসারণ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহও কার্যকর রাখে। বিএফআরএস-৯ ২০১৮ সালের ১লা জানুয়ারি বা তার পরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময়কালের জন্য কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে উক্ত সময়ের পূর্বে এই বিধিসমূহ কার্যকর করার অনুমোদন রয়েছে।	কোম্পানি বিএফআরএস-৯ সংক্রান্ত বিধিসমূহ প্রয়োগের ফলে এর আর্থিক বিবরণীসমূহে এই বিধির সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ করছে।
বিএফআরএস-১৪ রেগুলেটরী ডেফারেল হিসাবাদিসমূহ	বিএফআরএস-১৪ এ রেগুলেটরী ডেফারেল একাউন্ট ব্যালেন্স-এর ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের শর্তাবলীকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যখন কোন কোম্পানি এর গ্রাহকদের নিকট এমন মূল্যে বা হারে মালামাল বা সেবা সরবরাহ করে যা মূল্য বা হার নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন, সেক্ষেত্রে এই আর্থিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত শর্তাবলীসমূহ বিবেচ্য। বিএফআরএস-৯ ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারি বা তার পরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময়কালের জন্য কার্যকর হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত সময়ের পূর্বে এই বিধিসমূহ কার্যকর করার অনুমোদন রয়েছে।	কোন প্রভাব নেই। কোম্পানি এমন কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে না যা মূল্য বা হার (রেট) নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন।
বিএফআরএস ১৫ গ্রাহকদের সাথে কৃত চুক্তি হতে উদ্ভুত আয়	বিএফআরএস-১৫ একটি ব্যাপক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে যার মাধ্যমে আয় অর্জিত হবে কিনা, কতটুকু হবে এবং কখন হবে তা নির্ধারণ করা যায়। বিএএস-১৮ রেভিনিউ, বিএএস-১১ নির্মাণ চুক্তিসমূহ এবং বিএফআরআইসি-১৩ গ্রাহক বিশ্বস্ততা কর্মসূচিসমূহসহ বিদ্যমান আয় স্বীকৃতিমূলক নির্দেশনার পরিবর্তে উক্ত বিএফআরএস-১৫ কার্যকর হবে। বিএফআরএস-১৫ ২০১৮ সালের ১লা জানুয়ারি বা তার পরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময়কালের জন্য কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে উক্ত সময়ের পূর্বে এই বিধিসমূহ কার্যকর করার অনুমোদন রয়েছে।	কোম্পানি বিএফআরএস-১৫ সংক্রান্ত বিধিসমূহ প্রয়োগের ফলে এর আর্থিক বিবরণীসমূহে এই বিধির সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ করছে।
কৃষিঃ বাহক বৃক্ষসমূহ (বিএএস-১৬ এবং বিএএস-৪১ সংক্রান্ত সংশোধনীসমূহ)	এই সংশোধনীসমূহে সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদি হিসেবে গণ্য করার জন্য একটি বাহক বৃক্ষ, যাকে একটি জীবন্ত বৃক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংশোধনীসমূহ বিএএস-৪১ কৃষি সংক্রান্ত বিধিমালার পরিবর্তে বিএএস-১৬ সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদি বিষয়ক বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সংশোধনীসমূহ ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারি বা তার পরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময়কালের জন্য কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে উক্ত সময়ের পূর্বে এই বিধিসমূহ কার্যকর করার অনুমোদন রয়েছে।	কোন প্রভাব নেই। কোম্পানির বাহক বৃক্ষ নেই।

৪৪. গুরুত্বপূর্ণ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা

আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপিত সকল সময়ের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ভাল উপস্থাপনার জন্য এবং যেখানে যা প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট তুলনামূলক আয়ের বিবরণীতে নতুন করে শ্রেণীবদ্ধভাবে আর্থিক বিবরণী এবং লাভ-লোকসান এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণীতে দেখানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সূচক যার সংক্রান্ত বিস্তারীত বিবরণ নিম্নলিখিত পাতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা
(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম
(গ) অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ
(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি
(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ
(চ) মজুদ সামগ্রী
(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)
(জ) বরাদ্দসমূহ
(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়
(ঞ) আয়কর
(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)
(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি
(ড) আয় বিষয়ক স্বীকৃতি
(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ
(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন
(ত) শেয়ারপ্রতি আয়
(থ) নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
(দ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা

বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তর করা হয় লেনদেনের দিনের হার অনুযায়ী। আর্থিক সম্পদ এবং দেনাগুলো পুনঃপরিবর্তিত হয় প্রতিবেদনের তারিখের ঐতিহাসিক মুদ্রার হার অনুযায়ী। আর্থিক বিনিময়ের হার ব্যবহার করে অর্থসংশ্লিষ্ট নয় এমন সম্পদ ও দায়সমূহের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। মুদ্রার রূপান্তরের পার্থক্যকে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ বিবরণ হিসাব-এ আয় অথবা ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়।

(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

স্বীকৃতি ও পরিমাপ

লাখেরাজ ভূমি, লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালান ব্যতিরেকে সম্পত্তি, প্ল্যান্ট, ও সরঞ্জাম পুঞ্জিভূত অবচয় ও অকার্যকারিতাপ্রসূত (impairment) পুঞ্জিভূত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভূমি পুনর্মূল্যায়িত পরিমাণ হিসাবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালানসমূহ পুঞ্জিভূত অবচয় ব্যতিরেকে পুনর্মূল্যায়িত পরিমাণ হিসেবে পরিমাপ করা হয়। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ (ট্রেড ডিসকাউন্ট ও রিবেটসমূহ বাদ দেয়ার পর) এবং সম্পত্তিসমূহকে প্রত্যাশিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষে যে ধরনের লোকেশন ও অবস্থা আবশ্যক সে ধরনের লোকেশন ও অবস্থায় সম্পত্তিটি আনয়ন বাবদ প্রত্যক্ষ যে কোন ব্যয়।

ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয়

লিন্ডে গ্রুপ নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানির সম্পদ ইক্যুইটি বা নগদ অর্থ প্রবাহ দ্বারা অর্থায়িত হলেও কার্যকরী সম্পদের জন্য মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষে ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় নির্ধারণ করার জন্য কোম্পানি গ্রুপ কর্তৃক নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের হার অনুসরণ করে থাকে।

পরবর্তীকালীন ব্যয়সমূহ

যদি এমন হয় যে, কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির কোন অংশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সুবিধা কোম্পানি পাবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিমাপ করা যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির প্রতিস্থাপনীয় বা উন্নয়ন অংশটি বাবদ ব্যয় এর চলতি মূল্যের মধ্যে গণ্য করা হবে। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ বিষয়ক হিসাবাদির মধ্যে গণ্য করা হয়।

অবচয়

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামের জন্য প্রযোজ্য সেবা অবচয় বিষয়ক কনভেনশনে (service depreciation convention) উল্লিখিত মাস ব্যবহার করে । এই কনভেনশন ব্যবহার করার মাধ্যমে যে মাসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয় সেই মাস থেকে অবচয় শুরু হয়; এক্ষেত্রে মাসের কোন দিবসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে তা গণ্য করা হয় না । সকল ক্রয়কৃত আইটেমকে সেবা প্রদানের জন্য চালু করতে হবে এবং যে মাসে এগুলোকে ব্যবহার করা শুরু হয় সে মাস হতে এদের অবচয় হিসাব করতে হবে । কোন আইটেম বিক্রয় করা হলে, যে মাসে বিক্রয় করা হয়েছে তার অব্যবহিত পূর্বের মাস অবধি অবচয় মূল্য আরোপ করা হয় ।

লাখেরাজ জমি অথবা নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় এর উপর অবচয় নির্ধারণ করা হয়নি । অন্যান্য সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সুষম ভিত্তিতে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে । সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের শ্রেণী অনুযায়ী অবচয়ের হার বাস্তবিক গননার ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে প্রতিয়মান হয়েছে । বাস্তবিক গননার ভিত্তিতে নিম্নে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে যাহা:

	বছর
লাখেরাজ দালান	৪০
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডার (স্টোরেসট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটরসহ)	১০-২০
মোটরগাড়ি	৫
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	৫-১০
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৫

৪০ বছর কম সময়ের জন্য ইজারাকৃত ভূমির ভবনের মূল্য ইজারা বা ভূমি লীজের সময়ব্যাপী অবচয় হয়ে থাকে । অবচয় পদ্ধতি, ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য প্রতিটি প্রতিবেদনের তারিখে পর্যালোচনা করা হয় ।

বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান

বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান নির্ণিত হয়ে থাকে পরিবাহী মূল্য ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের তুলনামূলক নীট হিসাবের ভিত্তিতে ।

(গ) অস্থায়ী (intangible) **সম্পত্তিসমূহ**

স্বীকৃতি এবং পরিমাপ

অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ দেনা পরিশোধ বাবদ পুঞ্জীভূত অর্থ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত অকার্যকারিতা প্রসূত (impairment) ক্ষয়ক্ষতি, যদি থাকে, তা ব্যতিরেকে ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয় । যখন BAS ৩৮: অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ শীর্ষক মানদন্ড অনুযায়ী স্বীকৃতির সকল শর্তাবলী পূরণ করা হয়, তখন অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় । অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ এবং এই সম্পত্তির প্রত্যাশিত ব্যবহারের লক্ষে সম্পত্তিটি প্রস্তুত করা বাবদ যেকোন প্রত্যক্ষ ব্যয় ।

পরবর্তীকালীন ব্যয়

পরবর্তী ব্যয়ের সুবিধা গ্রহণ করা যায় কেবল তখনই যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে, উক্ত অংশে নিহিত ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুফলসমূহ কোম্পানির অনুকূলে আসবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে । ব্যয় আরোপিত হওয়ার পর অন্যান্য সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে খাতায় দেখানো হয় ।

দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় (amortisation)

এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যান (ERP) সফটওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যারসমূহ বাবদ অর্থ পরিশোধের হার সরাসরি পদ্ধতিতে ছিল যথাক্রমে ১২.৫০% এবং ২৫% ব্যবহারের মাস হতে । দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় দেখানো হয়েছে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে ।

(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি

যেসব লীজের সুবাদে কোম্পানি সকল ধরনের ঝুঁকি মালিকানাস্বত্বের অধিকারী হয়, সেসব লীজ বা ইজারা আর্থিক ইজারার শ্রেণীভূক্ত । প্রাথমিক স্বীকৃতির পর ইজারাকৃত সম্পত্তিটি এর ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য এবং ইজারা বাবদ পরিশোধনীয় অর্থের বর্তমান মূল্য বিবেচনা করে পরিমাপ করা হয় । প্রাথমিক স্বীকৃতির পরে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পত্তিটির হিসাব করা হয় ।

অন্যান্য ইজারাগুলো হলো কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারা এবং এদেরকে কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জাম হিসেবে গণ্য করা হয় না । কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার আওতায় গৃহীত অগ্রিম টাকার অর্থ অগ্রিম পরিশোধ হিসেবে দেখানো হয় ।

(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ

কোনো আর্থিক দলিল হলো সেই চুক্তি, যে চুক্তির বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটিতে পরিণত হয় ।

আর্থিক সম্পদ

যে তারিখে কোম্পানির পাওনা (receivables) ও জমার (deposits) উৎপত্তি ঘটে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে সে তারিখে পাওনা ও জমা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । অন্যান্য সকল আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে, কোম্পানি যে তারিখে সেগুলোর লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখে প্রাথমিকভাবে সেগুলো আর্থিক সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হয় । পক্ষান্তরে, কোম্পানি কোনো আর্থিক সম্পদের উপর থেকে সেই তারিখে আর্থিক সম্পদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় যে তারিখে চুক্তি থেকে উদ্ভূত কোম্পানির অধিকারের অথবা চুক্তির অধীনে থাকা সম্পদ থেকে কোম্পানির নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে; কিংবা কোম্পানি কোনো লেনদেনে কোনো আর্থিক সম্পদ থেকে চুক্তিজনিত নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার অধিকার হস্তান্তর করে, যে লেনদেনে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানাজনিত সকল ঝুঁকি ও প্রতিদান (rewards) প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায় ।

আর্থিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্য এবং বাণিজ্য প্রাপ্য:

(i) **নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য**

নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহের অন্তর্গত হলো, কোম্পানির তহবিলে থাকা নগদ অর্থ, ব্যাংকে থাকা নগদ অর্থ এবং মেয়াদ পূর্ণ হতে ৩-৬ মাস বা তার কম সময় বাকী থাকা স্থায়ী আমানতসমূহ, যা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কোম্পানির ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে ।

(ii) **বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রাপ্য**

গ্রাহককে মালামাল সরবরাহ করা বা সেবা প্রদান করা বাবদ তার নিকট থেকে কোম্পানির যে অর্থ পাওনা হয় তাই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা (trade and other receivables) । সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার জন্য যে ব্যয়মূল্যকে মালামাল বা সেবার বিনিময়ে ন্যায্য মূল্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই ব্যয়মূল্যকে প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় । প্রাথমিক স্বীকৃতির পর, এই ব্যয়মূল্য থেকে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অংশ বাদ যাওয়ার কারণে গ্রাহকের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ কম পাওয়া যাবে তা বাদ দিয়ে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার যে অর্থমূল্য নির্ধারিত হবে তা-ই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে কোম্পানির পাওনা হবে ।

(iii) **বিনিয়োগ**

বিনিয়োগ বলতে ৩ মাসের অধিক সময়কালের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচুরিটিকে বোঝায় । এক্ষেত্রে কোম্পানি কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যাতিরেকে এই ডিপোজিট ব্যবহার করতে পারবে । কোম্পানি এফডিআর বিনিয়োগকে ম্যাচুরিটি পর্যন্ত ধরে রাখার ইতিবাচক আগ্রহ এবং সামর্থ্য রাখে এবং এ ধরনের আর্থিক সম্পদসমূহ ম্যাচুরিটির জন্য সংরক্ষিত হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় । এই ধরনের সম্পদসমূহ প্রাথমিকভাবে ন্যায্য মূল্যের পাশাপাশি যেকোন ধরনের প্রত্যক্ষ গণনাযোগ্য লেনদেন সংক্রান্ত ব্যয়ের আলোকে স্বীকৃত হয় । প্রাথমিক স্বীকৃতির পরবর্তী ধাপে এইসব সম্পদসমূহকে কার্যকর ইন্টারসেট পদ্ধতি ব্যবহার করে বন্ধকী ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয় ।

(iv) **সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ**

সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ বলতে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ইক্যুইটির অনুকূলে বিনিয়োগ বোঝায় ।

আর্থিক দায়

অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনার ফলে যখন কোম্পানির জন্য কোনো চুক্তিজনিত দায় নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যার নিষ্পত্তির ফলস্বরূপ কোম্পানি থেকে অন্যের কাছে অর্থনৈতিক সুফল প্রদানকারী সম্পদ হস্তান্তরের নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তখনই কোম্পানির জন্য একটি আর্থিক দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকৃত হয় । যে লেনদেন তারিখে কোম্পানি দায় সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখেই দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে নেয় ।
যখন কোম্পানি তার চুক্তির আওতাধীন দায়সমূহ পরিহার বা বাতিল করে বা এ সংক্রান্ত দায় বহনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন কোম্পানি আর্থিক দায়সমূহ পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায় । বাণিজ্য প্রাপক, খরচ বাবদ প্রাপক এবং প্রদেয় খরচ, বিবিধ প্রাপক এবং অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নয় এমন আর্থিক দায়সমূহের অন্তর্ভূক্ত ।

(চ) মজুদ সামগ্রী

ব্যয় ও আনুমানিক হিসাবকৃত নীট মুনাফাযোগ্য মূল্যের অপেক্ষাকৃত কম হিসেবে পণ্যের মজুদসমূহ পরিমাপ করা হয় (পরিবাহী পণ্য বাদে) । পণ্যের মজুদসমূহের ব্যয় পরিমাপ করা হয় ওজনভিত্তিক গড় ব্যয় ফর্মুলা ব্যবহার করে এবং পণ্যের মজুদের ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে মজুদ সংগ্রহ বাবদ ব্যয়, উৎপাদন বা রূপান্তর বাবদ ব্যয় এবং বিদ্যমান লোকেশন ও অবস্থায় এগুলোকে আনয়ন বাবদ অন্যান্য ব্যয় ।
পণ্যের মজুদসমূহ কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত (finished) পণ্যাদি, পরিবাহী পণ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবশ্যক বাড়তি যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত ।

(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)

পণ্যাদি ও আসবাবের মজুত ব্যতিরেকে কোম্পানির সম্পত্তিসমূহের মূল্যের ক্ষেত্রে ইমপেয়ারমেন্ট-এর কোন লক্ষণ রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে এগুলো পর্যালোচনা করা হয় । যদি এ ধরনের আলামত পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের পুনরুদ্ধারের উপযোগী ইমপেয়ারমেন্ট-এর আনুমানিক হিসাব বের করা হয় । যদি কোন সম্পত্তির বা এর নগদ অর্থ বৃদ্ধিকারী ইউনিটের চলতি মূল্য উক্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারযোগ্য মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তা ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান হিসেবে ধরা হয় । ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান যদি হয়, সেগুলো লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয় ।

(জ) বরাদ্দসমূহ

অতীত ইভেন্টের ফলাফলের কারণে কোম্পানির কোনো আইনগত বা গঠনমূলক বাধ্যবাধকতা থাকায় আর্থিক অবস্থার বিবরণে একটি বরাদ্দ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই বাধ্যবাধকতার নিষ্পত্তির জন্য আর্থিক সুফলের একটি বহিঃপ্রবাহ প্রয়োজন এবং বাধ্যবাধকতার পরিমাণের একটি নির্ভরযোগ্য আনুমানিক হিসাব করা যেতে পারে ।

(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়

দাবী, মামলা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ব্যয় রেকর্ড রাখা হয়, যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে এতে একটি দায় আরোপিত হয়েছে এবং এর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে ।

(ঞ) আয়কর

আয়করের খরচ বিন্যস্ত করা হয়েছে বর্তমান এবং বিলম্বিত করের সহিত । আয়করের খরচ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়েছে ।

বর্তমান কর

আলোচ্য বছরের জন্য করযোগ্য আয়ের উপর যে প্রত্যাশিত কর প্রদান করতে হয় সেই করই হলো বর্তমান কর, যা প্রতিবেদনের তারিখে আইন কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রকৃত অর্থে আইনসিদ্ধ কর হার অনুযায়ী প্রদেয় । কোম্পানিটি "পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি" হিসেবে যোগ্যতর বিবেচিত । আয়করের হার চলতি বছরে ২৫% হারে বরাদ্দ করা হয়েছে । ২০১৫ সালের অর্থ অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই কর বরাদ্দের হার নির্ধারণ করা হয়েছে ।
প্রযোজ্য কর আইন অনুযায়ী কোম্পানিকে কোন নির্দিষ্ট বছরে সকল উৎস হতে প্রাপ্ত কোম্পানির মোট আয়ের পরিমাণের ০.৩ শতাংশ হারে প্রদেয় ন্যূনতম কর সাপেক্ষে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হারে কর প্রদান করতে হবে । যেহেতু আলোচ্য বছরে কোন উৎস হতে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কোন আয় ছিল না, সেক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারির জন্য কোন কর প্রদান করা হয়নি ।

বিলম্বিত কর

আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য সম্পদ এবং দায়সমূহের চলতি পরিমাণ এবং শুল্কায়নের জন্য ব্যবহৃত পরিমাণের মধ্যে সাময়িক পার্থক্য তৈরি করার মাধ্যমে BAS-১২: আয়করের, পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলম্বিত কর বিবেচনা করা হয় । বিলম্বিত কর করের হারসমূহের আলোকে পরিমাপ করা হয়, যা সাময়িক পার্থক্যসমূহ বিপরীতভাবে প্রতিভাত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার প্রত্যাশা করা হয়; এক্ষেত্রে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে বা প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ দ্বারা বাস্তবিকভাবে প্রণীত হয়েছে সে সমস্ত আইনের উপর ভিত্তি করে বিলম্বিত কর পরিমাপ করা হয় । বিলম্বিত করারোপিত সম্পদ এবং দায়সমূহের সমতা বিধান করা হয় যদি চলতি করারোপিত দায় ও সম্পদসমূহের সমতা বিধান করার লক্ষে আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার থাকে এবং যদি সেগুলো একই ধরনের কর প্রদানযোগ্য প্রতিষ্ঠানে একই কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আয়করসমূহের সাথে সম্পর্কিত থাকে ।
একটি বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তি ঐ সীমা অবধি স্বীকৃত হয় যাতে, এমন সম্ভাবনা থাকে যে, ভবিষ্যতে যে করযোগ্য মুনাফাসমূহ পাওয়া যাবে তার বিপরীতে কর্তনযোগ্য সাময়িক পার্থক্য কাজে লাগানো যেতে পারে । বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তিসমূহ প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো এমন সীমা অবধি হ্রাস করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর বিষয়ক মুনাফা আর বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা থাকবে না ।

(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)

শ্রমিকদের মুনাফা অংশগ্রহণমূলক তহবিল বা WPPF বাবদ এই ধরনের ব্যয় আরোপ করার পূর্বে কোম্পানি এর মুনাফার ৫% যোগান দেয় ।

(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি

কোম্পানি-এর যোগ্য স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (defined contribution plan) এবং নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যান (defined benefit plan) উভয়ই পরিচালনা করেন । যেখানে প্রযোজ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব দলিলসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় ।

নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (provident fund **বা ভবিষ্যৎ তহবিল)**
নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হলো কর্মসংস্থান প্রদানোত্তর একটি বেনিফিট বা কল্যাণ প্ল্যান যার আওতায় কোম্পানি এর সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য বেনিফিট বা কল্যানের ব্যবস্থা করে । স্বীকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভবিষ্যৎ তহবিল নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে । কারণ, এটি এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্ধারিত স্বীকৃতিমূলক ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ডসমূহ পূরণ করে । সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারি তাদের মূল বেতনের ১৩.৫% ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করেন এবং কোম্পানিও সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এই তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করে ।
যখন কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তি অংশগ্রহণমূলক তহবিলের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে থাকেন, তখন কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তহবিলে অর্থ প্রদান ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয় । এক্ষেত্রে কোম্পানি তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সম্মত সে ব্যাপারে আইন এবং গঠনমূলক বাধ্যবাধকতার ভূমিকা সীমিত ।
নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যানসমূহ

(i) **আনুতোষিক স্কীম**
কোম্পানি তার স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য একটি তহবিলবিহীন আনুতোষিক স্কীম বা গ্র্যাচুইটি স্কীম পরিচালনা করে যার আওতায় একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারি তার চাকুরিকালীন সময় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের উপর নির্ভর করে ভাতাসমূহ প্রাপ্তির অধিকার লাভ করেন । কোম্পানি এর সকল যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য প্রতিবেদন তারিখ মোতাবেক

সর্বাধিক অর্থ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাসমূহ গণনা করে। অবশ্য, যেহেতু গ্র্যাচুইটি বাবদ অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অনিশ্চয়তা বা আনুমানিক হিসাবাদি নেই, সেহেতু ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিবেচনা করেন যে, একচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হলে এতে যদি কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে প্রতিভাত হবে না, BAS-১৯:কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি অনুযায়ী।

(ii) **স্বল্প-মেয়াদী কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি**

স্বল্প মেয়াদী কর্মচারি কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহকে আনডিসকাউন্টেড ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সেবা বাবদ ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। সারা বছরে কর্মচারিদের যে ছুটি জমা হয় তা তাদের ভোগ করার বিধান থাকলেও তারা তা গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক কর্মচারিদের সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ও অব্যবহৃত ছুটির ভিত্তিতে এ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

(ড) আয় বিষয়ক স্বীকৃতি

পণ্যসমূহ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়

(i) **বিক্রিত পণ্যসমূহ**
গৃহীত বা গৃহীতব্য বিবেচনার নিরপেক্ষ মূল্য, রিটার্ণ ও ভাতা ও বাণিজ্য বিষয়ক ডিসকাউন্টসমূহের মোট পরিমাণ অনুযায়ী পণ্যাদির বিক্রয় হতে আয় পরিমাপ করা হয়। আয় স্বীকৃত হয় যখন ক্রেতার নিকট মালিকানা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তরিত হয়, বিবেচনাসমূহ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, পণ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও সম্ভাব্য রিটার্ন নির্ভরযোগ্যভাবে আনুমানিক হিসাব করা যায়, পণ্যের ক্ষেত্রে কোন অব্যাহত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। সাধারণত পণ্য তালিকার পাশাপাশি পণ্যের সরবরাহের সময় এগুলো সাধিত হয়।

(ii) **বিক্রয় সরবরাহ হতে নগদ প্রাপ্তি**
যখন বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ডেলিভারি দেয়া হয় এবং নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন আয় স্বীকৃত হয়।
সেবাসমূহ
প্রদত্ত সেবাসমূহ হতে প্রাপ্ত আয় প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে লেনদেন সমাপ্ত হওয়ার পর্যায় অনুপাতে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী নির্দেশক হিসাবে স্বীকৃত হয়। সিলিন্ডার ও ভিআইই (VIE) ভাড়া ক্রমবর্ধিষ্ণু ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়।
কমিশন
যখন কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানি প্রিন্সিপাল না হয়ে বরং একটি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তখন কোম্পানি কর্তৃক গৃহীতব্য কমিশনের নীট পরিমাণ হিসেবে আয় স্বীকৃত হয়।

(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ

ফাইন্যান্স বিষয়ক আয় বলতে স্হায়ী জমা বাবদ তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ আয় বোঝায়। সুদ বাবদ আয় ক্রমবর্ধিষ্ণু হিসাবের ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়।
ফাইন্যান্স বিষয়ক ব্যয় বলতে ওভার ড্রাফটজনিত সুদ বাবদ ব্যয় এবং ব্যাংক চার্জসমূহ বোঝায়। ফাইন্যান্স বিষয়ক সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী বিষয়ক হিসাবে স্বীকৃত হয়।

(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন

(i) **সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ**
সাবসিডিয়ারি বলতে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেগুলো গ্রুপ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রুপের সম্পৃক্তির ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনযোগ্য আয় অর্জন করে বা অর্জন করার অধিকার পায় এবং গ্রুপ যখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে এর অর্জিত আয়কে প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাখে তখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। সাবসিডিয়ারির আর্থিক বিবরণী সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে তারিখ হতে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়েছে সেই তারিখ হতে যে তারিখে নিয়ন্ত্রণের সমাপ্তি ঘটেছে সেই তারিখ অবধি উক্ত আর্থিক বিবরণী অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ii) **নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সুদসমূহ**
এনসিআই যেই তারিখে আত্মীকরণ হয়েছে সেই তারিখে আত্মীকরণকারী প্রতিষ্ঠানের শনাক্তকরণযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহে তাদের আনুপাতিক শেয়ারের আলোকে পরিমাপিত হয়। একটি সাবসিডিয়ারিতে গ্রুপের সুদের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন যার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারানোর মত ঘটনা ঘটে না সেসব ক্ষেত্রে উক্ত পরিবর্তনসমূহ ইক্যুইটি বিষয়ক লেনদেন হিসেবে গণ্য করা হয়।

(iii) **নিয়ন্ত্রণ হারানো**
যখন কোন গ্রুপ এর সাবসিডিয়ারির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন গ্রুপ সাবসিডিয়ারির সম্পদসমূহ ও দায়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট কোন এনসিআই এবং ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত প্রাপ্তি অথবা ক্ষতি মুনাফা অথবা ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। যখন নিয়ন্ত্রণের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন সাবেক সাবসিডিয়ারিতে থেকে যাওয়া যেকোন সুদকে ন্যায্যমূল্যে পরিমাপ করা হয়।

(iv) **সমন্বিতকরণ পরবর্তী লেনদেন বিলোপ**
আন্তঃগ্রুপ ব্যালেন্সসমূহ ও লেনদেনসমূহ এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেনসমূহ হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন যেকোন ধরনের আয় বা ব্যয়সমূহকে বিলোপ করা হয়েছে। ইক্যুইটি হিসাবের আলোকে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহকে বিনিয়োগের বিপরীতে বিলোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানে রয়ে যাওয়া গ্রুপের সুদ বিষয়ক আয়ের সীমানা পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে। নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহের মত করে নগদ অর্থ নয় এমন ক্ষতিসমূহ বিলোপ করা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে ততটুকু পর্যন্ত বিলোপ করা হয়েছে যাতে প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়।

(ত) শেয়ারপ্রতি আয়

কোম্পানি তার সাধারণ শেয়ারের জন্য শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়-এর (EPS) ডাটা উপস্থাপন করেছে।

শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়
সাধারণ শেয়ারহোল্ডাদের অর্জিত আয় বা লোকসান (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) এবং এ বছরের বকেয়া ওয়েটেড এভারেজ সাধারণ শেয়ারের সংখ্যার সহিত বিভাজনের মাধ্যমে শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) নির্ধারিত হয়।

(থ) নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

সরাসরি ভিত্তিতে পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ উপস্থাপিত হয়েছে।

(দ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ, যা প্রতিবেদন তারিখে কোম্পানির অবস্থা সম্বন্ধে বাড়তি তথ্য প্রদান করে, সেই ইভেন্টসমূহ আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ম্যাটেরিয়াল ইভেন্টসমূহ, যেগুলো এ্যাডজাস্টিং ইভেন্ট নয়, সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে যা টীকা ৪০-এ দেখানো হয়েছে।

কোম্পানির অবস্থানসমূহ

রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮
টেলিফোন +৮৮.০২.৮৮৭০৩২২-২৭
ফ্যাক্স +৮৮.০২.৮৮৭০৩২৯/৮৮৭০৩৩৬

ফ্যাক্টরী
তেজগাঁও
২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮
টেলিফোন +৮৮.০২.৮৮৭০৩৪১-৪৪
ফ্যাক্স +৮৮.০২.৮৮৭০৩৫৭

রূপগঞ্জ
ডাকঘর-ধুপতারা, থানা- রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল +৮৮.০১১৯৯৮৫১৭২৫/০১৭১১৫৬৩৩১৭
+৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৭৩

শীতলপুর
শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
টেলিফোন +৮৮.০৩১.২৭৮০২০৫
মোবাইল +৮৮.০১১৯৯৭০৩১৪০

বিক্রয় কেন্দ্র
তেজগাঁও
২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮
টেলিফোন +৮৮.০২.৮৮৭০৩৪১-৪৪
ফ্যাক্স +৮৮.০২.৮৮৭০৩৫৭
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫২

রূপগঞ্জ
ডাকঘর-ধুপতারা, থানা- রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল +৮৮.০১১৯৯৮৫১৭২৫/০১৭১১৫৬৩৩১৭

টিপু সুলতান রোড
৫৭-৫৮, টিপু সুলতান রোড, থানা- সুত্রাপুর, ঢাকা
টেলিফোন +৮৮.০২.৭১৬৩৭৬৮
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৫

টঙ্গী
২৪১ টঙ্গী শিল্প এলাকা, মিলগেট, গাজীপুর
টেলিফোন +৮৮.০২.৯৮১২৪০২
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৪

নারায়ণগঞ্জ
৭২ সিরাজউদ্দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ
টেলিফোন +৮৮.০২.৭৬৩২৯৪২
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৬

ময়মনসিংহ
২৮/১ খ, কে সি রায় রোড, ময়মনসিংহ
টেলিফোন +৮৮.০৯১.৫২৫৫৮
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৭

নোয়াখালী
কন্ট্রাক্টর মসজিদ (মাইজদী রোড) আলীপুর
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
টেলিফোন +৮৮.০৩২১.৫২০২৩
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬০

খুলনা
অফ্ রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড, লবন চোরা, খুলনা
টেলিফোন +৮৮.০৪১.৭২১২০৬/৭২৩০৭৬
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৩

বরিশাল
হোল্ডিং-৭৬৪১, আলেকান্দা, কোতওয়ালী, বরিশাল
টেলিফোন +৮৮.০৪৩১.২১৭৩১৯০
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৫

রাজশাহী
ইসলামপুর (দেবিসিংপারা) নাটোর রোড
ভাদ্রা, রাজশাহী
টেলিফোন +৮৮.০৭২১.৭৫০২৪২
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৮

শীতলপুর
সীতাকুন্ড, শীতলপুর, চট্টগ্রাম
টেলিফোন +৮৮.০৩১.২৭৮০২০৫
মোবাইল +৮৮.০১১৯৯৭০৩১৪০

সাগরিকা
৬৮/ভি, সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী
ডাকঘর-কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম
টেলিফোন +৮৮.০৩১.৭৫২১২২/৭৫২৭৭৬/৭৫০৮৩৯
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৮/০১৭১৩০৯৯৬৫৯

কুমিল্লা
শ্রীমান্তপুর, চান্দপুর রোড, আহমেদ নগর, কুমিল্লা
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬১

সিলেট
নিশাত প্লাজা শপিং কমপ্লেক্স, মমিনখোলা, সিলেট
টেলিফোন +৮৮.০৮২১.৮৪১৬৮১
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬২

যশোর
যশোর খুলনা হাইওয়ে
(বকচর প্রাইমারি স্কুল এর নিকটে)
বকচর, যশোর
টেলিফোন +৮৮.০৪২১.৬৮৫৯৬/৬৬৪২৬
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৭২

বগুড়া
চারমাথা, রংপুর রোড, নিশিনদারা, বগুড়া
টেলিফোন +৮৮.০৫১.৬৪৩২৭
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৬

রংপুর
উলিপুর মার্কেট, আর, কে রোড, দক্ষিণ গণেশপুর, রংপুর
টেলিফোন +৮৮.০৫২১.৬৩৬০৮
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৭

ফরিদপুর
রাজবাড়ি রোড মোর
(কমলাপুর ফিলিং স্টেশন এর নিকটে)
ঢাকা ফরিদপুর হাইওয়ে, ব্রাহ্মণকান্ডা, ফরিদপুর
টেলিফোন +৮৮.০৬৩১.৬৫৩৪৫
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৪

লিন্ডে বাংলাদেশের সাইটস্

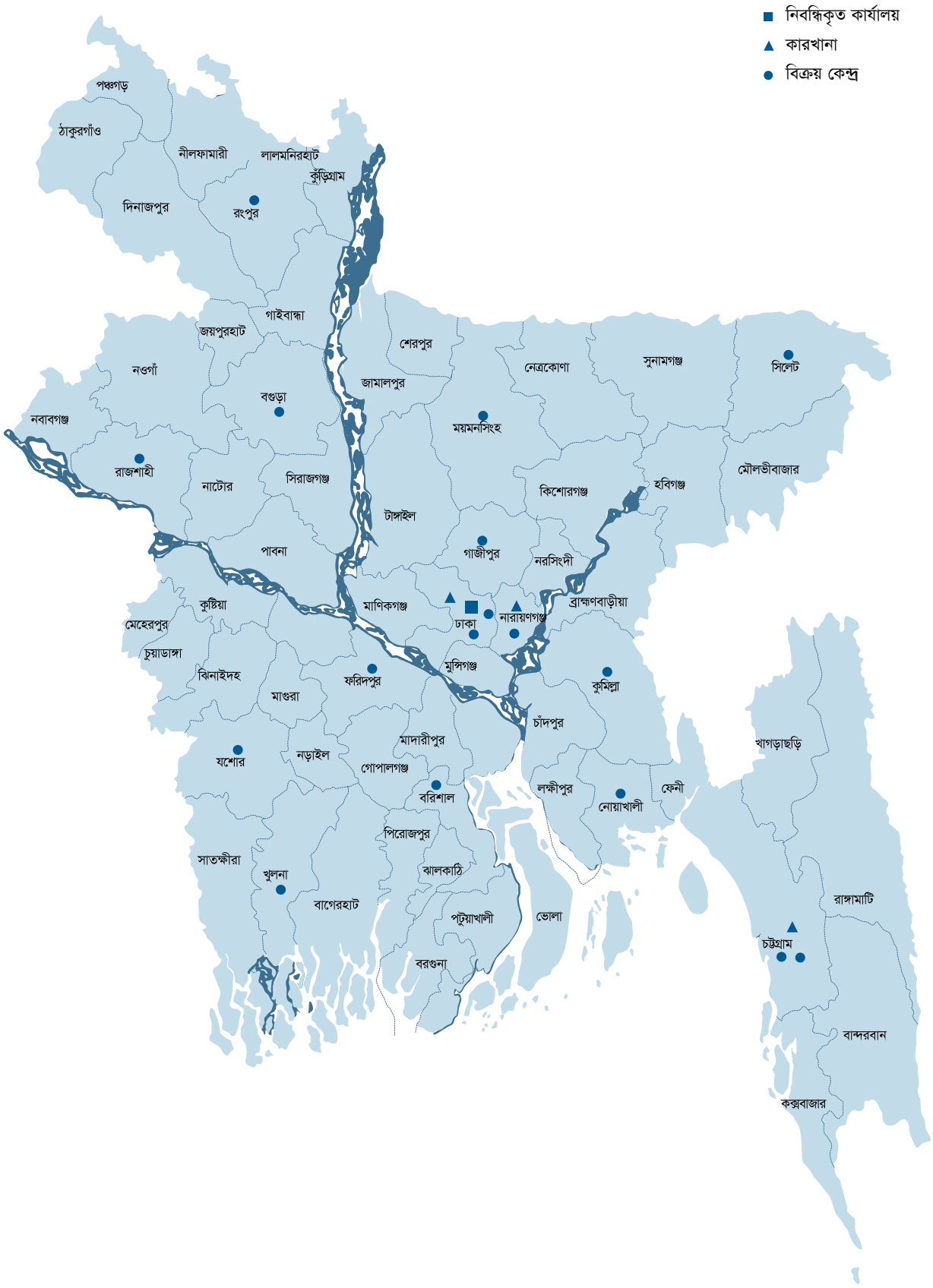

কোম্পানির পণ্যসামগ্রী ও সেবাসমূহ

শিল্প গ্যাসেস

- → কমপ্রেস্ড অক্সিজেন
- → তরল অক্সিজেন
- → কমপ্রেস্ড নাইট্রোজেন
- → তরল নাইট্রোজেন
- → ডিজলভ্ এ্যাসিটিলিন
- → কার্বন ডাই-অক্সাইড
- → ড্রাই আইস
- → আরগন
- → ল্যাম্প গ্যাস
- → এল পি জি
- → রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস (ফ্রিয়ন এবং সুভা)
- → হাইড্রোজেন
- → ফায়ার সাপ্রেসন সিস্টেম
- → কমপ্রেস্ড হিলিয়াম
- → হিলিয়াম
- → সালফার-হেক্সাফ্লুরাইড
- → সালফার ডাই-অক্সাইড
- → বিশেষ গ্যাস ও গ্যাস মিশ্রণ
- → অনুরোধক্রমে যে কোন গ্যাস

ওয়েল্ডিং গ্যাসেস ও যন্ত্র

- → মাইল্ড স্টীল ইলেকট্রোড্স
- → লো হাইড্রোজেন/লো এ্যালয় ইলেকট্রোড্স
- → কাস্ট আয়রণ ইলেকট্রোড্স
- → হার্ড সার্ফিসিং ইলেকট্রোড্স
- → স্টেইনলেস স্টীল ইলেকট্রোড্স
- → আর্ক ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
- → গ্যাস ওয়েল্ডিং রড ও ফ্লাক্স
- → গ্যাস ওয়েল্ডিং এবং কাটিং সাজ-সরঞ্জাম
- → মিগ ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
- → টিগ ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
- → প্লাজমা কাটিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
- → ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ এবং সার্ভিস
- → ওয়েল্ডিং যন্ত্র মেরামত
- → ওয়েল্ডিং টেষ্টিং ও সার্ভিস

মেডিক্যাল গ্যাসেস ও যন্ত্র

- → মেডিক্যাল অক্সিজেন তরল
- → মেডিক্যাল অক্সিজেন কমপ্রেস্ড
- → নাইট্রাস অক্সাইড
- → এন্টোনক্স
- → স্টেরিলাইজিং গ্যাস
- → মেডিক্যাল গ্যাস সিলিন্ডার
- → এ্যানেসথেশিয়া মেশিন
- → এ্যানেসথেশিয়া ভেন্টিলেটর
- → আই সি ইউ/সি সি ইউ মনিটরিং সিস্টেম
- → আই সি ইউ/সি সি ইউ ভেন্টিলেটর
- → পাল্স অক্সিমিটার
- → ইনফ্যান্ট ওয়ার্মার
- → ফটোথেরাপি ইউনিট
- → ইনফ্যান্ট ইনকিউবেটর
- → ও টি টেবিল
- → ও টি লাইট
- → অটোক্লেভ/ষ্টেরিলাইজার
- → গাইনিকোলজিক্যাল টেবিল
- → হিউমিডিফায়ার
- → অক্সিজেন কনসেনট্রেটর
- → রিসাসসিটেটর
- → সেন্ট্রাল স্টেরিলাইজিং অ্যান্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট (সিএসএসডি)
- → অনুরোধক্রমে যে কোন মেডিক্যাল যন্ত্র

Linde

Notes.

Notes.